নাগরিকা

শ্রীচরণদাস ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দাম—দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের

করকমলে

উৎসর্গ—

'নাগরিকা'ব প্রথম প্রকাশ হয 'ভাবতবর্ষে', ১৩৪৬ সালেব আষাঢ় মাসে—ধাবাবাহিক। আজ পুঁথিব আকাবে প্রকাশ হলো।

একটা কথা বলবাব প্রযোজন আছে। 'নাগবিকা'ব কণ্ঠে বইলো বৌদ্ধযুগেব এক বিচিত্র কাহিনী। কিন্তু ওই যুগেব কোনও ইতিহাসেব সঙ্গে এব আদৌ সম্পর্ক নাই—বৌদ্ধযুগেব পৃষ্ঠপটেব নিছক এক পবিকল্পনায বর্তমানেব বাস্তব পটভূমিতে আবির্ভাব আমাব 'নাগবিকাব'। এই কাহিনী, এতে সঙ্গীত আছে, কি, বোদন আছে তা' জানি না। যদি সঙ্গীত থাকে তবে সে-সঙ্গীত অতীতেব, আব যদি বোদন থাকে তবে সে-বোদন বর্তমানেব। বিকৃত বর্তমান যদিই বা কোনদিন আত্মস্থ হবাব কামনা কবে, তা'হলে তৎক্ষণাৎ ববণ কববে তাকে আমাব 'নাগবিকা'—অতীতেব গান গেযে! আব সেইদিনই হবে সার্থক আমাব শ্রম!

১লা আশ্বিন, ১৩৪৭ **শ্রীচরণদাস ঘোষ**

কণ্ঠে তোমার রইলো তবে নন্দনের এই মালা
অশ্রুকাতর কেউ যদি চায় পরিয়ে দিয়ো বালা !

নাগরিকা

এক

বৌদ্ধধর্মের আলোক কোথাও পড়িয়াছে, কোথাও বা পড়ি-পড়ি করিতেছে, এমন সময়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ত্রিবর্ণ বসন্তের এক পরিচ্ছন্ন উষায় শয্যাত্যাগ করিতেই ভিক্ষুরা আসিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। তারপর তাহারা সমস্বরে কহিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি!"

ত্রিবর্ণ হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াই বাহিরে পুষ্পোদ্যানে আসি-লেন—তাঁহার পরিধানে হরিদ্রা-বস্ত্র, গাত্রে হরিদ্রা-উত্তরীয়। ভিক্ষুরাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

উদ্যানের একান্তে এক প্রস্তর-বেদী, তাহার পার্শ্বে স্তূপীকৃত বিল্বপত্র। মঠের নিয়ম—প্রতিদিন এই সময়ে ভিক্ষুরা জড় হইয়া অধ্যক্ষের হাত হইতে অনুমতি স্বরূপ এক-একটি বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া দিবসের প্রচারকার্যে চলিয়া যায়। ত্রিবর্ণ বেদীর উপর উপবেশন করিলেন এবং ভিক্ষুরা একে-একে অগ্রসর হইয়া বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একজন

মাত্র বাকী আছে, এমন সময়ে একটি ভিক্ষুণী প্রবেশ করিল। মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ। তাহার আকৃতি সংযম-কঠিন, মুখের গড়ন—নিখুঁত, রূপ—সর্বাঙ্গ ছাইয়া। মস্তক অবনত করিয়া ত্রিবর্ণের পদস্পর্শ করিয়া কহিল, "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—"

ত্রিবর্ণ স্মিতমুখে হাত তুলিয়া যথারীতি আশীর্বাদ করিলেন, তারপর কহিলেন, "আদেশ ফিরিয়ে নিলাম।"

মেয়েটি বিস্ময়ে তাকাইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "প্রয়োজন নেই!"

"প্রয়োজন নে-ই?"

"না, কৌমুদি! নগরে বসন্ত-উৎসব!"

মেয়েটির নাম বিজ্ঞান-কৌমুদী, মঠে সে 'কৌমুদী' বলিয়াই অভিহিতা। ভিক্ষুণীদের ভিতর সে অগ্রণী।

কৌমুদী জানিতে চাহিল—"বাধা পড়বে?"

ত্রিবর্ণ সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন। কহিলেন, "তা' নয়! তুমি নারী।"

কৌমুদী মাথা নীচু করিল। একটু পরেই মাথা তুলিয়া কহিল, "অধিকার আপনি ত দিয়েছেন।"

মায়ের কোলে উঠিয়া শিশু যেমন করিয়া হাসে, তেম্‌নি করিয়াই হাসিয়া ত্রিবর্ণ জবাব দিলেন, "দিয়েছি সেইখানে, যেখানে তুমি—সকলের মা।"

কৌমুদী বিভ্রান্তনেত্রে ত্রিবর্ণের দিকে তাকাইল, যেন-বা কথাটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

ত্রিবর্ণ তৎক্ষণাৎ অর্থ করিয়া দিলেন—"অর্থাৎ যেখানে সকলেই—মানুষ!"

কৌমুদী হাসিয়া কহিল, "মানুষ কি ওরা নয়?"

"এখনও হয়নি, ওরা—ভাগ্যহীন! ওদের চোখে তুমি লোভের বস্তু!"

বলিযাই ত্রিবর্ণ একটি বিল্বপত্র তুলিযা লইযা ভিক্ষুটিকে কহিলেন, "অঞ্জন, অনুমতি—"

অঞ্জন হাত পাতিল।

ত্রিবর্ণ তাহার চোখে চোখ মিলাইযা কহিলেন, "নগরে যাবে—" বলিযা অঞ্জনের হাতে বিল্বপত্রটি ফেলিযা দিলেন। দিযাই কহিলেন, "এখন নয—অপরাহ্ণে।"

অঞ্জন বিল্বপত্র গ্রহণ করিযা প্রস্থানোদ্যত হইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "শোনো—" বলিযাই কি-যেন একটা বক্তব্যকে অকথিত রাখিয়া চিন্তিত-ভাবে উঠিযা পড়িলেন এবং কুসুমিত লতাপল্লবের ভিতর দিযা কিযদ্দূর গিযাই থমকিযা দাঁড়াইলেন। অতঃপর স্নিগ্ধনেত্রে অঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিযা কহিলেন, "প্রচারের কাজে নয—অপরাহ্ণে তোমাকে নগরে যেতে হবে একজনকে আমন্ত্রণ করতে!"

"কাকে?"

অঞ্জন বিস্মযে তাকাইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "কঙ্কণ, নগরের ভার অর্পণ করবো—তারই ওপর!"

"কে তিনি?"

"এক তরুণ শ্রেষ্ঠীকুমার—তার মুখে পদ্মের পবিত্র প্রভা প্রতিভাত, চোখে চাঁদের আলো, দেহে রবির রূপ!"

অঞ্জন মূঢ়ের ন্যায বলিল, "ওরা—"

ত্রিবর্ণ মৃদু হাসিযা কহিলেন, "তা' জানি। ওরা ভোগী, গৃহী—কিন্তু, তুমি ত জানো অঞ্জন—তিনিও ছিলেন রাজার দুলাল!"

অঞ্জন আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। শুধু সংশযম্লান কণ্ঠে কহিল, "যদি না আসে!"

বুঝিবা তাহাকে নিশ্চিন্ত করিতে গিযাই ত্রিবর্ণ তৎক্ষণাৎ সহাস্যে জবাব দিলেন, "আসবে। তাব অন্তবাত্মা যে আমাব কাছে হাত পেতেছে!" কথাটা শেষ কবিযা তিনি আব দাঁড়াইলেন না।

অঞ্জন কিযৎক্ষণ আবিষ্টেব ন্যায দাঁড়াইযা বহিল; তাবপব কবপল্লবস্থ বিল্বপত্রটিব উপব চোখ পড়িতেই ত্রস্ত হইযা চলিযা গেল—এ যে অধ্যক্ষের আদেশপত্র—শুধু অনুমতি ত নয!

দুই

নগরে উৎসব লাগিয়াছে। বসন্ত উৎসব!—ঋতুরাজের নির্লজ্জ আবাহন!

চতুর্দিক ব্যাপিয়া নরনারীর ফাগুন আগুনে মাতামাতি। উৎসবের প্রধান অঙ্গ—সুরা আর নারী। পুষ্পবাটিকায়, পথেঘাটে, সরোবরবক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের অধিবাসীর বিভিন্ন আয়োজন! বাধা নাই, বাঁধন নাই, নিষেধ নাই—অপ্রতিহত বিচিত্র বিলাসের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। কোথাও চলিয়াছে অশ্রান্ত নৃত্য, কোথাও উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত, কোথাও বা অফুরন্ত রঙ্গরস ও হাস্যকৌতুক। নগরের প্রতি পথে উভয় পার্শ্বের প্রত্যেক বিপণি বিচিত্র শৃঙ্খলায় সাজানো; সারি সারি দোকান—ফলফুল, মিষ্টান্ন, রত্ন, অলঙ্কার, জীবজন্তু—নানাবস্তুর।

যে-রাস্তাটা রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া নগরের তোরণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেই রাস্তায় আকস্মিক এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তখন বেলা পড়িতে সুরু হইয়াছে, রৌদ্রে ততটা ঝাঁঝ নাই। একটি মিষ্টান্নের দোকানের সম্মুখে বছর ছয়েকের একটি ছেলে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দেহ শীর্ণ, মাথায় রুক্ষ কেশ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে তাহার ঠিক নাই, হঠাৎ চারিদিক ছাপাইয়া বহু কণ্ঠের কলরোল আসিল—'রাজা আস্‌ছেন!' 'রাজা আস্‌ছেন!' সঙ্গে-সঙ্গে পথের সমস্ত পথিক উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া ছিট্‌কিয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ছেলেটির সেদিকে হুঁস্ নাই। দেখিতে-দেখিতে অদূরে অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুত হইল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই একজন অশ্বারোহী রাজ-সৈনিক তীর-

বেগে পথের ধূলা উড়াইয়া আসিয়া ছেলেটির সুমুখে পড়িয়া গেল ও পথে তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কঠোর আদেশের সঙ্গে তাহার পিঠে এক কশাঘাত করিয়া আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

মিষ্টান্নের দোকানটির পাশেই একটি প্রমোদশালা ছিল। রাজদর্শনের লোভেই হোক্, অথবা রাস্তার ভিড়-ডাড়ার আতঙ্ক-দৃশ্যটা দেখিবার জন্যই হোক—তথাকার সমস্ত দর্শকের চক্ষুই তখন পথের দিকে ফিরিয়াছিল, ছেলেটি পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই তথা হইতে একটি দিব্যদর্শন যুবক ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইল—যেন এক তরুণ কান্ত দেবদূত! তাহার অঙ্গে রত্নখচিত পরিচ্ছদ, চক্ষে অসাধারণ দীপ্তি, মুখে অভয় সত্যের স্তব-স্তুতি। তাড়াতাড় দোকান হইতে মুঠি ভরিয়া মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া ছেলেটির হাতে গুঁজিয়া দিয়াই মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

মুহূর্তেই রাস্তার দুই পার্শ্বে আবার আনন্দ কোলাহল উঠিল—'রাজা' 'রাজা!'

যুবকটি ছেলেটিকে বুকে করিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—অদূরেই পাশাপাশি তিনটী অশ্ব, মাঝে একটী পঞ্চকল্যাণযুক্ত শ্বেত অশ্বে বসিয়া রাজা—দীর্ঘদেহ এক তরুণ নৃপতি। তাঁহার একপার্শ্বে একজন আরোহী মস্তকে ছত্র ধরিয়া, অপর পার্শ্বের আরোহিটীর হস্তে চামর।

এম্‌নিই সময়ে আর একটী যুবক পার্শ্বের ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া প্রথমোক্ত যুবকটীর হাতে এক টান দিয়াই ত্রস্তকণ্ঠে ডাকিল, "কঙ্কণ, কঙ্কণ—"

কিন্তু কঙ্কণের সেদিকে দৃক্‌পাত নাই।

পুনশ্চ আর একবার ব্যাকুল কণ্ঠের ডাক পড়িল—শীগ্‌গীর সরে এসো—"

তথাপি কঙ্কণ সেই রাজ-আগমন দৃশ্যের দিকে চোখ পাতিয়া তেমনিই তন্ময়।

দেখিতে-দেখিতে অশ্ব তিনটী কাছে আসিয়া পড়িল। তিনজন অশ্বারোহীর তিনজোড়া রক্ত চক্ষু বিদ্যুৎ চমকের মত কঙ্কণের উপর পড়িয়া যেমন পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যাইবে, অমনি সে লাফ দিয়া সুমুখে পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে রাজ-অশ্বের লাগাম ধরিয়া রাজাকে বলিয়া উঠিল, "প্রশ্ন রয়েছে—"

রাজার চোখ দিয়া যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইল—অপমান। পার্শ্বচরেরা চমকিয়া উঠিল। উভয় পার্শ্বের ভিড় হইতে অস্ফুট আতঙ্কধ্বনি বাহির হইল! রাজা বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, "কি প্রশ্ন?"

"রাজপথ কার?"

"পথ ছাড়ো—"

"না। জবাব দিন—রাজার, না, রাজার আশ্রিত যারা—তাদের?"

একজন পার্শ্বচর কহিল, "রাজার!"

কঙ্কণ তাহাকে অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে কহিল, "চুপ্। তুমি রাজার অন্নদাস—প্রশ্ন তোমাকে করিনি!" অতঃপর রাজার দিকে ফিরিয়া বুকের ছেলেটীকে একহাতে তাঁহার চোখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কশাক্ষত পিঠ দেখাইয়া কহিল, "চেয়ে দেখুন—আপনার রাজগর্ব! আপনার অশ্বারোহী পথ-রক্ষী এম্‌নি কোরেই আপনার পথ মুক্ত করেছে!"

রাজা সদম্ভে জবাব দিলেন "রাজ-আজ্ঞা!"

কঙ্কণও প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "চমৎকার। আপনি রাজা—প্রজাপালক—বিচারক!" বলিয়াই পথ ছাড়িয়া দিল।

রাজাও কঙ্কণের উপর পুনরায় অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

তিন

কাহাব জয় হইল, কাহাব পবাজয় হইল—সে আলোচনা এখন থাক্। ছেলেটিকে নামাইয়া দিয়াই কঙ্কণ এদিক-ওদিক একবাব চাহিযাই আনমনে খানিকটা গিয়াছে, এমন সময়ে পূর্বোক্ত যুবকটী একটী বৃক্ষ শাখা হইতে লাফ দিযা সুমুখে পড়িযাই তাহাব আপাদমস্তক নিবীক্ষণ করিতে লাগিল।

কঙ্কণ হাসি চাপিতে পাবিল না, কহিল "কি দেখছ, নন্দন ?

"অপদেব্‌তা কি না ?"

"আমিও ভাবছি, বুঝিবা বৃন্দাবনেই এলাম ! নইলে, এখানে 'শাখামৃগ' এলো কেমন কবে !"

"চিবজীবী হোয়ে থাক্ আমাব বৃন্দাবন, ধ্বংস হোক তোমাব কুরুক্ষেত্র ! চল, এইবাব বাড়ী—"

কঙ্কণ হাসিয়া কহিল, "এখ্‌খুনি ?"

নন্দন প্রবীণেব ন্যায় কহিল, "আজ যাত্রা খাবাপ !"

"সেকি ! রাজ-দর্শন—"

"হ্যাঁ, এইবাব বক্তদর্শন !"

কথাটা কাণে যাইবাব পূর্বেই কঙ্কণেব দৃষ্টি অদূবে কাহাব উপব পড়িয়াছিল স্থিব হইয়া। ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া সে নন্দনকে কহিল, "দেখ দিকিনি চেয়ে, কে একজন—"

নন্দন ঠাহর কবিযা চাহিযা দেখিযা কহিল, "একটা কাছাখোলা সন্ন্যিসী !"

"হুঁ !" বলিযা কঙ্কণ যেন-একটু অন্যমনস্ক হইযা পড়িল। তারপব

নন্দনের পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক হয়েছে! চলো—"

নন্দন বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "কোথায়?"

"ওইখানে—"

"হেতু?"

"ওকে ফেরাতে হবে।"

নন্দন মাটীতে বসিয়া পড়িল। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, "পদমেকং ন গচ্ছামি! যত হারাতে কি পড়ে ছাই তোমারই নজরে?"

কঙ্কণ আদর করিয়া নন্দনকে তুলিয়া কহিল, "বল্‌তে নেই। সন্ন্যাসী—মহাপুরুষ।"

নন্দন কৃত্রিম রোষে বলিয়া উঠিল, "তোমার নজরে ওরা এত পড়ে কেন?"

"সমস্যা বটে! কিন্তু উপস্থিত যখন পড়েছে—তখন বিহিত একটা করতে হবে ত।"

"লাভ?"

"কলহ।"

কথাটা নন্দন যেন বিশেষ বুঝিয়া জবাব দিল, "মুখরোচক বটে! কিন্তু, ওকে ফেরাতে তুমি পারবে না। দেখ, রাজার চেয়েও আমার অধিক ভয়—ওই সব তোমার 'মহাপুরুষকে!' 'বাবাঠাকুর' বলেছ কি, চেয়ে বসেছে—আধখানা রাজত্ব, আর আস্ত এক রাজকন্যে।"

কঙ্কণ সহাস্যে কহিল, "বেশত! কাছেই ত রাজবাড়ী—দেখিয়ে দেব'খন!" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "এক ফন্দি বার করেছি—"

"ওদের কাছে ?"

"ছাই, শোনোই না—" কঙ্কণ নন্দনের কাণে-কাণে কি বলিতেই নন্দন আসন্ন এক বিজয়ের গর্বে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, "চলো—"

অতঃপর উভয়ে তাহাদের মনোমত অভিযানে যাত্রা করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

* * * * *

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা অগ্রসর হইল সে—অঞ্জন। একমনে চলিয়াছে। উৎসবের রাত্রি—রাস্তায় আলোর অনটন নাই। কি ব্রত গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে, সে জানে, কিন্তু জানে না—কোথায় গিয়া সে ঠেকিবে। লক্ষ্যহীন পথ, তথাপি সে নির্ভয়। মুখে গান। ইহাই সে গীতবাণী যে, দিবসের আলোক ধরিয়া দেয়—প্রকৃতির অহঙ্কার ; মোক্ষের মুখে যে আলোকবর্ত্ম, তাহা মেলিয়া ধরে রাত্রির কালোরূপ।

এম্‌নি করিয়া কতখানি আসিয়াছে, অঞ্জনের হুঁস নাই, রাস্তার এক বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িল। সেখানে কতকগুলি গাছপালা, চারিদিকে আবছায়া। তাহারই ভিতর দিয়া তাহার পথ—যাত্রার নির্দেশ। দুই একটী গাছ পিছন করিয়া যেম্‌নি পা ফেলিবে, চমকিয়া উঠিয়া দেখিল—সুমুখেই একটি গাছে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একটী তরুণী—নারীমূর্ত্তি ! তাহার মুখে আবরণ—নতমুখী !

পথে অবরোধ !

খানিক পিছাইয়া আসিয়া অঞ্জন প্রশ্ন করিল, "আপনি কে ?"

'মেয়েটী' কথা কহিল না। শুধুই হাত দুইটী জড় করিয়া তাহার দিকে প্রসারিত করিল—যেন কি-এক মর্মান্তিক নিবেদন!

অঞ্জন পুনশ্চ কহিল, "রাস্তা ছাড়ুন!"

"মেয়েটী" এবারেও তেম্‌নি নীরব।

"শুনছেন?—"

অঞ্জনের মুখের কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই, 'মেয়েটী' সহসা অঞ্জনের পদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল।

পায়ে সরীসৃপ ঠেকিলে মানুষ যেমন চমকিয়া লাফ দিয়া পা ঝাড়িয়া সরিয়া আসে, অঞ্জনও তেম্‌নি পিছাইয়া আসিয়াই আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—"

'মেয়েটী' হাতে ভর দিয়া ঈষৎ একটু নিজেকে উঠাইয়া একান্ত কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রার্থনা—"

"প্রার্থনা?"—অঞ্জনের বুকের ভিতর আঘাত পড়িল। এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সাধনায় সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে—প্রার্থনায় কাতর জীবকে দেখিয়া সে পিছাইয়া আসিবে কি করিয়া? অগ্রসর হইয়া কহিল, "নিবেদন করুন!"

"সন্তান—"

দ্বিধা হও বসুমতী! অঞ্জন থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—একি! পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইল—কোথায় তার মঠ, কোথায় তার অধ্যক্ষ, কোথায় তার 'মহাপ্রাণ?' সে কি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে? কিন্তু, পা ভাঙিয়া পড়িল—তাহার ধর্ম্মের রীতি ইহা ত নহে! মৃত্যুর মুখে ভিক্ষু নিজেকে বলি দেয়—পশ্চাৎপদ হয় না ত! তবে?

* * * অঞ্জন কম্পিতনেত্রে 'মেয়েটীর' দিকে চাহিয়া কহিল, "ক্ষমা করুন—আমি সন্ন্যাসী! ও-ছাড়া অন্য-কিছু—"

'মেয়েটীর' মাথাটা যেন মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "চাইবার আর-কিছুই আমার নেই! শুধু এই একটি রাত, আজ—আজ আমি আপনার স্ত্রী, আপনি স্বামী।"

বিষ! হাতের গোড়ায় যদি বিষ থাকিত, অঞ্জন নিশ্চয়ই তাহা পান করিত! কিন্তু তাহা নাই, সুতরাং সে নিরুপায়! একদিকে তাহার জীবনে সন্ন্যাস, অপর দিকে ধর্মের নামে এই প্রার্থী! আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—" পর মুহূর্তেই নিজেকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই নাও মা—আজ হ'তে আমিই তোমার সন্তান!"

বলিয়াই যেমন সে 'মেয়েটীর' পদতলে নত হইয়া পড়িতে গেল, একটী গাছের আড়াল হইতে অকস্মাৎ কঙ্কণ বাহির হইয়া অঞ্জনকে ধরিয়া ফেলিল। অতঃপর অঞ্জনের মুখের কাছে মুখ আনিয়া এক মুখ হাস্যোজ্জ্বল আলো ফেলিয়া বলিয়া উঠিল "মা নন্, উনি শ্রীমৎ পিতাঠাকুর।" বলিয়াই আবার হাসিয়া উঠিয়া 'মেয়েটীর' মুখের গুণ্ঠন খুলিয়া দিল—সে নন্দন!

অঞ্জনের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল--লজ্জায়! কি বলিবে, কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। মূঢ়ের ন্যায় কঙ্কণের মুখের দিকে তাকাইতেই, কঙ্কণ সুস্থির কণ্ঠে কহিল, "আমরাই ঠকিছি।"

এক বিস্ময়! অঞ্জন চিত্রার্পিতের ন্যায় মিনিট খানেক চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন?"

কঙ্কণ এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া জবাব দিল, "যে বস্তু জন্মের মতই

ত্যাগ করেছ, তার প্রয়োজনে অবহেলা তাকে তুমি করলে না! স্ত্রীলোক জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়লে!"

অঞ্জন নতমুখ হইয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আমি ভিক্ষু!"

"তুমি নির্বোধ! এ মাটী তোমার নয়! এখানে উৎসব— এখানে রাজা!" বলিয়াই কঙ্কণ নন্দনের হাতে এক টান দিয়াই চলিয়া গেল।

চার

সেই রাত্রেই, দ্বিতীয় প্রহরে সুবৃহৎ এক পুষ্পবাটিকায় উৎসবের এক বিরাট অনুষ্ঠান চলিযাছিল। সম্ভ্রান্ত মহল—ইঁহারাই এখানকার নির্বাচিত অতিথি। দেখিলেই মনে হয—অজস্র আলেখ্য, সুন্দর নরনারী—তাহাদেরই মেলা। এই উৎসব আনন্দের মধ্যেও যেন নির্জন কারাবাস ভোগ করিতেছিল—মাত্র একজন—সে কঙ্কণ। একান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছিল, সেই-ই জানে! সম্মুখে, পার্শ্বে, চতুর্দিকে—আসর জুড়িযা মানুষের কলরব, মানুষের প্রীতি-বিনিময, মানুষের সৌহার্দ্য; কিন্তু একমনে বসিয়া কঙ্কণ—কোনোও দিকে তাহার লক্ষ্য নাই, আসক্তি নাই —যেন তাহার সৌখীন আত্মা কোথায় নিরুদ্দেশে দৌড় দিযাছে। এম্‌নিই সমযে একটি তরুণী ভিতর হইতে বাহির হইযা তাহার কাছে সরিযা আসিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "একলাটি এখানে থাকতে নেই!"

কঙ্কণ চমকিযা চাহিল, দেখিল—মেযেটির অঙ্গে রূপ আর ধরে না, প্রতিভা মুখ রহিযা ছাপাইযা পড়িতেছে! কহিল, "আপ্‌নি কে?"

মেযেটি মুখ টিপিযা হাসিল, কহিল, "নাগরিকা!"

কঙ্কণ মুখ নামাইল।

নাগরিকা পুনশ্চ কহিল, "বাসর সাজিযেছি—উৎসবের রাত্রি! আসবে না?"

"না।"

"না—কেন?" বলিতে-বলিতে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেযে

বিদ্যুতের ন্যায় উভয়ের সুমুখে আবির্ভূত হইল। মুখে তাহার হাসি, চোখে তাহার চমক!

নাগরিকা বিহ্বল হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—'এত রূপ!' পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে সংযত করিয়া লইল। অতঃপর কঙ্কণের দিকে ফিরিয়া আড়চোখে একটিবার চাহিয়াই ওই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "ওঃ! তাই ব-লুন!" আর দাঁড়াইল না।

হেতু ছিল না, তথাপি কঙ্কণের মুখের উপর যেন এক অপরাধের ছায়া পড়িল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল, "পারলে আসতে?"

মেয়েটি যেন কি! খোঁচা মারিয়া কহিল, "ছিল ত একজন!"

"চিত্রা—"

"কঙ্কণ—"

এরপর কি জবাব, কহিবার কি কথা—কঙ্কণের যেন জিহ্বাগ্রে আসিয়াই তাহা থামিয়া গেল। একদৃষ্টে চিত্রার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ইঙ্গিতে নির্দেশ করিল—'বোসো'।

চিত্রা বসিল, পাশাপাশি—কঙ্কণের হাতটি কোলের উপর টানিয়া। কিন্তু, কথা নাই কাহারো মুখে, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চায়, মুখ টিপিয়া হাসে—আবার মুখ নামায়। এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়াছে, তাহা তাহাদের হুঁস্ নাই। যখন হুঁস হইল তখন উভয়েই টের পাইল—অবসন্ন কঙ্কণ, আর তাহারই বুকের উপর হেলিয়া পড়িয়া চিত্রার অলস—অবশ দেহ।

এম্‌নি সময়ে তাহাদের চোখে পড়িল, সুমুখের একটি কুঞ্জে [illegible]কজন পুরুষের মধ্যে নৃত্যরতা সেই নাগরিকা!

এই দৃশ্যে যেন বা আগুনেব ঝাঁঝ ছিল, কঙ্কণেব চোখে আসিয়া লাগিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "চলো—এখান থেকে উঠে যাই—"

"কেন ?"

"দেখ্‌ছ না ?"

চিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বেশ্‌ত !"

কঙ্কণ কোন জবাব না দিয়াই চিত্রাকে টানিয়া তুলিয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু, মনোমত স্থান—ইহা আব কঙ্কণেব মিলে না। যেথানেই পা বাড়ায়, সেইখানেই সেই একই দৃশ্য—বিভীষিকাব সেই একই মৃত্যু-মধুব ছবি! কঙ্কণেব তাহা চোখে পড়ে, আব অমনি চিত্রাকে সজোরে বুকের কাছে টান দেয়!

এমনিভাবে বহুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুবিয়া-ফিবিয়া এক পত্রপুষ্পের ছাউনিব কাছাকাছি হইতেই, ভিতব হইকে কে একজন ডাকিয়া উঠিল, "কঙ্কণ—"

কঙ্কণ চাহিয়া দেখিল—নন্দন।

ভিতবে এক বিবাট আসব। খণ্ড-খণ্ড মসৃণ প্রস্তব বেদী, প্রত্যেকটিব উপব সুচিক্কণ বস্ত্রাববণ, আব প্রত্যেকটিব উপব সাজান নানাবিধ আহার্য—এক-একজনেব মনোনিবেশ এক-একটি পাত্রেব উপব।

নন্দন ছিলাকাটা ধনুকেব ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া এর-ওর ঘাড়ে পড়িয়া ভোজনপাত্র ইত্যাদি-প্রভৃতি যথাসম্ভব ফেলিয়া ছড়াইয়া ছিট্‌কাইয়া বাহিব হইয়া পড়িল। তাবপব এক ছুটে কঙ্কণের কাছে আসিয়া তাহাব হাতটা ধবিয়া ফেলিয়া কহিল, "এসো—" চিত্রাব দিকে ফিবিয়া হাসিমুখে কহিল, "আপনারও যথারীতি—" বাকী কথাটা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া ভিতবকার পথ দেখাইল।

আপত্তি ছিল না। কঙ্কণ ও চিত্রা নির্দিষ্টপথে অগ্রসর হইল এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াই উভয়ে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল—সেই নাগরিকা, সে এখানেও!

নাগরিকার দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। সে চোখের পলকে সকলকে ফুঁড়িয়া আসিয়া কঙ্কণের হাত্‌টা খপ্‌ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর চিত্রার দিকে একটিবার আড়চোখে চাহিয়াই মুচকিয়া হাসিয়া কঙ্কণকে কহিল, "স্বাগতং—"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া একটু পিছাইয়া গেল।

মুহূর্তও বিলম্ব হইল না। নাগরিকা তেম্‌নি করিয়াই কহিল, "ভয় নেই, মেয়েমানুষ অত সস্তা নয়!" মুখটি চিত্রার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "বলুন ত –হ্যাঁ, কি, না?"

চিত্রা মুখ নামাইয়া লইল।

এইবার কঙ্কণ কথা কহিল। বলিল, "এখানেও আপ্‌নি?"

এর সরল জবাব নাগরিকার মুখে যেন প্রস্তুতই ছিল। কহিল, "যেহেতু আপ্‌নিও এখানে!" তারপর চিত্রার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এসো ভাই—" বলিয়াই চিত্রাকে টানিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইল। কঙ্কণও যন্ত্রচালিতের ন্যায় চিত্রার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িল। তখন আর-আর সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইবার পালা পড়িল নন্দনের। বক্তৃতা দিবার ভঙ্গি করিয়া কঙ্কণ ও চিত্রার পরিচয় দিয়া দিল—"ইনি বর, উনি কনে—"

উচ্চ হাসিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "তাই না কি?"

নন্দন গম্ভীর হইয়া কহিল, "বাকী—মালা-বদল!"

নাগরিকা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "তাও বুঝি লোক-দেখিয়ে!"

চিত্রার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহা চোখে পড়িতেই নাগরিকা যেন এক বিজয়-গর্বে বলিয়া উঠিল, "পেয়েছি জবাব!"

পুরুষ-মহল সাগ্রহে জানিতে চাহিল—"প্রশ্নের?"

"হ্যাঁ!"

থালা

"কে?"

তমনি

নাগরিকা নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—"নাগরিকা।"

অপর পক্ষ নাগরিকার দিকে চাহিয়াই ছিল, এইবার যেন তন্ময় হইয়া গেল!

রহস্যটা কঙ্কণকেও আচ্ছন্ন করিল। মূঢ়ের ন্যায় নাগরিকার দিকে তাকাইতেই নাগরিকা একমুখ হাসিয়া কহিল, "শুন্বেন?—এঁরা আমাকে জিজ্ঞেস্ করেছেন—ইহলোকে কাব্যের প্রতিমূর্তি কে? আমার জবাব—অহং!"

"আপ্নি?"

"একশো-বার!"—বলিয়াই নাগরিকা কঙ্কণের প্রতি এক মধুর কটাক্ষ করিল। তারপর চিত্রাকে দেখাইয়া যেন এক অকাট্য প্রমাণ দিয়া কহিল, "দেখুন চেয়ে—ওঁর ওই মুখ! উনি 'নারী' আর আমি ওঁর 'বাণী'! স্ত্রীলোকের বাক্যই পৃথিবীর কাব্য কিনা!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

চিত্রা এইবার কথা কহিল। নিছক ভদ্রতার খাতির, তাই—নাগরিকাকে বলিল, "উঠ্লেন?"

নাগরিকা কঙ্কণের পানে একটিবার চাহিয়াই চিত্রার দিকে ফিরিয়া জবাব দিল, "আর এক দল—তাদেরও মন যোগাতে হবে!" বলিয়াই

হাসি চাপিয়া বাহিব হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রার মুখখানা ঘৃণায বিকৃত হইয়া উঠিল।

ঠিক এম্‌নি সময়ে বাহিব হইতে এক ক্ষীণ কণ্ঠেব আওয়াজ আসিল, নঃ শবণং গচ্ছামি"—

ফুঁড়িয়া কঙ্কণ চম্‌কিয়া উঠিল, যেন এক অদৃশ্য প্রেতমূর্তি অকস্মাৎ তাহাব মুখে ছায়া মেলিয়া দিয়াছে! কঙ্কণেব সেই আকস্মিক ভাবান্তব চিত্রাব দৃষ্টি এড়াইল না। সে সভয়ে জিজ্ঞাসা কবিল, "কি?"

"কিছুই না" বলিয়া কঙ্কণ হাসিবাব চেষ্টা কবিল।

অতঃপব কঙ্কণ ও চিত্রা উভয়েই চোখ মেলিয়া দেখিল—সুমুখে দাঁড়াইয়া নাগবিকা, তাহার দুই হাতে দুইটি পাত্রে –ফলমূল, মিষ্টান্ন।

নন্দন বলিয়া উঠিল, "আবাব চাঁদ উঠেছে।"

কঙ্কণ হাসিয়া নাগবিকাকে কহিল, "তা'হলে বলুন—আপ্‌নি মিথ্যুক!"

নাগবিকাও সেই হাসিতে যোগ দিয়া কহিল, "কাব্য কি সত্যি হয?" বলিয়া উভয়েব সুমুখে পাত্র দুইটি ধবিয়া দিল।

চিত্রা তখনো স্পর্শ কবে নাই, কঙ্কণ মাত্র পাত্রে হাত দিয়াছে—ইত্যবসবে বাহিবে এক কলবব উঠিল। কঙ্কণেব হাত আব মুখে উঠিল না, আতঙ্কে তাহাব মুখখানা সহসা বক্তহীন হইয়া গেল!

চিত্রাবও বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "অমন হয়ে গেলে?"

কঙ্কণ জবাব দিল না, যেন তাহাব সমস্ত অনুভূতি বাহিবেব জন-কল্লোলে কখন্ কোন্ ফাঁকে গিয়া মিশিয়া নীবব হইয়াছে।

চিত্রা জেদ্ ধবিল—"বলো না?"

ঠিক এম্‌নি সময়ে একজন বাহিব হইতে আসিযা খবব দিল—এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা এক ভিক্ষুকে ধবিযা—

স্বামীব পাতে ভাত দিতে আসিয়া স্ত্রীর যদি কাণে যায়—তাহাব সন্তান বাস্তায গাড়ি চাপা পড়িযাছে, তখন যেমন সে ভাতেব থালা আছড়িযা ফেলিযা দিযা আর্তনাদ কবিযা বাহিব হইযা যায, ঠিক তেম্‌নি কবিযাই কঙ্কণ উন্মত্তেব ন্যায উঠি-পড়ি কবিযা ছুটিযা বাহিব হইযা গেল। পশ্চাতে পড়িযা বহিল, তাহাব সমস্ত আকর্ষণ!

পাঁচ

প্রথম প্রতিবাদ প্রতিহত করিয়া অঞ্জন সেই যে সোজা রাস্তায় পড়িল, তারপর সে আর বাধা পায় নাই। শান্ত রাত্রির পথঘাট হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ওই আত্মবিকৃত জনপদের পথে কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, করিলেও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সুতরাং নির্বিবাদেই অঞ্জন এতক্ষণ খুঁজিয়া আসিয়াছে তাহার লক্ষ্যের বস্তু।

ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রাত্রিতে অঞ্জন ওই পুষ্প-বাটিকার প্রবেশ পথে আসিয়া পড়িতেই এক নবরাহিনীর লক্ষ্য তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া তাহার উপর পড়িল—ভিক্ষু! তারপর তাহাকে ঘিরিয়া যাহা সুরু হইল তাহারই বিবরণ ভিতরের ওই উৎসব-বাসরে এইমাত্র প্রচার হইয়াছে।

কঙ্কণ আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল একজন অঞ্জনকে ধরিয়া আছে, আর একজন তাহাকে মুহুর্মুহুঃ বেত্রাঘাত করিতেছে! মুহূর্তও অপব্যয় হইল না, কঙ্কণ জনতার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অসুরের মূর্তি ধরিয়া দুই হাতে এক-একটা লোককে টানিয়া, ছুড়িয়া রাস্তা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; তারপর একজন আততায়ীকে এক-টানে ঝট্‌কা মারিয়া নিক্ষেপ করিয়া এক হাতে অঞ্জনকে টানিয়া বুকের ভিতর পূরিয়া গুঁজিয়া রাখিল ও অপর হাতে অপরটার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'শয়তান!'

"ও নয়—" সঙ্গে-সঙ্গে আর একটী হাত কঙ্কণের প্রসারিত হাতের উপর পড়িল।

কঙ্কণ চাহিয়া দেখিল—একখানি মুখ, রক্তে মাখামাখি! সে-মুখে অবিশ্রান্ত মিনতি!

পুনশ্চ দাবী আসিল, "ছাড়ো—"

"এরা রাক্ষস!"

অঞ্জন চম্‌কিয়া উঠিল, যেন ওই কলঙ্ক তাহারই মুখে পড়িয়াছে। কহিল, "বলতে নেই! মানুষ হয়ে মানুষের গায়ে হাত দিয়েছে—ওরা ভাগ্যহীন!"

কঙ্কণের হাতের মুঠি খুলিয়া গেল। আস্তে-আস্তে বুক হইতে অঞ্জনকে খুলিয়া ঈষৎ দূরে সরাইয়া দাঁড় করাইয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। করিয়াই আবার উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু—"

অঞ্জনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "ওদের কিছু বলো না যেন!"

নিষেধ! ক্ষোভে ও দুঃখে কঙ্কণের মুখটা ভারি হইয়া ঝুলিয়া পড়িল। ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার সর্বাঙ্গে রক্ত—"

প্রশান্ত কণ্ঠে অঞ্জন জবাব দিল, "ওরা মানুষ, মানুষের এই কলঙ্ক আমি উঠিয়ে নিয়েছি!"

এক পরিচয়হীন বিস্ময়! কঙ্কণ ভাবিতে লাগিল—সেও মানুষ, আর সম্মুখের ওই মূর্তিটা? দেহে এর একদেহ রক্ত, বেত্রাঘাতে সর্বাঙ্গ ফাটিয়া মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মুখে এক পরিপূর্ণ তৃপ্তি! কেন? মানুষের দেহে যে বিষ, তাহাই ও নিজে চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া মানব-সমাজের সকলকেই নির্বিষ করিবে বলিয়া? * * * * নিষ্পলক নেত্রে ওই মূর্তিটার পানে চাহিয়া থাকিয়া ওর এই পরিচয়ই বুঝিবা কঙ্কণ গ্রহণ

কবিল যে, খাম-খেযালি সৃষ্টিকর্তা ঝোঁকে পড়িয়া একদিন কোনো এক অবসন্ন মুহূর্তে পৃথিবীতে খানিক পাপ, খানিক কলঙ্ক, খানিক আত্মহত্যা গচ্ছিত বাখিযাছিলেন, যাহা মানুষ একদিন আচমকায লুট কবিযা লইযা-ছিল—তিনিই আজ তাহা এই অবোধ ধবিত্রীবাসীব হাতে-পায়ে ধবিযা ফিরাইযা লইতেছেন। অথবা পাপ, কলঙ্ক, আত্মহত্যা—ইহাও প্রযোজন, মানুষেব নয—সৃষ্টিকর্তাব! নতুবা মানুষেব রূপ ধবিযা পৃথিবীতে আসিযা মানুষেব মুখে মুখ বাখিবাব তাঁব সুযোগ মিলে না!

এদিকে ওই কক্ষ জনতা—উহাও যেন কঙ্কণের দিকে নিঃশব্দে তাকাইযা আবিষ্টেব ন্যায! ভিক্ষুর প্রতি এই নির্য্যাতন—নূতন নয, ইহা যেন তাহাদেব ধর্মেব নির্দেশ, রাজাব অনুজ্ঞা। কোনও দিন প্রতিবাদ হয নাই, বিদ্রোহ উঠে নাই। আর, আজ অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত হইল কেন? কঙ্কণকে সবাই জানে, জানে—ঐশ্বর্যে সে নৃপতি, সম্ভ্রমে অদ্বিতীয। নগবেব এক অতি বিশ্বাসী অধিবাসী সে! এ হেন নাগবিক আজ এমন বাঁকিযা দাঁড়াইল কেন, কোন হিসাবে? প্রত্যেকেবই হৃদ্‌পিণ্ডে যেন হাতুড়ির আঘাত পড়িতে লাগিল—কেন? * * * একটু পবেই একজন লোক কঙ্কণেব কাছে আসিযা কহিল, "ও ভিক্ষু!"

কঙ্কণেব চমক ভাঙিল। আস্তে-আস্তে মুখ তুলিযা লোকটাব দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল।

লোকটা পুনশ্চ কহিল, "আমাদেব ধর্ম ব্রাহ্মণ্য! ও তাব শত্রু!"

কঙ্কণের মুখখানা সহসা কঠিন হইযা উঠিল! কহিল "আব, মানুষের ধর্মে তোমবা ঘাতক!"

ঠিক এই সময়ে কোথা হইতে এক খণ্ড পাথব সজোবে আসিযা [illegible]নের মাথায লাগিতেই সে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কঙ্কণ আর্তনাদ করিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিল—তাহার চেতনা নাই! অতঃপর যেমন করিয়া নিপুণ চিত্রকর তাহার সমস্ত ছবিটীর পানে চোখ ফেলিয়া তন্ময় হইয়া থাকে, ঠিক তেম্‌নি করিয়াই কঙ্কণ সেই বান্ধবহীন 'রণক্ষেত্রে' এক সার্থক মানব মূর্তির দিকে নির্নিমেষ নেত্র-পাত করিয়া রহিল। কতক্ষণ রহিল তাহা সে জানে না, অকস্মাৎ এক সময় জানিতে পারিল—এক মূর্ত মানবাত্মার প্রয়োজনহীন অচেতন দেহ কাঁধে তুলিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া-বাড়াইয়া সে চলিতে সুরু করিয়াছে। তখন অপর পক্ষের আর কেহই সেখানে নাই।

ছয়

এদিককাব উৎসব বন্ধ ছিল মাত্র ততক্ষণ, যতক্ষণ কঙ্কণ উহাদেব চোখের আড়াল হয নাই। তাবপব আবার তেম্‌নিই কলহাসি, তেম্‌নিই মাতামাতি, তেম্‌নিই সমস্ত—সব!

নীবব হইযা ছিল মাত্র একজন—সে চিত্রা। এতক্ষণ সে সকলেব সুমুখেই বসিযা ছিল। একটু পবে উঠিযা গিযা এককোণে একখানা কাষ্ঠাসনে বসিযা পডিল। তাহাব মুখ-চোখেব ভাব দেখিযা স্পষ্টই প্রতীয-মান হইল যে, তাহাব অন্তস্তলে এক ঝড় বহিযাছে—যাহাব উৎপত্তি এক বহির্মুখ—নিরুদ্দেশ অনর্থেব মূলে। দেখা গেল, মুহুর্মুহুঃ তাহাব মুখেব রঙ্ পরিবর্তন হইতেছে! একসঙ্গে অভিমান, বোষ, অনিশ্চিত গুরুতর এক সংকল্প—পরস্পব পবস্পবেব প্রতি বেযারেষি কবিযা তাহাব মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে।

স্বর্গেব দেবতাবা অমব হইযাছেন অমৃত পান কবিযা। কিন্তু এই বস্তু তাঁহাদেব মুখে উঠিত না, যদি না 'নাবী' বলিযা ত্রিলোকে একটি মূর্তি থাকিত! দেব-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এক পক্ষকে ঠকাইয়া স্বর্গের মুখ রাখিতে কিছুতেই পাবিতেন না, যদি না তিনি ধরিতেন নারীরূপ! অর্থাৎ ইহলোকের মানুষ ত তুচ্ছ, স্বর্গেব দেবতাবাও ঋণ কবিয়াছেন নারীব কাছে—তার মূর্তি, তাব রূপ, তার ঠমক! সুতরাং এ হেন নারীজাতির এক চরম প্রতিনিধিকে পিছন করিযা কঙ্কণ যে নির্বিবাদে বাহির হইযা গেল, সে ত্রুটী চিত্রা কেমন করিয়াই বা সহিয়া যাইবে? কাজেই স্বর্গের দেবতা, পৃথিবীর

মানুষ, পাতালেব বাক্ষস—কেহই বুঝি তাহার কাছে আব নিস্তার পাইবে না!

আব নন্দন? কোথা হইতে কি হইয়া গেল, তাহা সে সহসা ঠিক কবিতে পাবে নাই। একটু পবেই সুস্পষ্ট বুঝিল—ইহা আব এক বিভ্রাট! চিত্রা যখন ও-ধাবে গিযা আসন গ্রহণ কবিল, নন্দনেরও চোখেব গতি সেই দিকে চিত্রাব উপব ফিবিযা বিঁধিযা বহিল। কিন্তু সে অত্যল্পক্ষণ! চিত্রাব কাছে উঠিযা গিযা ব্যস্ত-সমস্ত হইযা বলিযা উঠিল, "আপনি বসুন, আমি আসছি—"

চিত্রা মুখ গুঁজিযা বসিযাছিল। মুখ তুলিযা তাকাইতেই নন্দন আবাব বলিয়া উঠিল, "ওঁকে খুঁজে আনি, এই এলাম বোলে—"

প্রস্থানোদ্যত হইতেই চিত্রা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিযা কহিল, "না! কাউকে তিনি নিমন্ত্রণ কবে যান নি!"

নন্দন তাহা হাড়ে-হাড়ে জানে। মুখখানা ম্লান কবিযা কহিল, "আমাদের ববাত!"

পুনশ্চ বাহিবেব দিকে পা ফেলিতেই চিত্রা উঠিযা দাঁড়াইল এবং শাসন-কঠিন কণ্ঠে বলিযা উঠিল, "আমাব নিষেধ!"

এইবাব নন্দন একটু থতমত খাইযা গেল। একটু চুপ কবিযা থাকিযা আপনমনে বলিয়া উঠিল, "যেমন পুতুল, তেম্‌নি নাচ!"

টিপ্পনির জবাব দিল—নাগরিকা। ওদিক হইতে এদিকে যেন উড়িযা আসিযা মুখ টিপিয়া হাসিযা কহিল, "নইলে কি মেযেমানুষেব দর বাড়ে?" চিত্রাব দিকে ফিরিযা মুখেব ভাব পরিবর্তন করিয়া কহিল, "নিজেকে অত হাতছাড়া কোরো না।"

নাগরিকার বেচাল কিছু না দেখিলেও, চিত্রার মনে এক স্বাভাবিক

ধারণা ছিল—নিছক কলঙ্কই এদের পরিচয়! সুতরাং নাগরিকার এই অযাচিত আত্মীয়তা চিত্রার বিসদৃশ ঠেকিল। তাহার দিকে সে দৃষ্টিপাতও করিল না, বসিয়া পড়িল।

কিন্তু নাগরিকা ছাড়িবার পাত্রী নয়। চিত্রার পানে কৌতুক কটাক্ষ করিয়া নন্দনকে হাসিয়া কহিল, "মেয়েমানুষের যা নিষেধ তাই অনুমতি! সুতরাং—"

কথাটা শেষ হইতে-না-হইতেই নন্দন গোটা কয়েক লাফ মারিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রারও মুখ চোখ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। যেন খুব রাগিয়া উঠিয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "কাউকে আমি ডাকিনি—আপনি এলেন কেন?" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিল।

নাগরিকা সুমুখে বসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "কেন এলাম?—তোমার আশীর্বাদ কুড়োতে!"

"মিথ্যে কথা!" চিত্রা একবার মুখ তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল।

নাগরিকা সহাস্যে কহিল, "না! ঠকিয়ে জয় করতে আমাকে কেউ পারেনি, তুমিও পার না।"

তীর্থ-প্রত্যাগত যাত্রীর মুখে নানারূপ লৌকিক-অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য শুনিয়া অল্পবয়সী বউ-ঝির মনে যেমন শিহরণ জাগে, ঠিক তেমনিধারা চিত্রা চমকিয়া নাগরিকার মুখের দিকে তাকাইল—কি যেন প্রশ্ন করিবে, কি যেন বুঝিয়া লইবে! কিন্তু, বুকে ভাষা নাই, মুখে কথা নাই!

বুঝিতে পারিয়া নাগরিকা স্মিতমুখে কহিল, "ও চোখ আমি চিনি, আসলে তুমি মেয়েমানুষ! তোমার যা গর্ব, তোমার কাছে তা' তুমি রাখনি!"

কথা কহিবার প্রবৃত্তি নাই। যেন আপ্‌নিই চিত্রার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"কি ?"

নাগরিকা আজ বুঝি বা নারীজীবনের অভিধান খুলিয়াই বসিয়াছে! তৎক্ষণাৎ কহিল,—"ভালবাসা!" অতঃপর মনোমত এক কটাক্ষ করিয়া আবার সুরু করিল, "বিধাতার দান এ বস্তু—পরকে বিলিয়ে বুক খালি করবার অধিকার তোমার নেই। বল্‌তে পার, কতখানি ভালবেসেছ তুমি—নিজেকে ?"

চিত্রা মুখ নামাইল।

সেই মুখ—মুখটি যেন তৎক্ষণাৎ নিজের হাতের চেটোয় রাখিয়া নাগরিকা পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "একটুও না! কিন্তু, ভেবে দেখ, তোমার পরমাত্মীয় কে—তুমি নিজে, না, আর কেউ ?"

চিত্রা এবার আর নিজেকে সংযমের গণ্ডীর ভিতর রাখিতে পারিল না। প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ নিজের জন্যে জন্ম নেয় না। তাই বোলেই সে মেয়েমানুষ!"

"আর, তাই বোলেই তার চোখে অত জল!" বলিয়াই নাগরিকা থামিল। ক্ষণপরেই কি-যেন মনে করিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "নিজেকে ঠকিয়ে পরকে বশ করা যায় না। নারী, তার আর একটী নাম—'প্রেম'! প্রেমকে হাতছাড়া করলে নারী হয় অ-নারী!"

চিত্রার বুকে যে সৎচেতনাটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা আগুনের আঁচ্ লাগার মত বাষ্প হইয়া উরিয়া গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ঘা দিয়া বলিয়া উঠিল "ওকথা তোমারই মুখে মানায়, কেননা তুমি—"

"গণিকা, কুলটা—বলে যাও!" নাগরিকা একমুখ হাসিয়া উঠিল।

তারপর গম্ভীর হইযা কহিল, "আজ আমি প্রতিমা! জগতের একটি মেযেও বলেছে—'তুমি আমাদের নও'!"

চিত্রা এইবার অপ্রতিভ হইযা পড়িল! মেযেটি তাহার আত্মীযা নহে —অনর্থক মনান্তর ওর সঙ্গে কেন? অনুতপ্ত কণ্ঠে নাগরিকাকে কহিল, "ক্ষমা করবেন! মেযেমানুষ আমিও। আপনার ও-অপবাদ অন্ততঃ আমার কাছ থেকে আপনি নেবেন না!"

নাগরিকার মুখে তেম্‌নই হাসি, তেম্‌নিই নির্ভয। কহিল, "দিলেও নেব না। নিলে, কি হবে জানো? তোমার মত, আমাকেও অম্‌নি হযত একদিন হাতছাড়া করতে হবে!" একটু থামিযাই আবার সুরু করিল, "জীবনযাত্রা এই তোমার সুরু হযেছে, তাই এই কথাটাই তোমাকে বলে রাখছি বোন্—মেযেমানুষের জন্ম আত্মরক্ষা করতে, আত্মহত্যা করতে নয!"

চিত্রার ভিতরটা আবার ভেস্তা হইযা গেল। প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"মানে? তুমি মেযেমানুষ—ভালবাসার প্রতীক! যতটা ভালবাসা পরকে বিলিযে দেবে, নিক্তির ওজনে ঠিক ততটাই নিজেকে করবে তচ্ছরূপ! আর ততটাই হবে—নিজে শ্রীহীন!"

"সেই যে—তৃপ্তি!"

"না—চোখের জল।"

বুঝিবা ইহার স্বপক্ষে কথা নাই, বিপক্ষেও প্রতিবাদ নাই। তাই চিত্রা মূঢ়ার ন্যায তাকাইতেই, নাগরিকা কথাটার অর্থ করিযা দিল। কহিল, "বুঝলে না? আচ্ছা এসো আমার সঙ্গে—" বলিয়াই উঠিযা প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে এক প্রস্ফুটিত পুষ্পের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রাও মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। নাগরিকা পুষ্পটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এর কাছে আমরাই আসি—এ নিজে যায় না! অর্থাৎ মানুষই ভালবাসে একে—মানুষকে এ ভালবাসে না! মানুষের স্পর্শে—এর হয় মৃত্যু! অস্বীকার করো?"

চিত্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না।'

নাগরিকা সগর্বে বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ অবিকল এদের জাত! যার গরজ পড়বে—ভালবাসা সেই দেবে। আমরা মেয়েমানুষ, গ্রহণ করবো—আলগোছে।"

চিত্রার মনের ভিতর পুনশ্চ বিদ্রোহ দেখা দিল। কহিল, "অপরাধ হয়!"

নাগরিকাও প্রস্তুত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "হয় না। দেবার মেয়েমানুষের হাতে কিছুই নেই—অহঙ্কার।"

"অহঙ্কার?"

"হ্যাঁ। দান তুমি-আমি করতে পারিনে!"

চিত্রা বুক ভরিয়া ভালবাসা রাখিয়াছে, কাহার জন্য? নিজের জন্য ত নয়! যাহার কাছে বসিয়া তৃপ্তি, কথা কহিয়া তৃপ্তি—দেহ, রূপ—অন্তর-বাহির সমস্তই যাহাকে নিবেদন করিয়া তৃপ্তি, তাহাকে সে কেমন করিয়া বলিবে—'আমি তোমার নই, তুমিই আমার'! তটিনীর যে-নিবেদন আবহমান কাল ধরিয়া স্রোত বহিয়া প্রিয়তমের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, নারীসমাজের এই অনিশ্চিত, অস্থায়ী, অমানবী মেয়েটার হাতছানি মানিয়া কেমন করিয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া উজান বহিয়া চলিয়া আসিবে? তাহা সে কি পারে? না, ত!

চিত্রার বুকের ভিতরটা মুচ্‌ড়িয়া উঠিল। আশে পাশে চারিদিকে

ছিন্ন চাহনি ফেলিয়া নাগরিকার দিকে ফিরিয়া হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না! 'দান' নয়—'নিবেদন'!"

ইত্যবসরে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ হইতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল—নন্দন!

নন্দন যেন ঝড় মাথায় করিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই যাহা বিবৃত করিল, তাহার মর্মার্থ ইহাই যে—সহস্রাধিক নর-ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া এক ভিক্ষুকে বাঁচাইতে গিয়া কঙ্কণের মাথার খুলিটা উড়িয়া গিয়াছে। তারপর কাহিনীটা সমাপ্ত না করিয়াই যেমন প্রস্থান করিবে, নাগরিকা বাধা দিয়া কহিল—"দাঁড়ান—"

নন্দন বিপদে পড়িল। বলিয়া উঠিল, "ওই যে ছাই বল্‌লাম—'ইতি গজ'টা বাদ দিয়ে!"

"কোথায় তিনি?"

"বাড়ীতে। এতক্ষণ আছে, কি নেই—" নন্দন আর অপেক্ষা করিল না।

তখন চিত্রার দিকে আর চাওয়া যায় না। একটি গঙ্গায়, একটি যমুনায় এত বড় ভারতবর্ষের অভাব বুঝিবা মিটে না, তাই তাহার চক্ষু দুইটি দিয়া আর একটি করিয়া পবিত্র তটিনী এখনি যেন প্রবাহিত হইবে! ক্ষণকাল মাটির দিকে স্থির-নেত্র হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নাগরিকার পানে একটিবার তাকাইল, তারপর আস্তে-আস্তে গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি এক-এক করিয়া খুলিয়া কহিল, "আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?"

নাগরিকার মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন তার বিস্ময়ের অবধি নাই। কহিল, "কি?"

"এইগুলো যদি রেখে দেন !"—চিত্রা দুই হাত ভরিয়া অলঙ্কারগুলি নাগরিকার সম্মুখে ধরিল !

নাগরিকা কহিল, "আমি ?"

"হ্যাঁ !"

"কিন্তু, আমি যে প্রতিমা !"

চিত্রার মুখে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আজ উৎসবের দিন—দীন-দরিদ্রকে দেবেন !"

"ভালো কাজ ! কিন্তু, হঠাৎ এমন গা খালি করলে ?"

ম্লান হাসিয়া চিত্রা জবাব দিল, "সেজেগুজে আর তাঁর সুমুখে দাঁড়াতে পারিনে !"

"তোমার অপরাধ ?"

"পাপ—ভেতরের !"

বলিযাই চিত্রা অলঙ্কারের গোছাটা নামাইয়া রাখিয়া অবসন্নার ন্যায বাহির হইয়া চলিতে সুরু করিল, যেন তাহার সম্মুখে পড়িয়া এক-পৃথিবী পথ—সে-পথ আর ফুরাইবে না !

সাত

এক অঙ্কের অভিজাত-গৌরবে বাড়িয়া কঙ্কণ বড় হইয়াছে। তদুপরি আশেপাশে তার ঐশ্বর্যের দেউল। পিঠের উপর চাবুকের বালাই ছিলনা—সংসারে সে একা, আর তার বেতনভূক্ লোকজন।

হোক্ তা। তবু তার চরিত্রে ছিল এক সবিস্ময় স্বাতন্ত্র্য। আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের ভিতর যাঁহাদের বসবাস, লোকালয়ে চলিবার পথ তাঁহাদের স্বতন্ত্র—তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রথা ও প্রণালী পৃথক। কঙ্কণের পদক্ষেপ কিন্তু সে-দিকে বড় একটা পড়িতনা, বেশী করিয়া সে মিশিয়া থাকিত দরিদ্রের ভীড়ে—সাধারণের দলে। অধিকন্তু নিজেকেই চিনিত সে নিজে বেশী করিয়া, আত্মপরিচয়ের অনুগ্রহ অপরের কাছে সে গ্রহণ করিত না। তাহার একরোখা জীবনের এম্‌নিই এক ছন্দের মুখে অকস্মাৎ আসিয়া ঠেকিয়াছিল—চিত্রা। ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য-গৌরবে সেও কঙ্কণের অপেক্ষা খাটো নয়। অতঃপর কাণা-খোঁড়া যেমন খালবিল পার হইতে গিয়া রাস্তার পথিককে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করে, তেম্‌নিই একদিন কঙ্কণ টের পাইল—তাহার চলাফেরা, গতিবিধির সমস্ত নির্দেশ ও শাসন এই মেয়েটির্‌ই হাতে। চিত্রাও ইহা নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছিল যে, এই মানুষটির নিশ্বাস-প্রশ্বাস সে-ই! সুতরাং, সেই কঙ্কণ দশের সম্মুখে চিত্রাকে ঝট্‌কা মারিয়া ফেলিয়া রাখিয়া বুঝিবা অধিকতর এক আকর্ষণের দিকে যে ছুটিয়াছিল, তাহা তার নারীগর্বে সহিবে কেন? কিন্তু, সে কথা এখন থাক্।

কঙ্কণ কোথাও দাঁড়ায় নাই। সটান গৃহে ফিরিয়া স্বীয় শয়ন কক্ষে

অঞ্জনকে আনিয়া নামাইল। তখন তার নিজেরও পোষাক-পরিচ্ছদ রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে—রক্ত আর রক্ত! কিন্তু, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই, আহতের সময়োচিত সেবা-শুশ্রূষায় সে আত্মনিয়োগ করিল। ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল, কিন্তু, তাহাদের উপর পড়িল মনিবের নিষেধ। বুঝিবা, তাহার অর্থ ইহাই যে, ও-দেহের বর্তমান মালিক সে নিজেই—আর কেহই নয়। আনাড়ি হাত—তথাপি সেবায় খোঁচ নাই, কৌশলে ভ্রান্তি নাই।

এইভাবে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই, এক সময়ে অঞ্জনের চেতনা হইল, চোখ মেলিয়া তাকাইল। মুখের কাছেই বসিয়াছিল কঙ্কণ; তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, অঞ্জন তাড়াতাড়ি হাতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। কঙ্কণ হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে কহিল—"আর একটু!"

কিন্তু অঞ্জনের দৃষ্টি নামিল না। বিহ্বল নেত্রে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি?" বলিয়া কক্ষের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিয়াই উঠিয়া বসিয়া আকস্মিক উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "তুমি দেবদূত!"

কঙ্কণ হাসিয়া জবাব দিল, "আপাততঃ আমি কঙ্কণ!"

কঙ্কণ?—আর এক অপরিমিত উচ্ছ্বাস। অঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর দেহের সমস্ত অনুভূতি, সমগ্র চেতনা যেন নিঙ্‌ড়াইয়া চোখ দিয়া বাহির করিয়া সম্মুখের ওই লোকটির দিকে তন্ময় হইয়া তাকাইয়া রহিল, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্তই সে সুস্থ। এক দুর্লভ তৃপ্তির আবেগে বলিয়া উঠিল, "তুমিই কঙ্কণ?"

এইবার কঙ্কণ যেন এলোমেলো হইয়া পড়িল। বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "আমাকে চেন?"

"আমি ?—না! তুমিই চিনিয়ে দিয়েছ! সেবা নেবার দুর্ভোগ ভিক্ষুর ধাতে সয়না! কিন্তু, তুমি নিয়েছ আমার জাত!" বলিয়াই অঞ্জন একমুখ হাসিয়া উঠিল। তার পর আবার সেই চাহনি—সেই স্থির, পলকহীন নেত্রপাত। তার পর গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওই চোখ, ওই মুখ—কঙ্কণ।" বলিয়াই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, যেন কি-এক কঠিন চিন্তায় হঠাৎ তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। একটু পরেই চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি বিদ্রোহী।"

বিস্ময়ে কঙ্কণের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিতেই অঞ্জন কথাটার অর্থ করিয়া দিল, "দেশের! সকলে মিলে যা চায়, দেশের কল্যাণ ত তাই! আজ তুমি কিন্তু তার গলা টিপে ধরেছ!"

"বুঝলাম না!"

"ছাদে এসো—" বলিয়াই অঞ্জন বাহির হইয়া কক্ষ সংলগ্ন একটি ছাদের উপর গেল, কঙ্কণও তদনুসরণ করিল। তারপর অঞ্জন একটি দেব-মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "বল্‌তে পার, ও কি?"

"মন্দির!"

"তা জানি, কিন্তু কাদের?"

"আমাদের!"

তারপর দৃষ্টির সীমানায় অবস্থিত আরও কয়েকটি মন্দির দেখাইয়া অঞ্জন যেন এক কঠিন প্রশ্নের সঠিক মীমাংসা করিয়া বলিয়া উঠিল, "মন্দির, ধর্ম—এই সবের কল্যাণে ছিল আমার বলির প্রয়োজন!"

"হেতু?"

"আমি নাকি শত্রু!"

"শত্রু ?"—কঙ্কণ হাসিয়া উঠিল। অতঃপর হাসিমুখেই জবাব দিল, "তাই বুঝি পড়ে-পড়ে মার খেলে। বলি, যে শত্রু হয়, সে ত বেশী করেই পাল্টা হাত তোলে!"

"আমার ধর্মের নিষেধ।"

"তোমার ভেতর তোমার নিজের নিষেধ নয় ?"

"আমি বোলে আমাদের কিছুই নেই—দেহও নয়, জীবনও নয়।"

কঙ্কণ চমকিয়া উঠিল। যেন মাটির উপর, তার চোখের সুমুখে, এক বজ্র পড়িয়া সহসা বাঁশির আওয়াজ ধরিয়াছে! মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু। তোমার বাড়া-ঘর আছে ?"

"রাখতে নেই!"

"আত্মীয়-স্বজন ?"

"তোমরা।"

কঙ্কণের মুখখানা আবার ঝুলিয়া পড়িল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কি-এক সুস্থির চিন্তায় তন্ময় হইয়া গেল। তারপর এক সময়ে আচম্‌কায় মুখ তুলিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "নারী—"

"মা।"

এইবার কঙ্কণের দুটি চোখই বড় হইয়া উঠিল। তারপর সে কি প্রশ্ন করিতে যাইবে, পারিল না—যেন আর প্রয়োজন হয় না, যেনবা ওই পরমাশ্চর্য আত্মীয়ের নিবাক্ মুখ মুহুর্মুহুঃ তাহার সারা প্রশ্নেরই মীমাংসা করিয়া দিতেছে।

এম্‌নি ভাবেই কঙ্কণ তাকাইয়া আছে, এমন সময় অঞ্জন আস্তে-আস্তে বলিয়া দিল—"আজ তোমার নব-জীবন।"

আকাশে মেঘ নাই, নীল রং—তাহারই গায়ে অকস্মাৎ খেলিয়া গেল

যেন এক বিদ্যুৎ চমক! অবশ কণ্ঠে কঙ্কণ কহিল, "আর একটু বুঝিয়ে বলো না?"

"শাক্যঠাকুর, রাজার ছেলে, গৃহত্যাগী—তাঁরই পাশে আজ থেকে তুমি ভিক্ষু!"

"ভিক্ষু?"—এক ঝলক হর্ষ, এক ঝলক বিস্ময় কঙ্কণের কণ্ঠ দিয়া উপ্‌ছিয়া পড়িল।

অঞ্জনের সারা মুখ তখন এক অলৌকিক আভায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কহিল, "অসমাপ্ত মানুষ—তুমি নও।"

কঙ্কণ স্থিরনেত্র হইয়া অঞ্জনের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর যতদূর দৃষ্টি চলে নিজের দেহের উপর দৃষ্টি নামাইয়া সহসা আত্মহারা হইয়া উঠিল। মুখ দিয়া প্রবল এক উচ্ছ্বাস যেন তরল হইয়া নির্গত হইল, "আমিও— "

"ভিক্ষু!"—অঞ্জন এক কটাক্ষ করিল। তারপর হাতছানি দিয়া সঙ্কেত করিয়া ডাকিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। কঙ্কণও মন্ত্রচালিতের ন্যায় তদনুসরণ করিল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—তাহার ঐহিক জীবন-যাত্রার পরিপূর্ণ এক সংস্থান।

আট

শাক্যসিংহের চক্ষে নাকি মানবের দুর্দশা ও তাহার অন্তিম পরিণামের কয়েকটি বাছাই করা দৃশ্য পড়িয়াছিল—তাই তিনি বিরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আসলে, তাহা নহে। তাহা যদি হইত, হাঁসপাতালের চিকিৎসকেরা প্রত্যেকেই এক-একজন করিয়া "বুদ্ধদেব" হইয়া পড়িতেন। জন্মান্তরবাদ লইয়াও তর্ক তুলিব না। সঠিক করিয়া এই কথাটাই বলি, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাটির যে-রস তাঁর অঙ্গে ঠেকিয়াছিল, তাহা নির্বাণের বিষ। সেই বিষেই বিষিয়া-বিষিয়া তিনি বড় হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁর জন্ম-পত্রিকার এক নির্দিষ্ট ক্ষণে অকস্মাৎ টক্কর খাইয়া পড়িয়া গিয়াই তিনি বেহুঁস হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্নাম কিনিল, তাঁর চোখে-পড়া পৃথিবীর অতি সাধারণ, নিত্য-নৈমিত্তিকের কতিপয় ছবি! সুতরাং, কঙ্কণও এই যে এমন আচম্‌কায় গৃহত্যাগ করিয়া বসিল, পার্থিব হেতু তার কিছুই ছিল না। হেতু, একমাত্রই—ইহলোকে তাহার আবির্ভাব!

অগ্রে অঞ্জন, পশ্চাতে কঙ্কণ—উভয়েই নির্বাক্‌। কোথায় যাইবে, গিয়া কি করিবে, কঙ্কণ তাহা প্রশ্ন করে নাই, যেন চলিতে হয় চলিয়াছে। বলিবার আর কিছু অঞ্জনেরও যেন নাই! যাহা বলিবার, বলিয়া-কহিয়া যেন সে সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে।

দ্বিতলের সোপানশ্রেণী যেখানে নীচে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি হরিণ শিশু নিদ্রিত ছিল। পদশব্দে উঠিয়া পড়িয়া কঙ্কণকে দেখিয়াই তাহার সম্মুখে গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। পুলকের সীমা যেন

তাহার আর নাই। কঙ্কণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল এবং আচম্‌কায় নীচু হইয়া যেমন উহার মুখটা বুকে চাপিয়া ধরিবে, অঞ্জনের নিষেধ পড়িল— 'আর নয়!'

ছাড়িয়া দিয়া কঙ্কণ সোজা হইয়া দাঁড়াইল—কতই না অপ্রতিভ! পুনশ্চ পা ফেলিল। দুয়ারের মুখেই প্রহরী—প্রভুকে দেখিয়াই সে সসম্ভ্রমে তাজা হইয়া দাঁড়াইল, মাথা নীচু করিয়া। চোখো-চোখী হইতেই কঙ্কণের চোখ দুটি ছল্‌ছল করিয়া উঠিল—এরা ত জানে না!

অঞ্জনের চোখ এড়াইল না। হাসিয়া কহিল, "এসব পিছনের বস্তু—ছিঃ!"

কঙ্কণ একমিনিট কাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল, "চলো!"—বলিয়াই পুনরায় যাত্রা সুরু করিল—তখন সম্মুখে কঙ্কণ, পশ্চাতে অঞ্জন।

বিস্তৃত অঙ্গণ—তাহারই বুক চিরিয়া রাস্তা। বেশী দূর যায় নাই, কঙ্কণের আবার গতিরোধ হইল। দেখিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে নন্দন ছুটিয়া আসিতেছে এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই, সে যেন পটে-আঁকা ছবির মত সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। একটিবার কঙ্কণের দিকে আর একটিবার অঞ্জনের দিকে তাকাইয়াই যেন ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা মরনি?"

কঙ্কণের মুখে হাসির ঈষৎ রেখা পড়িল। কহিল, "নিশ্চয়ই।" বলিয়াই অঞ্জনকে দেখাইয়া কহিল, "ইনি আগেই—আমি আজ!"

"তা হ'লে, তোমরা ভূত?"

এবার জবাব দিল অঞ্জন। সহাস্যে কহিল, "কাছাকাছি! 'ভ'য়ের কোঠায়—ভিক্ষু!"

"ভিক্ষু—কঙ্কণ?"—নন্দন চমকিয়া উঠিল, যেন সহসা এক ব্রহ্মাণ্ড ভাঙিয়া চুরমার হইয়া তাহার চোখের উপর একাকার হইয়া গিয়াছে।

কঙ্কণ ধীরপদে অগ্রসর হইয়া নন্দনের হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "আজ ডাক পড়েছে কিনা!"

নন্দন হাত ছাড়াইয়া একটু পিছাইয়া গিয়া আপনমনে বলিয়া উঠিল, "হুঁ, বুঝিছি।" বলিয়াই অঞ্জনের দিকে এক রোষতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানিয়াই তাহার কাছে আসিয়া মার-মুখ হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভাল চাও তো সরে পড়ো! নইলে—" বদ্ধ মুষ্টি উঠাইয়া কথাটা শেষ করিল, "তোমার একদিন, কি, আমার একদিন।"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি উভয়ের মাঝখানে আসিয়া নন্দনের দিকে ফিরিয়া মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "অপরাধ হবে!"

"শ্রাদ্ধ হবে আমার।"—নন্দন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তারপর অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া অঞ্জনের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মন্তর ঝেড়ে মানুষ ধরতে এসেছ—মুণ্ডুপাত—"

মানবের আবার এক পাশবিক উত্তাপ। কঙ্কণ শিহরিয়া উঠিল, যেন তাহার বুকে হাতুড়ির আঘাত পড়িয়াছে। নন্দনের হাতদুটা ধরিয়া ফেলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মানুষের পাপ অনেক জমা হয়েছে। এ আর বাড়িয়ো না, ভাই। বর মুখ থেকে বেরুলেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে—নোংরা কথায় পৃথিবীকে বিষিয়ে আর তুলো না!" অঞ্জনকে নির্দেশ করিয়া অপরাধীর ন্যায় কহিল, "ইনি নিরপরাধ! ভিক্ষার ঝুলি আমি নিজেই নিয়েছি!"

অতঃপর কঙ্কণ যেমন অঞ্জনকে সঙ্কেত করিয়া পুনশ্চ রাস্তা ধরিবে,

নন্দনের পিঠে যেন বেত্রাঘাত পড়িল। লণ্ডভণ্ড হইয়া কঙ্কণের সম্মুখে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

কঙ্কণ স্থির অথচ স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "জানিনে! শুধু এই জানি —ও আমার জান্‌বার নয়!"

এইবার নন্দনের চোখদুটি হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। কহিল, "আর ফিরবে না ?"

প্রশ্নটার জবাব দিল অঞ্জন। মৃদুকণ্ঠে কহিল "না ভাই! কেউ আর ফিরতে চায় না!"

"তুমি মহাপুরুষ! আমাকে মাপ করো!"—বলিয়াই নন্দন অঞ্জনের পাদুটি জড়াইয়া ধরিল।

অঞ্জন তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া দুই হাতে নন্দনকে তুলিয়া মৃদু তিরস্কার করিয়া কহিল, "পাগল তুমি। মানুষকে চালান্ আর একজন! তিনি কাউকে পায়ে হাত দেবার অধিকার দেন নি।" বলিয়াই কঙ্কণের হাতে একটা টান দিয়াই অগ্রসর হইল।

নিথর নিস্পন্দবৎ দাঁড়াইয়া রহিল—নন্দন। কি মনে করিয়া,কে জানে!

ইহারা বেশি দূর যায় নাই নন্দনের চমক ভাঙিল—যেন তাহার চারিদিকে শ্মশান, তাহারই মাঝে দাঁড়াইয়া সে—এক মাত্র প্রাণী। দূর বিস্তৃত পৃথিবী—তাহারই বুকে নেত্র পাত করিতেই দেখিল,—ওই ত চলিয়াছে কঙ্কণ! ওই সেই চিরদিনের 'অন্তর্ধান'! কিন্তু—

চম্‌কিয়া উঠিল, যেন কি মনে পড়িয়াছে। এবং তৎক্ষণাৎ এক লাফ দিয়া ওই দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কাছে আসিয়াই সুমুখে পড়িয়া কঙ্কণকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত, স্খলিত, ত্রস্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও! এক পল—"

আবার এক পিছনের বাধা! কঙ্কণের মুখখানা শুকাইয়া গেল। ম্লান মৃদু কণ্ঠে কহিল, "বলো—"

"তোমার বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি?"

মুহূর্তেই কঙ্কণ জবাব দিল, "তুমি নেবে?"

নন্দনের বুকের ভিতরে প্রশ্নটা কি ভাবে পৌঁছিয়াছিল, জানি না, কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তাহার সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িয়াছে—আস্তে-আস্তে দৃষ্টি নত করিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিয়া কহিল, "নেব।"

"দিলাম।"

"টাকাকড়ি, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন—"

"সমস্ত!"

"সমস্ত?"

সংকল্প-কঠিন মুখে কঙ্কণ একটু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, যা কিছু—সব।"

নন্দনের ব্যস্ততার যেন সীমা নাই। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তবে দাঁড়াও একটুখানি—কাগজ-কলম নিয়ে আসি—"

পিছন ফিরিতেই কঙ্কণ হাসিয়া কহিল, "সাক্ষী আমি নিজেই, সুতরাং ও-সবের প্রয়োজন নেই।"

নন্দন একটু যেন অপ্রতিভ হইবার ভাণ করিয়া কহিল, "মোটেই না! তবে ওই যে একটা বাক্কুসে গোলযোগ—আইন!"

কঙ্কণের মুখখানা হঠাৎ বিকৃত হইয়া উঠিল, যেন আগুনের ফুল্‌কি পড়িয়াছে—আইন! পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া কহিল, "নিয়ে এসো—"

নন্দন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। এক দৌড়ে একখণ্ড কাগজ ও কলম

আনিয়া কঙ্কণের সম্মুখে ধরিল। কঙ্কণও আর দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা করিল না; নিরুদ্বেগে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া একখানি 'দানপত্র' লিখিয়া নন্দনের হাতে অর্পণ করিল।

দানপত্রখানা আদ্যন্ত একবার পড়িয়াই নন্দন মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "উঁহু, হয়নি—বাদ পড়েছে!"

কঙ্কণ প্রবল সংশয়ে প্রশ্ন করিল, "কি?"

কাগজখানার উপর মনোনিবেশ করিয়া নন্দন কহিল, "তুমি কি আমাকে দান করলে—সমস্তই?"

কঙ্কণ সহাস্যে জবাব দিল, "নিশ্চয়ই। আমার বলতে—"

নন্দন বাধা দিয়া পশ্চাদ্দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, "চেয়ে দেখ, কঙ্কণ, পিছনের পানে—আর কিছুই কি তোমার নেই?—কোন বস্তু, কোন বস্ত্র, কোন মানুষ—"

"যদি থাকে, তাও—তোমার।"

"চিত্রাও?"

"চিত্রা!"—কঙ্কণ চমকিয়া উঠিল।

নন্দন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ও বুঝি তোমার পিছনে ফেলে-যাওয়া সব-কিছুর মধ্যে নয়?"

নির্বাণের পথ, সেই পথের যাত্রী।—কঙ্কণের মুখখানা ঝুঁকিয়া পড়িল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া কহিল, "তার ওপর আমার অধিকার?"

"সে কার?"

কঠিন প্রশ্ন! কোনও দিন কঙ্কণ চিত্রার কাছে জানিয়া লয় নাই—সে কার? তার দেহ আছে, মন আছে! কোন দিন কোনও কথায় সেও ত বলিয়া রাখে নাই, ওসব—কার? * * * * হঠাৎ কি

ভাবিতে গিয়া কঙ্কণ শিহরিয়া উঠিল; সম্মুখে নন্দন, তার বুকে হাত দিয়াছে! পার্শ্বেই আর একজন—সে অঞ্জন! তার মনে ছোঁয়া দিয়াছে! তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। চোখ তুলিতেই দেখিল—সম্মুখেই এক দুর্লঙ্ঘ্য বিভীষিকা, অতীতের দুর্দ্দান্ত তৃপ্তি! যেন এক জনহীন কুসুমিত ধরিত্রী, তাহার উপর স্পষ্ট দিবালোক, তাহারই মাঝে মাত্র দুইটি প্রাণী একটি নর, একটি নারী! উভয়ে তারা একাত্ম—সে আর চিত্রা!

কঙ্কণের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে-দিকটায় হাত চাপা দিয়া নিজেকে টানিয়া ছিঁড়িয়া পিছন করিয়া নন্দনকে কহিল, "সে আমার!"

নন্দন রীতিমত গম্ভীর হইয়া কহিল, "তবে?"

কঙ্কণের মুখে আর চাঞ্চল্য নাই, উদ্বেগ নাই, বিস্ময় নাই। হাত ছড়াইয়া 'দানপত্রখানা' টানিয়া লইয়া পুনশ্চ লিখিয়া দিল, "আমার চিত্রা, তাকেও—তোমাকে দান করিলাম!"

তারপর এক মুহূর্ত—এক মুহূর্ত পরেই অঞ্জনের হাতে একটা টান দিয়া অঙ্গনের বাহির হইয়া গেল।

নয়

নন্দনেব মুখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, এই যে 'বামায়ণ', ইহা রচনা হইবাব পূর্ব্বাহ্ণেই তাহাব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা যেন তাব জানা ছিল—কঙ্কণটা এম্‌নিইভাবে একদিন মাটি হইয়া যাইবে! সুতবাং, এই আকস্মিক দুর্দৈব অধিকক্ষণ তাহাকে আচ্ছন্ন কবিয়া বাখিতে পাবিল না। উহাবা দৃষ্টিব অন্তবাল হইতেই, 'দানপত্রখানা' একবাব সে পাঠ কবিল, কবিযাই কি মনে কবিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, তাবপব মুখ ফিবাইয়া পায়ে জোব দিয়া ভিতবে চলিয়া গেল। তখন আব রাত নাই।

স্তব্ধ অন্ধকাব, আকাশ ও মৃত্তিকা স্তব্ধ। এ বাড়ীতে পদার্পণ নন্দনেব আজ প্রথম নহে, কিন্তু আজ তাব মনে হইল—এক দুর্লভ স্বপ্নেব আবেশে দেবলোকে গিয়া সে হঠাৎ এক অমব নিকেতনে আসিয়া পড়িয়াছে! কঙ্কণেব সংসাবটি ছিল দাস-দাসী লইয়া, কিন্তু আজ উৎসবেব বাত্রি, তাহাদের ছুটি। ছিল মাত্র প্রবেশদ্বাবে প্রহবী, সেও এখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত—প্রভু বাহিবে, তদুপবি শেষ বাত্রিব ঠাণ্ডা হাওয়া! নন্দন এক ধাক্কা মাবিতেই সে চমকিয়া লাঠি উঁচাইয়া মাবিতে গিয়া নন্দনকে চিনিয়া ফেলিল এবং আতঙ্কে বিবর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "সীতাবাম, সীতারাম—"

নন্দনের যেন ক্রোধের অবধি নাই। বলিল, "তোমাবা জবাব!"

"কসুর মাফ্‌ কী জিয়ে! মালিককো মৎ বোল্‌না—"

"মালিক?—আজ থেকে আমিই তোমার মালিক!"

মুহূর্তে প্রহরীর মুখ হইতে আতঙ্কের ছায়াটা সরিয়া গেল। লাঠি গাছটা উঠাইয়া কাঁধে ফেলিয়া বিদ্রূপকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপ্ বাউরা হো গিয়া।"—বলিয়াই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নন্দন এইবার এমনিভাব দেখাইল যেন দুর্জ্জয় ক্রোধে সে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। বলিয়া উঠিল, "নিকালো! তোমারা জবাব—আভি জবাব—"

ভোরের ঠাণ্ডায় বে-এক্তার—প্রহরীর তখন একটু 'নেশার' ইচ্ছা হইয়াছিল। আপন খেয়ালেই একটু 'শুখা' তৈরী করিয়া মুখে ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "আরে, সাত-পুরুষ এহি মোকাম্‌মে নক্‌রি করতা হ্যায়—কাম্ লেনেকো আয়া কোন্ শ্বশুরাকা লেড়কা?"

"গালাগাল?"

"মিঠা বাত বল্‌নে হোগা—জরুর। কাঁহেনা—হামারা সাত্-সাত্ পুরুষকা মালিককো আপ্ আজ হঠানে আয়া।"

নন্দন দেখিল, গতিক সুবিধা নয়—পথ পরিবর্তন করিতে হইবে। গলার আওয়াজ নরম করিয়া কহিল, "বাবা, বংশধর—"

"কেয়া, বংশোধর্?"

"তা নয়? অমন একখানি বংশ ধরে রয়েছ, বাবা?"

প্রহরীর বুঝি-বা পুলক হইল। হাসিয়া কহিল, "ঠিক হ্যায়! আচ্ছা—"

নন্দন একবার এদিক-ওদিক তাকাইয়া হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিল, তার পর একটু দূরে লইয়া গিয়া আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া 'দানপত্রখানা' তাহাকে দেখাইল।

প্রহরীর তখন সেদিকে চাহিবার প্রবৃত্তি ছিল না। হঠাৎ অসুরের ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া মাটীতে সজোরে লাঠি ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল, "বহুৎ আচ্ছা, চলিয়ে—"

"কোথায ?"

"বৈবাগীকো মঠ্‌মে !"

নন্দন সভযে তাহার শ্রীমূর্তিটাব দিকে চাহিতেই প্রহরী বলিযা উঠিল, "দেখ্‌তা কেযা ? এহি ডাণ্ডামে মঠ্ তোডকে হামাবা কলিজাকো আভি ঠিঁয়া হাজিব কবেগা ! চলিযে—"

"তা হলে কঙ্কণ আত্মহত্যা কববে ।"

প্রহবী আঁতকিযা উঠিল। কহিল, "ঠিক বাত্—এভি ঠিক। তব্ কেযা হোগা—মালিক আউব আবেগা নেহি ?" তাব কণ্ঠস্বব আর্দ্র হইযা উঠিল।

নন্দন একবাব বিপবীত দিকে মুখ ফিবাইযাই গলা ঝাডিযা কহিল, "আসবে বৈকি !"

প্রহবী লাঠিব উপব ভব দিয়া খানিক চুপ কবিযা থাকিযা হঠাৎ ফোঁপাইযা উঠিল। কহিল, "জরুব ! লেকেন, এহি একঠো মোকামমে নেহি ! হাজাব মোকামকো, হাজাব আদমীকো, হাজাব কলিজাকো অন্দরমে—" বলিযাই কাঁদিযা ফেলিল।

ভোবেব বাতাস ! নন্দনেব বুঝিবা ঠাণ্ডা লাগিযাছিল। নাক ঝাডিযা কহিল, "তোমাব-আমাব কলিজাতে আগে।" একটু থামিযাই যেন ব্যস্ত হইযা বলিযা উঠিল, "হ্যাঁ ! আমি ওপবে যাচ্ছি। কিন্তু খুব হুঁসিযার—মাইজি যদি আসে—"

প্রহবী শিহবিযা উঠিল। অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "উন্‌কা দম্ ছুট্ যাযেগা—"

"আহা-হা ! সেই জন্যেই ত বল্‌ছি, কথা শোনো—এলে, তুমি কিছু বোলোনা, শুধু বোলো—'বাবুজি ওপবে।' তাবপব, ওপরে গেলেই আমি বুঝিযে দেব ! বুঝ্‌তা হ্যায ?"

প্রহরী চুপ করিয়া রহিল। নন্দন আর অপেক্ষা করিলনা, উপরে উঠিয়া গেল।

উন্মুক্ত কক্ষ। ঢুকিয়া নন্দন চারিদিকে তাকাইতে লাগিল; দেখিল —বিছানা এলোমেলো, এখানে-ওখানে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা, ছড়ানো জল, রক্তের দাগ। বুঝিতে পারিল, এইখানে আহতের সেবা চলিয়াছিল। ভৃত্যেরা তখন কেহই ছিলনা, নন্দন নিজেই সে-সমস্ত উঠাইয়া পরিষ্কার করিতে গেল এবং এক টুকরা কাপড়ে হাত দিতেই থম্‌কিয়া পিছাইয়া আসিল—না থাক্! এম্‌নিই সময় সিঁড়িতে কার পদশব্দ হইতেই সে তাড়াতাড়ি খাটের উপর আসিয়া একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। তার পর এক মুহূর্ত! এক মুহূর্ত পরেই চঞ্চল পদে একটি অস্থির নারী মূর্তি আসিয়া প্রবেশ করিল— চিত্রা। তাহার মাথার চুল এলোমেলো, বিশৃঙ্খল বেশভূষা, চোখে আতঙ্ক! ঘরে পা দিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল—ছেঁড়া কাপড়, জল, রক্ত! আর—

পা দু'টা বুঝি ভাঙিয়া গিয়াছে, নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়া খাটের কাছে দাঁড় করাইল, তারপর শায়িত ওই বস্ত্রাবৃত মূর্তির দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া আস্তে-আস্তে গায়ে হাত দিল।

নিথর!

চিত্রার বুকটা উড়িয়া গেল! মুখখানা বিবর্ণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল—যেন সে জানে সহস্র সর্ব্বনাশ হইলেও এইবার সাড়া মিলিবেই মিলিবে!

কিন্তু, না! নিস্পন্দ ওই নবদেহ! * * * চিত্রা আর দাঁড়াইয়া

থাকিতে পারিল না। থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর ভিতর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল।

শেষ! তাহার জীবনের যাহা কিছু উৎসব যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু দাবি—সবই কি তবে শেষ? অজস্র আশ্বাস—তাহার কি তাই কোন মূল্যই নাই? তরুণ দেহ—ইহার বিচিত্র আয়োজন, নির্মুক্ত বুক—ইহার সাজানো ক্রন্দন, কাহাকে দিয়া তবে সে আত্মহারা হইবে? জীবনের কল্পতরু এমনি করিয়াই সে কেন হেলিয়া ভাঙিয়া শুকাইয়া যাইবে?—কেন? কঠিন শপথ—'তুমি আমার!' ইহাও কি—

চিত্রা চমকিয়া উঠল এবং ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর একবার বস্ত্রাবৃত মুখের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই মুখের আবরণটা খুলিয়া ফেলিল—

এ কে?

একটু পিছাইয়া আসিয়া চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি?"

নন্দনের যেন কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘন-ঘন হাই তুলিয়া গা ভাঙিয়া বার কয়েক এপাশ-ওপাশ করিয়া বলিল, "তাইত!"

"তিনি কোথায়?"

নন্দন এইবার উঠিয়া বসিল। তার পর সুবিধা ও অবসর মত স্বীয় বুকের উপর আঙুল রাখিয়া কহিল, "এই ত!"

চিত্রা অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যগ্রব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলুন—"

নন্দন খাট হইতে নীচে নামিয়া মেঝের উপর এক অর্থপূর্ণ অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আকাশ হইতে পড়ন্ত বজ্রকেও হাতুড়ি মারিয়া সায়েস্তা করিতে চিত্রা

প্রস্তুত। তাই সে আজ নিজেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিল না। অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "তবে তিনি নেই ?"

"যা বোঝো।"

প্রয়োজন মিটিয়াছে। চিত্রা দরজার দিকে মুখ ফিরাইল, তারপর পা উঠাইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, নন্দন ডাকিল, "শোনো—"

চিত্রা মুখ ফিরাইল।

নন্দন কহিল, "কি বলছিলাম—হাঁ, তুমি চলে যাচ্ছ ?"

এ প্রশ্নের বুঝিবা জবাব নাই। তাই, পুনশ্চ ফিরিয়া চিত্রা পা বাড়াইল।

নন্দন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মাটী করলে! আরে, না—না। সবটা সে মরেনি !"

কলের পুতুলের ন্যায় চিত্রা আবারফিরিয়া দাঁড়াইল, তখন নন্দনের মুখে হাসি আর ধরেনা।

চিত্রা যেন তাহার বুকের খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নন্দনের পায়ে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনার পায়ে পড়ি! বলুন—তাঁর কোন অকল্যাণ হয়নি ত ?"

"রাম বল! তিনি স্বশরীরে স্বর্গে গেছেন!" বলিয়াই নন্দন চিত্রার কাছে গিয়া কানের গোড়ায় মুখ নামাইয়া কহিল, "এই আজ থেকে—বুঝেছ, এই অদ্য হইতে—তুমি আমার—মনস্থ !"

দাবানল! চিত্রার চারিদিক ঘিরিয়া যেন এক দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। দীপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মুখ সংযত করবেন! বুঝেছি, তিনি নেই—সেই সুযোগ পেয়েছেন আপনি !"

নন্দন তখন মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। পলকেই মুখের ভাব পরিবর্তন

কবিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা বেয়াড়া লোক ত ! কথাটাই ছাই শোন আগে ?—শুধু তুমি নও—ঐ দরোয়ান পাঁড়েজি পর্যন্ত আমার।"

এইবার চিত্রার বুকের ভিতরটা খানিক এলোমেলো হইয়া গেল—যেন এক পরিচিত সন্দেহ হঠাৎ মূর্তি ধরিয়া উঁকি মারিয়াছে। মূঢ়ার ন্যায় নন্দনের দিকে তাকাইতেই, নন্দন বলিয়া উঠিল, "শুধু পাঁড়েজি নয় - ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, চাকর-চাকরাণী—মায় হরিণ ছানাটাও !"

চিত্রার সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল, কহিল, "কারণ ?"

"আইনের কাব্য--কঙ্কণ হয়েছে নন্দন !" বলিয়াই নন্দন চিত্রার দিকে এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিল। করিয়াই আবার সুরু করিল, "বুদ্ধদেব, মঠ,---বিরাগী ! এতক্ষণ মঠে গিয়ে 'বুদ্ধ' জপ্‌ছেন।"

ভূমিকম্পের সময় মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়, চিত্রারও মুখখানা তদ্রূপ হইয়া গেল। যেন তার চোখের উপর সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া, ভাঙিয়া, চৌচির হইয়া রসাতলে যাইতে বসিয়াছে ! পা দুইখানা ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কোনরূপে নিজেকে খাড়া রাখিয়া এক পল্‌কা সাহসকে আশ্রয় করিয়া অস্থির বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল. "তা' হোতে পারে না। আমাকে লুকিয়ে রাজসিংহাসনেও বস্‌তে তিনি পাবেন না।"

"কথাই ত তাই ! ওই-সব পাবে না বলেই ত গেরুয়া নিয়েছে সে !"

"মিথ্যে কথা !"

"যদি সত্যি হয় !"—এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই নন্দন 'দানপত্রখানা' বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখো—" বলিয়াই সরিয়া আসিয়া উহা চিত্রার হাতে ফেলিয়া দিল ; দিয়াই একান্ত নিরীহের ন্যায় কহিল, "ভাল করে অমনি দেখে নিয়ো—তুমি এখন কার !"

'দানপত্র', তাহার কৃষ্ণবর্ণ অক্ষর—চিত্রার উপর চোখ পড়িতেই তার মুখখানা ছাই হইয়া গেল। পরমুহূর্তেই তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া কাঁপিয়া উঠিল, যেন পিঠের উপর আচম্‌কায় কোথা হইতে তীর আসিয়া বিঁধিয়াছে! তারপর—পুনশ্চের দিকটায় চোখ পড়িতেই ক্রোধে তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল এবং 'দানপত্র'খানা ছিঁড়িয়া খণ্ডখণ্ড করিয়া মাটীতে নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া যেমন বাহিরের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, নন্দন যেন চোখ মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা-হা, করলে কি?"

চিত্রা সর্পিনীর ন্যায় ফিরিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কঠিন কণ্ঠে কহিল, "পুরুষ-জাত, তার সংকার!" বলিয়াই হাউয়ের ন্যায় বাহির হইয়া গেল।

নন্দনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। তারপর দানপত্রের কুচিগুলা কুড়াইয়া লইয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "এঁদের নাম—বলে ললনা—অবলা!" তারপর নীচে নামিয়া গেল।

দশ

বাহির হইয়া চিত্রা যখন রাজপথে পা দিল তখন চারিদিকেই প্রভাতের প্রথম নমস্কার।

উৎসব ভাঙিয়াছে—রাস্তার কোন অংশে অতিরিক্ত ভিড়, কোন অংশ জন-বিরল। সেই পথ ঠেলিয়াই চিত্রা চলিয়াছে। একস্থানে—ঠিক রাস্তার উপর কতকগুলা লোক অচৈতন্যভাবে পড়িয়াছিল, অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া। চিত্রা তাহাদের সুমুখে পড়িয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া পার হইয়া আবার চলিতে লাগিল। খানিকদূর গিয়াছে, দেখিল একটা ছাউনির ভিতর একটি তরুণ, একটি তরুণী—মেয়েটি ছেলেটির বুকে মাথা রাখিয়া—উভয়েই নিদ্রায় অচেতন, যেনবা তাহাদের হুঁস্ নাই—রাত্রির পর এক রাঙ্গুসে দিন আসে। চিত্রা পায়ে জোর দিল। বেশিদূর যায় নাই, দেখিল এক পুষ্পোদ্যান হইতে একদল তরুণী বাহির হইতেছে—তাহাদের সর্বাঙ্গ ভরিয়া ফুলের সাজ, মুখে প্রভাতী গান—সে-গানে ইহারই আভাস যে, পথ চলিয়া দূর-প্রেমিকের কাছে হাজির হইতে দেরি হইবে বলিয়া গানের রেশের মুখে কল্পনায় স্বীয় মূর্তি গড়িয়া ঠেলিয়া লইয়া অগ্রেই নিজেদের উপহার দিয়াছে! কাছাকাছি হইতেই চিত্রাকে দেখিয়া তাহারা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। একজন চিত্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তুমিও রাজবাড়ীর যাত্রী নাকি?"

চিত্রা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ার ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "অবাক্ হয়ে রইলে?"

চিত্রা ধীরকণ্ঠে কহিল, "রাজবাড়ী ?—না। তোমরা যাচ্ছ বুঝি ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ?"

মেয়েটি গালে আঙুল ঠেকাইয়া কহিল, "অবাক্ করলে। আমরা যে কুমারী—জাননা তুমি ?"

অতিকষ্টেও চিত্রার মুখে হাসি আসিল। কহিল, "না।"

মেয়েটি চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া কহিল, "এহ, কাল উৎসব গেছে কিনা—উৎসবের পরদিন, রাজা 'বউ' বেছে নেন—এক বছরের খোরাক !"

"তারপর ?".

মেয়েটি কি বলিতে যাইতেই আর একটি মেয়ে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুই থাম্ ! এইবার আমি বলি—"

এই অবকাশে অপর একটি মেয়ে মুখস্থ বলার মত তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "তারপর, ফিরে বছরে এম্‌নি দিনে—আবার ! হ্যাঁ ভাই, তুমি ত যাবে না ?"

কাতর-মলিন মুখে ঈষৎ হাসিয়া চিত্রা কহিল, "না।"

"বাঁচলাম। যে রূপ।"—বলিয়াই মেয়েটি সঙ্গিনীদের ডাক দিয়া ছাড়া-গানটি আবার ধরিয়া চলিয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল—একি পাশবিক আচার। শুনিবার কেহই নাই, তত্রাপি সে যেন নিজেকেই শুনাইয়া কহিল, "এই পুরুষ, এই তার 'বলি' !"

চিত্রা অধিকতর দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। কতদূর গিয়াছে, তাহা তাহার হুঁস নাই, রাস্তার এক বাঁকের মুখে পড়িয়াই চম্‌কিয়া উঠিল—

সুমুখেই একখানা গাড়ি! তৎক্ষণাৎ গাড়িখানার গতিরোধ হইল এবং চিত্রাও তাড়াতাড়ি নিজেকে হিঁচ্ড়াইয়া আনিয়া রাস্তার একপাশে ঠেলিয়া গুঁজিয়া ধরিল। গাড়ির ভিতরটায় চিত্রার লক্ষ্য পড়ে নাই, কিন্তু গাড়ির ভিতর হইতে আর একজনের লক্ষ্য পড়িল চিত্রার উপর—সে সেই গত-রাত্রির নাগরিকা। নাগরিকা দ্রুতবেগে নামিয়া আসিয়া চিত্রার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি?"

বিস্ময়ে ও আনন্দে চিত্রার চোখদু'টা বড় হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমিও যে—হঠাৎ?"

নাগরিকার মুখে একমুখ হাসি। কহিল, "এই ত সকলের মন কুড়িয়ে ফিরছি, ভাই।" গাড়িতে বেহুঁস অবস্থায় পড়িয়া একটি যুবককে দেখাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "ওই দেখনা?"

চিত্রা গলা চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কে—তোমার স্বামী?"

নাগরিকা তাড়াতাড়ি চিত্রার মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, "চুপ্! ও-সব বালাই আমার নেই! মালা আমি নিই—দিইনে!"

আবার সেই বিষ। গত রাত্রির প্রথমক্ষণে এক বিষ-দর্পণে এই মেয়েটির প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেও পরক্ষণে তাহার কথাবার্তায় চিত্রার বুকের ভিতর এক মৃদু-সমীরণের স্পর্শ পড়িয়াছিল, তাই সে নিজের অনেকখানিই উহাকে ধরিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আজ আবার তাহার সমগ্র মন ঘৃণায় বিষিয়া উঠিল—ছি, ছি। * * * অস্পৃশ্যার নিশ্বাস—চিত্রা মুখ ফিরাইল; ফিরাইয়া যেমন পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে, নাগরিকা দুই হাত বাড়াইয়া বাধা দিয়া কহিল, "তা হয় না! এইবার তোমার কথা—[illegible]কলাটি কোথায়?"

আপদকে এড়াইতে হইবে, অথচ মিথ্যাবাক্য তাহার মুখে আসে না। কাজেই তাহাকে বলিতে হইল— "মঠে।"

এক পরিচিত বিস্ময়। যেন এক পরিচিত বিস্ময়ের বাষ্পে নাগরিকার চোখদুটি ভরিয়া উঠিল। পথ ছাড়িয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, "মঠে—কেন?"

"তিনি গেছেন, তাই।"

নাগরিকা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তারপর চিত্রার পানে এক ক্ষোভ-কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "মাটি করলে নিজেকে?" বলিয়াই ফিরিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। চিত্রাও রেহাই পাইয়া আবার পথ ধরিল।

অদূরেই নগরের তোরণ, তারপরই প্রান্তর—দূর বিস্তৃত। তাহারই ওপারে—মঠ। নগর ছাড়িয়া চিত্রা মাঠে পড়িল—বিশ্রী পাথুরে রাস্তা। মাথার উপর চম্‌চমে রোদ। চিত্রা এক নিঃশ্বাসে নিজেকে যেন জোর করিয়া খানিকটা ঠেলিয়া লইয়া যায়, আবার থামে। এম্‌নি করিয়াই চলিতে লাগিল। কোনও দিন সে হাটিয়া পথ চলে নাই, কিন্তু আজ যেন সে বাজী রাখিয়াই নিজেকে উপহাস করিয়া চলিয়াছে—পৃথিবীর কোনও বাধা সে মানিবে না। বুঝিবা এই সত্যই বড় হইয়া তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার দেহের মূল্য নাই—মহাপ্রাণ এই পথই ভাঙিয়া গিয়াছে। সুতরাং, ইহাই তাহার পথ! কিয়দ্দূর গিয়াছে, হঠাৎ একখানা পাথরে জোর আঘাত লাগিয়া পা কাটিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু, সে এক মুহূর্ত। তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থানে খানিক ধূলা চাপা দিয়াই আবার চলিতে সুরু করিল। বেলা যখন অপরাহ্ন তখন সে মাঠ পার হইল। এইবার মঠ! চিত্রার বুকের ভিতরটা দুলিয়া

উঠিল, দেহটা অবশ হইয়া গেল—ওই মঠ। কয়েক পদ গিয়াই হঠাৎ তাহার গতিরোধ হইল—পায়ের নীচেই এক খরস্রোতা! অপর পারেই—মঠ!

চিত্রা চাহিয়া দেখিল, ওপারে একখানি নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। হাতছানি দিয়া ডাকিতেই মাঝি এ-পারে নৌকা আনিল এবং উঠিবার জন্য নৌকায় চিত্রা পা বাড়াইতেই, মাঝি বাধা দিয়া হাত পাতিল—"ভাড়া?"

তাই ত। চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল—নাই ত কিছুই। মনে করিল, একখানা অলঙ্কার দিবে, কিন্তু পরক্ষণেই হুঁস হইল—তাহাও সে গত রাত্রে নাগরিকাকে সমস্ত খুলিয়া দিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল।

মাঝি তাড়া দিল।

চিত্রা শুষ্ক মুখে কহিল, "হাতে কিছুই নেই!"

"নেই, তবে রূপ দেখিয়ে পার হবে নাকি—রূপ?" বলিয়া মাঝি মুখখানা বিকৃত করিয়া উঠিল। তারপর এক বিশ্রী কটাক্ষ করিয়া কহিল, "নগরে যাও, গিয়ে রোজগার করো, তারপর এসো পার হ'তে—হয়রাণ!" বলিয়াই নৌকার মুখ ঘুরাইয়া আবার ও-পারে চলিয়া গেল।

ও-পারে—ওই মঠ, তাহার উপর অপরাহ্নের রক্তিম-রাগ পড়িয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে উহা যেন সরিয়া গিয়া অন্ধকারের এক কালো ছোপে কালিমূর্তি হইয়া গেল! চিত্রা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, পা দুটা ভাঙিয়া পড়িল, তারপর অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল—সুমুখেই কালো জল, ও-পারে—

উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার দেহে কে এইমাত্র এক মুঠি শক্তি গুঁজিয়া দিয়া গিয়াছে। তারপর লাফ দিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর—তারপর যখন সে সাঁতার দিয়া পার হইয়া ও-পারে গিয়া উঠিল, তখন টের পাইল, তাহার সর্বাঙ্গ গড়াইয়া জল পড়িতেছে—টস্, টস্, টস্।

পড়ুক। সেদিকে তাহার দৃক্‌পাত করিবার সময় ছিল না। মুখের উপর কতকগুলা ভিজা চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, সেগুলা মাথার উপর ঠেলিয়া তুলিয়াই নিজেকে যেন ধরাধরি করিয়া মঠের মুখে দাঁড় করাইয়া দিল।

দ্বার খোলাই ছিল—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি প্রিয়দর্শন তরুণ ভিক্ষু। চিত্রাকে দেখিয়াই সে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই সেদিকে চিত্রার। বিশ্বব্যাপী এক এলোমেলো ঝড়ের ন্যায় যেমন ভিতরে প্রবেশ করিবে, ভিক্ষু তাহার সম্মুখে পড়িয়া বিনীতকণ্ঠে কহিল—'নিষেধ।'

চিত্রা চমকিয়া ভিক্ষুটির দিকে তাকাইল, তখন তাহার বুকটা উড়িয়া গিয়াছে—নিষেধ?

সেই চাহনি—ভিক্ষুর নিকট গোপন রহিল না। তৎক্ষণাৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "স্ত্রীলোক।"

চিত্রা নিস্পন্দের ন্যায় মিনিটখানেক ভিক্ষুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "মানুষ—স্ত্রীলোক কি মানুষ নয়?"

"নিয়ম।"

চিত্রার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমাদের নিয়ম - আমাদের এই অপমান?"

ভিক্ষুর চোখদুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, "তা কেন—আপনি মা।"

"তবে ?"

"আপনি ফিরে যান !"

ফিরিয়া যাইতে চিত্রা আসে নাই। কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া কহিল, "যাবো না—পথ ছাড়ো—"

"না, মা। তা হয় না। এ মঠ, আর আপ্নি গৃহস্থ-লক্ষ্মী—এর ভেতর যাবার আপ্নার অধিকার নেই।"

এইবার চিত্রার সর্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহার সর্বস্ব যে ইহারই ভিতর ! ব্যগ্র-কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার সন্তান—"

"আমি মাতৃহীন !"

চিত্রা পিছাইয়া আসিল, যেন তাহার মুখে এক চড় পড়িয়াছে। অতঃপর তাহার ভিতর যে সুস্থপ্রকৃতি অবশিষ্ট ছিল, তাহা নিমেষেই কর্পূরের মত উবিয়া গেল। বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমরা পাপিষ্ঠ !"

ভিক্ষু আস্তে-আস্তে মাথা নীচু করিল, যেন ওই পরিচয়হীনা মায়ের তিরস্কার সে নতশিরেই গ্রহণ করিয়াছে—আশীর্ব্বাদ !

চিত্রা কণ্ঠে ঈষৎ জোর দিয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "ছাড়বে না পথ ?"

ভিক্ষু নিরুত্তর হইয়া রহিল, তেম্নি করিয়াই।

দলিতা সর্পিনীর ন্যায় ব্যর্থরোষে এদিক-ওদিক শূন্য-দৃষ্টিতে বারকয়েক তাকাইয়া আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই চিত্রা শিহরিয়া উঠিল—আর যে বেলা নাই ! তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া ভিক্ষুকে অস্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কথার একটা জবাব দেবে ?"

ভিক্ষু শান্তকণ্ঠে কহিল, "প্রতিশ্রুতি দিতে আমাদের নেই—বলুন ?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, "কেউ আজ 'বলি' হয়েছে এখানে – বলিদান ?"

কথাটা বুঝিবা ভিক্ষু বুঝিতে পারিল না। বিস্মিতনেত্রে তাকাইতেই চিত্রা তেম্‌নি করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "কাউকে কপ্‌নি পরিয়েছ তোমরা ?"

ভিক্ষু হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "তাই বলুন—ভিক্ষু ?"

শ্লেষকণ্ঠে চিত্রা সায় দিল, "হ্যাঁ! তার কাছে তোমরা দাঁড়াতে পার না—তিনি 'রাজার ছেলে।"

এম্‌নি সময়ে মঠের ভিতর ঘণ্টাধ্বনি হইতেই ভিক্ষু ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "উপাসনার ডাক পড়েছে—নমস্কার!" বলিয়া দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেই চিত্রা যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়া কহিল, "এও—না ?"

"ভেতরের কথা বাইরে প্রকাশ—এও না।" বলিয়াই ভিক্ষু হাতদুটি জড় করিয়া একবার মাথায় ঠেকাইল, তারপর চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পায়ে জোর দিয়া চিত্রা আর দাঁড়াইতে পারিল না। ঝরা পাতার ন্যায় কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। তাহার চলিবার পথে পৃথিবীর সর্বত্রই কি অবরোধ!

কতক্ষণ বসিয়া আছে তাহা তার হুঁস্ নাই, এক সময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল—এই মঠ, ইহারই ভিতর তাহার অন্তরাত্মা রহিয়াছে! উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় অগ্রসর হইয়া প্রাচীর গাত্রে হাত দিল—কি তৃপ্তি। ইঁট-পাথর—ইহার ভিতর রক্তমাংসের দেহের স্পন্দন যে! প্রাচীর ধরিয়া উহার গায়ে-গায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল, কেন যে তাহা সে জানেনা—যেন ইহাই

তাহার উপস্থিতকার যাত্রা। খানিক যায়—আকস্মিক আবেগে প্রাচীর গাত্রে চুম্বন করে, পরক্ষণেই আবার অবশ হইয়া তাহার উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এমনিভাবে কতদূর গিয়াছে তাহা সে জানে না, হঠাৎ গতিরোধ হইল—গাছ।

গাছটা বেশি বড় নয়—গোড়া হইতেই ঘন-ঘন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রাচীরের গা ঘেঁষিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। চিত্রার মুখখানা এক অপ্রতিহত উৎসাহে আবার সতেজ হইয়া উঠিল—সেই সন্ধ্যায় আকাশে যে চাঁদ উঠিবার কথা, তাহা যেন তাহারও মুখে অন্তরের মেঘ ঠেলিয়া উঁকি মারিয়াছে। মাথায় বিক্ষিপ্ত কেশরাশি—তাহা গোছা করিয়া গাঁট বাঁধিয়া কোমরে কাপড় জড়াইয়া একবার গাছটার দিকে তাকাইল, তারপরেই বাজীকরের ন্যায় উহার উপর উঠিয়া পড়িল। অনুচ্চ প্রাচীর—দেখিতে-দেখিতে সে প্রাচীরের উপর পা দিল। সেই চিত্রা। তখন মুছিয়া গিয়াছে তাহার পশ্চাতের পৃথিবী, সম্মুখের যাহা-কিছু—একমাত্র তাহাই তাহার বর্তমান ইহলোক।

চিত্রার পায়ের নীচেই মঠের ভিতর—দূর-বিস্তৃত প্রস্তরবেদী, তাহার একধারে সারি দিয়া বসিয়া ভিক্ষু, বিপরীত দিকে তদ্রূপ বসিয়া ভিক্ষুণী—উপাসনায় তন্ময়। উভয় শ্রেণীর মাঝে বসিয়া ত্রিবর্ণ—এক প্রান্তে। সকলেই মৌন, সকলেই স্তব্ধ—ইহজগতের মৃত্তিকার সহিত তাহাদের যেন পরিচয় নাই। চিত্রা একবার সেইদিকে নেত্রপাত করিল, করিয়াই বেদীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ হইতেই ভিক্ষুরা ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং সহসা এক নারীকে ভূপতিত দেখিয়া সকলেই যুগপৎ আতঙ্কে ও বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। তখন চিত্রার জ্ঞান ছিল না। ত্রিবর্ণের আসন একটু দূরে ছিল, তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া

আসিয়া একটি মেয়েকে ইঙ্গিত করিতেই সে যেন উড়িয়া আসিয়া চিত্রার কাছে বসিয়া তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইল। সে কৌমুদী। অপর ভিক্ষুণীরাও মাতিয়া উঠিল—কেহ লইয়া আসিল জল, কেহবা তালপত্র, কেহবা শুধুই বিবর্ণমুখে চিত্রার মুখের দিকে তাকাইয়া।

এই সমারোহের অনতিদূরেই দাঁড়াইয়া—কঙ্কণ। তখন তাহার পুরাতন জীবনের অবসান হইয়াছে—সেও ভিক্ষু। তাহার পদদ্বয় নগ্ন, পরিধানে হরিদ্রাবস্ত্র, মুণ্ডিত মস্তকে হরিদ্রার প্রচ্ছাদন—পিঠ লতাইয়া। সে আজ নির্মম, নির্বিকার—সুমুখেই যে পৃথিবীর এক 'স্তোকবাকা', ইহজন্মের 'দিলেশা'! কঙ্কণ আর চিত্রা, চিত্রা আর কঙ্কণ—এই সে, সেই এ।

ক্ষণেক পরেই চিত্রার চেতনা ফিরিল। ফিরিতেই কৌমুদীর সারা মুখ হর্ষে চক্‌চক করিয়া উঠিল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—'আর একটু!'

শত্রুপক্ষ! ইহাদের নিষেধ মানিতে চিত্রা আসে নাই। দেহটা অবশ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি সে বুকে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল।

এতক্ষণ আর-সকলেই মূঢের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া ছিল। এইবার সেই দ্বার-রক্ষী ভিক্ষুটি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "আপনি?"

ত্রিবর্ণ তাহার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিলেন, "তুমি এঁকে চেন?"

ভিক্ষু বিনীত কণ্ঠে জবাব দিল, "একটু আগেই এঁর সঙ্গে দেখা, মঠের মুখে—প্রবেশ-পথ চাইছিলেন!"

"প্রযোজন জেনেছিলে ?"

"না ! তবে, উনি নিজেই আভাস দিযেছিলেন—"

ত্রিবর্ণের দৃষ্টি পুনশ্চ সপ্রশ্ন হইযা উঠিতেই ভিক্ষুটি কহিল, "কোনো ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ !"

ত্রিবর্ণ চমকিযা উঠিলেন। কহিলেন,—"ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ! কে ?"

একপার্শ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ এক নির্ভীক কণ্ঠের উত্তর আসিল—"আমি !"

চমকিত হইযা সকলেই সেইদিকে চাহিযা দেখিল—নতমুখ হইযা দাঁড়াইযা কঙ্কণ।

এগারো

"তুমি ?"

তখনও কাহারো চোখের পলক পড়ে নাই, চিত্রা হাওয়ার ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে উঠিয়া আসিল। পটে-আঁকা ছবির মত কঙ্কণের সুমুখে দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ?" অতঃপর ওই মানব-বিগ্রহের নব-নির্মিত আকৃতির পানে তাহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়িতেই সে শিহরিয়া একটু পিছাইয়া আসিল। তারপর আর একবার কঙ্কণের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তেজ কণ্ঠে কহিল, "সব শেষ ?"

চিত্রা উঠিয়া আসিতেই কৌমুদীও তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া চিত্রার মুখে দৃষ্টি ফেলিয়া কহিল, "ইনি তোমার –"

"স্বামী !"

সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে সকলেরই সপ্রশ্ন কটাক্ষ উদ্যত হইয়া ফিরিল কঙ্কণের উপর। বেশি করিয়া পড়িল ত্রিবর্ণের।

কঙ্কণ নতমুখে দাঁড়াইয়াছিল। মুখ তুলিয়া মুখ দিয়া শুধু একটি কথা উচ্চারণ করিল—'না।'

"না ?"—অস্ফুট কণ্ঠে কঙ্কণের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াই বিবর্ণমুখে চিত্রা থরথর করিয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা সমাগত। ত্রিবর্ণ একবার আকাশের দিকে চাহিয়াই ব্যস্ত হইয়া শিষ্যদের এক আসন্ন কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, "দীপালোক—"

মুহূর্তেই কৌতূহলীর দলে ভাঙন ধরিল। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা তটস্থ হইয়া একে-একে চলিয়া যাইতে লাগিল। কঙ্কণও যেমন চলিয়া যাইবে ত্রিবর্ণ বাধা দিয়া কহিলেন, "তুমি নও!" তারপর চিত্রাকে দেখাইয়া বলিতে সুরু করিলেন, "উনি অসুস্থ—ওঁর সেবার ভার নেবে তুমি।" দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কহিলেন, "তুমি ভিক্ষু—ভিক্ষুর কাজ মানুষকে জয় করা, আঘাত দিয়ে নয়—বুকে বুক দিয়ে।" আর দাঁড়াইলেন না।

ঘনকৃষ্ণ এক যবনিকা কঙ্কণের মুখের উপর নামিয়া পড়িল—তাহার ভিতর দিয়া পৃথিবীর কোনও দৃশ্য আর দেখা চলে না! নিশ্চল হইয়া কঙ্কণ দাঁড়াইয়া রহিল। যেন পা বাড়াইতে আর সে পারেনা, অথচ না বাড়াইলেও নয়; যেন কহিবার কথা আর তাহার নাই, অথচ না কিছু কহিলেও চলে না, যেন বা প্রতিমা পূজার অধিকার তাহার বিলোপ হইয়াছে, অথচ অবহেলা করিতেও সে পারে না। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া চিত্রার কাছে সে সরিয়া গেল। তখন চিত্রা ছিল মাটির দিকে নত মুখে বসিয়া। আরও কিছুকাল অপেক্ষার পর অকস্মাৎ মরিয়ার মত ডাকিয়া ফেলিল, "চিত্রা—"

চিত্রা মুখ তুলিল। তার দৃষ্টি—শূন্য, উদাস!

কঙ্কণ কহিল—'আমি!'—

"তু-মি।"—চিত্রা আতঙ্কে একটিবার শিহরিয়া উঠিয়াই বিদ্যুৎবেগে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, যেন এক বিষধর সরীসৃপ দেখিয়াছে। পরক্ষণেই যেন সম্মুখে মানুষ বলিয়া কে-একজন বুঝিতে পারিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, "না, তুমি নও!" বলিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া সুমুখেই যে পথ পাইল সেই পথ ধরিল।

অধ্যক্ষের আদেশ—সেবা, আতিথ্য! কঙ্কণ বিব্রত হইয়া পড়িল। কি

বলিতে হইবে, কি বলিলে ভালো হয়, কোন্ আচরণে তাহার ভিক্ষুধর্মের নিয়ম পালন হয়, কঙ্কণ ঠিক করিতে পারিল না। আনাড়ির ন্যায় বলিয়া উঠিল, "একটা কথা শুনবে?—আচ্ছা, দাঁড়াও না?"

চিত্রা মুখ ফিরাইয়া রোষ-কটাক্ষ করিয়া কহিল, "স্মরণ রাখবেন—আমি স্ত্রীলোক।" বলিয়াই আবার দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিপদে পড়িল কঙ্কণ। একদিকে উপরওয়ালার নির্দেশ, অপরদিকে অতিথির এই বিদ্রোহ। কিন্তু, ভিক্ষু হইয়াছে—হাল ছাড়িলে চলিবেনা ত! কাজেই সেও পশ্চাদনুসরণ করিল। তখন মঠের চারিদিকেই দীপের মালা ঝুলিয়াছে—আলো আর আলো।

যে-টুকু শক্তি ধরিয়া চিত্রা প্রত্যাবর্তনের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, তাহা বুঝিবা নিঃশেষ হইয়াই আসিয়াছিল, তাই সে আর চলিতে পারিল না! পুনশ্চ অবসন্ন দেহে টলিয়া পড়িয়া গেল।

কঙ্কণের বুকটা উড়িয়া গেল—অতিথি যে! এই অচল মুহূর্তে কি করিবে সে, করা কি প্রয়োজন, করিলে কি মানানসই হয়, তাহা গুছাইয়া সে মনের ভিতর আনিতে পারিল না। না পারিয়া থতমত খাইয়া বিবর্ণ মুখে চিত্রার মুখের গোড়ায় বসিয়া পড়িল—ব্যাকুল দুই চোখে অসহায়ের ন্যায় মেয়েটির দিকে তাকাইয়া।

আবার সেই কাছাকাছি! চিত্রা ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন অকস্মাৎ এক দৈবশক্তি মিলিয়াছে।

কঙ্কণও উঠিয়া দাঁড়াইল, উঠিতে হয় বলিয়া। তারপর ব্যগ্রব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অসুস্থ হয়ে পড়ছ। আজ থাকো না, থাক্‌বে?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ধরিল, বোঝা গেল এক চাপা কান্না হঠাৎ তার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে

সংযত করিয়া শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "এখানে ?—এখানে তুমি ধার্মিক, আমি কুলটা !"

কঙ্কণ মুখ নীচু করিল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া কহিল,—"তা' কেন ? —হঁ্যা, দেখ—আমি ভিক্ষু !"

"চমৎকার !"

"তুমি বিয়ে কোরো নন্দনকে—না, না !—যাকে হোক্ !"

দর্প করিয়া চিত্রার চোখ দু'টা জ্বলিয়া উঠিল। কঠিনকণ্ঠে কহিল, "চুপ্ ! আমার কথা, সে আমি নিজেই জানি !"

বিভ্রাট ! কিন্তু দমিলে চলিবেনা—'জয়' করিতে হইবে, 'বুকে বুক দিয়া' ! কঙ্কণ জবাব দিল, "তা জানি ! তোমার রূপ আছে।"

রূপ ? * * * টকটকে রাঙা রঙে চিত্রার মুখখানা রাঙিয়া উঠিল—রূপ ! কিন্তু, সে এক মুহূর্ত ! পরমুহূর্তেই উহা একেবারে গম্ভীর ও অতিরিক্ত কঠিন হইয়া উঠিল। তারপর কঙ্কণের প্রতি এক শপথ-কঠিন ভ্রূকুটি করিয়াই পিছন ফিরিল এবং উল্কার ন্যায় অনল ঝলকে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। * * * কঙ্কণের আর পা উঠিল না। হঠাৎ যেন সে টের পাইল—ওই দূরযাত্রী নারীটির নির্বিবাদ অন্তর্ধানই তার আতিথ্যের অর্থ, অধ্যক্ষের উহাই নির্দেশ !

কেহই লক্ষ্য করিল না। চিত্রা চঞ্চল চরণে মঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল। সম্মুখেই আবার সেই নদী, নদীর কালো জল, জলের ওপারে প্রান্তর, প্রান্তরের কোলে নগর, নগরে মানুষ, মানুষের ভিতর—নাগরিকা !

'রূপ !' চিত্রা চম্‌কিয়া উঠিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল—মঠের

প্রাচীর। আস্তে-আস্তে পিছন দিকে হাঁটিয়া আসিয়া প্রাচীরে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল চুপ করিয়া ; যেন আকস্মিক কি-এক গুরুতর চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। তারপর তাহার মুখে থাম্‌কা এক মারাত্মক হাসির ছটা উথ্‌লিয়া পড়িল। তারপর—তারপর তাহার কণ্ঠ হইতে এক অস্ফুট, অধীর শব্দ বাহির হইল—'রূপ !'

বারো

কথাটা নিমেষেই ছড়াইয়া পড়িল—কঙ্কণ ভিক্ষু! আর, তাহার পার্থিব সম্পদের মালিক—নন্দন।

চিত্রা চলিয়া যাইবার পরই নন্দনও বাহির হইয়া গিয়াছিল, যখন ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ন—হাতে একখানা কম্বল, একটা কমণ্ডলু, লম্বা এক চিম্‌টা। উপরে উঠিয়া ঘরে হাতের জিনিষগুলা সবে নামাইয়াছে, বাহিরে এক বিকট কোলাহল উঠিল। সকাল বিকাল উৎপাত। নন্দনের মুখে বিরক্তির রঙ্ ধরিল। খানিক নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আহৃত জিনিষগুলাকে ঘরের এককোণে সরাইয়া রাখিয়া চাপা দিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, গৃহ প্রাঙ্গণে এক বিরাট বিশৃঙ্খল জনতা, যেন সকলেই মারমুখ!

একজন প্রৌঢ় ভিড়ের ভিতর হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে তিলক-ছাপ, গাত্রে নামাবলী, মস্তকে লম্বিত সুস্পষ্ট শিখা। নন্দনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অবজ্ঞায় বলিয়া উঠিলেন, "কিহে, ছোক্‌রা—রাতারাতি যে অযোধ্যার রাজা হ'য়ে বসেছ?"

নন্দনের মুখে এম্‌নি ভাব প্রকাশ পাইল যে, তাহার বিনয় ও কুণ্ঠার অবধি নাই। কহিল, "দেখছি তাই! একেবারে রামচন্দ্রের দরবার। নল, নীল, গয, গবাক্ষ—সবাই এসে হাজির!"

লোকটির মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—অপমান! ক্রোধে ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আমি কে জান?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া নন্দন লোকটির দিকে তাকাইতেই, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষক, সমাজপতি—"

এইবার নন্দনের মুখে এম্‌নই ভাব প্রকাশ পাইল, যেন সে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। কহিল—"শুভাগমনের হেতু ?"

সমাজপতি তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "কঙ্কণ ভিক্ষু হ'লো যে —কার ষড়যন্ত্রে ?"

নন্দন অনাসক্তভাবেই জবাব দিল, "যদি না বলি !"

সমগ্র জনতা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "রাজদরবারে শাস্তি পাবে !"

নন্দনের মুখখানা এইবার কঠিন হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্নকণ্ঠে জবাব দিল, "আপ্‌নাদের !"

"আমাদের ?"—জনতার মুখ দিয়া যুগপৎ রোষ, সংশয় ও বিস্ময় মিশ্রিত এক অস্ফুট রব বাহির হইল।

নন্দন কহিল, "প্রমাণ চাই ? আসুন—" বলিয়াই জনতাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। তারপর সেই ঘরটির ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘরময় রক্তের দাগগুলার উপর আঙুল বাড়াইয়া জনতার দিকে ফিরিয়া কহিল, "ওই দেখুন—"

সকলেই চম্‌কিয়া উঠিল—রক্ত !

নন্দনের মুখে এক নিষ্প্রভ হাসির আভা দেখা দিল, কহিল, "রক্ত ! মানুষের—নিরীহ ভিক্ষুর !"

উত্তেজিত অবয়ব, এক-একটি লোকের—এক-এক করিয়া সহসা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তাহারা নন্দনের মুখের দিকে একবার চাহিতে গেল, যেন আরও কি দেখিবে, যেন আরও কি শুনিবে—আরও কত কথা, কিন্তু

পারিল না, চোখ ভাবি হইযা নামিযা পড়িল। কিন্তু সমাজপতি দাঁড়াইযা-ছিলেন—যেন এক মূর্তিমান বজ্র। এক আসুবিক গর্বে মুখখানা বিকৃত করিযা বলিযা উঠিলেন, "সে আমাদের ধর্মেব বিদ্রোহী! তাকে খুন কববাব হুকুম ছিল আমাব। সেই তাব দণ্ড—তাব উপযুক্ত শাস্তি!"

নন্দন বিনীতকণ্ঠে জবাব দিল, "সেই শাস্তি নিযেছে কঙ্কণ!" এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কবিয়াই আবাব ধীবে ধীবে এক-একটি শব্দ উচ্চাবণ কবিযা কহিল, "ভিক্ষুব গাযে কিন্তু আঁচড়টিও পড়েনি! খুন হ'যেছে আপ্‌নাদেবই একজন—ব্রাহ্মণ্যধর্মী, বাজাধিবাজ!"

আবাব এক আকস্মিক উত্তেজনায় সকলেই চঞ্চল হইযা উঠিল এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিযা উঠিল—"ঠিক্!"

সমাজপতি বিশ্বামিত্র ঋষিব ন্যায একবাব জনতাব দিকে শাসন-কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করিযাই নন্দনের উপব সেই দৃষ্টি রাখিলেন।

নন্দন যেন এইবাব আত্মহারা। মুখরকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ধর্মেব প্রযোজন—ধার্মিকেব ভেতব থেকে কাউকে পূজো দিতে। কিন্তু কঙ্কণেব জন্ম হ'যেছে—পূজো দিতে নয, পূজো নিতে! ভিক্ষু শাস্তি নেয, দেযনা।"

এবাব আব সমাজপতিকে ধবিযা বাখা যাযনা! অসুরের ন্যায় ফুলিযা উঠিযা বলিলেন, "তাব অনন্ত নবক!"

"তার নয়—তোমাব, আব তোমাব পাপে—আমাদেব!"—সমগ্র জনতা যেন মাবমুখ হইযা সমাজপতির দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ কবিল। পরক্ষণেই নিজেদের সংহত কবিবাব চেষ্টা করিতে-কবিতে বলিযা উঠিল, "ঠাকুব, ধর্ম আর অহঙ্কার—এক নয! তা' যদি হয, সে-ধর্ম আমরাও চাইনে!" বলিযাই সকলে দল বাঁধিযা নীচে নামিযা গেল।

আব নন্দন ?—তাহাব মুখখানা এক দুঃসহ তৃপ্তিব আলোকে দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাবপব এক ভৃত্যকে ডাকিয়া ঘবটা পবিষ্কাব কবিতে বলিয়াই নীচে নামিয়া গেল। তাব পূর্বেই সমাজপতি এক ফাঁকে নন্দনেব চোখেব আড়াল হইযাছিলেন।

*　　*　　*　　*　　*

অতঃপব নন্দনেব জীবনেব আব-এক পবিচ্ছেদ খুলিল।

নূতন বোঝা! বিব্রত হইয়া পড়িবাবই কথা। কিন্তু সে-সব বালাই নন্দন আদৌ গ্রহণ কবিল না। কঙ্কণেব জীবনযাত্রাব নিয়ম তাব সবিশেষ জানা ছিল, তদ্রূপ সেও বোঝা ফেলিয়া দিল বেতনভূক্ লোকজনেব উপব।

দ্বিতীয় দিন সুরু হইযাছে।

শয্যাত্যাগ করিয়া ওধাবকাব ছাদে বাবকযেক পাযচাবি কবিয়াই নন্দন ফিবিয়া ঘবে আসিয়া বসিল। হাতে কোন কাজ নাই, মন ফাঁকা-ফাঁকা, কোথায যেন কি তাব অতৃপ্তি পড়িযা, কোথায কে এখনিই ডাক দিবে—তাই সে কান পাতিয়া আছে, অথচ কাবণ নাই, হেতু নাই, সঙ্কেত নাই।

এম্‌নিই ভাবে বসিযা, অনেকক্ষণ—কতক্ষণ তাহা তাহাব হুঁস নাই, সহসা নীচে এক নাবীকণ্ঠ শুনিয়াই সে স্প্রীংযেব মত লাফাইয়া উঠিয়া ঘবের কোণ হইতে পূর্বদিনেব আহৃত সেই কম্বল, কমণ্ডলু ও চিম্‌টা বাহিব কবিয়া আনিল। তাবপব আল্‌না হইতে একখানা চাদব টানিয়া লইয়া মাথায পাগ্‌ড়ি বাঁধিয়া কম্বলখানা গাযে ফেলিযা হাতে কমণ্ডলু ও চিম্‌টা লইয়া একটী আযনাব সুমুখে দাঁড়াইল। পবক্ষণেই সে মহাপ্রস্থানের যাত্রী! অতঃপব সে যেমন ঘব হইতে বাহির হইবে, সম্মুখেই চিত্রা!

একি সেই চিত্রা ? কাল আর আজ—আজ তাহার এ যে এক নূতন মূর্তি ! পরিধানে রত্নখচিত সাড়ি, গা-ময় অলঙ্কার, মাথায় মুকুট, এলায়িত চুল, মুখে একমুখ হাসি, দেহে এক-দেহ—রূপ।

চিত্রা।

ঠিক মুখোমুখী দুইজন—নন্দন আর চিত্রা, চিত্রা আর নন্দন !

অভিনব মূর্তি—এরও, ওরও। চোখোচোখী হইতেই নন্দন তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল—নিষেধ ! কিন্তু, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল চিত্রা। তাহার মনের ভিতর কি হইল, সেই-ই জানে, মুখে বলিল, "একদিন আড়াল হয়েছি, আর অমনি এই কাণ্ড ?"

সন্ন্যাসধর্মের আইন—নারীর মুখের দিকে তাকাইতে নাই। সুতরাং মেয়েটির পায়ের দিকেই চোখ রাখিয়া নন্দন কহিল, "পথ ছাড়ো—"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া পথ ছাড়িয়া একপাশে দাঁড়াইল।

পথের বাধা সরিয়াছে। সুতরাং নন্দনের আর অপেক্ষা করা চলে না ! বেগে প্রস্থানের ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "হিমালয়ে যাচ্ছি !"

চিত্রা গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "সাধনোচিত ধাম !"

অসাবধানে অনেক কাজই মানুষ করিয়া ফেলে, তাই দৈবাৎ নন্দনের এক ঝলক দৃষ্টি চিত্রার মুখের উপর পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া লইয়া কহিল, "কিন্তু যেতাম না !"

অপর পক্ষও জবাব দিল, "সাধু সঙ্কল্প !"

"কিন্তু—"

"তাই ত !"

"তুমি যদি বল—যেয়ো না !"

চিত্রা হাসি চাপিয়া কহিল, "তা কি পারি। আপনি যে গুরুজন !"

বলিযাই কাছে আসিযা কহিল, "বরং এই কথা বলি—প্রভু যাবেন না!" বলিযাই একে-একে কম্বল, কমণ্ডলু ও চিম্‌টা কাড়িযা লইয়া মেঝের উপব ফেলিযা দিল।

নন্দন বাধা দিল না, নির্বোধেব ন্যায় দাঁড়াইযা বহিল। কহিল, "আবাব ত পাযে ঠেল্‌বে?"

চিত্রা জিব্‌ কাটিযা কহিল, "সর্ব্বনাশ! তাহ'লে আমার কি যে হবে!" বলিযাই এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ কবিল।

নন্দন আস্তে-আস্তে চোখ নামাইযা লইল। একটু পবেই আবাব চোখ তুলিযা কহিল, "তা' না-হয বুঝ্‌লাম। কিন্তু—" হঠাৎ যেন ভয় পাইযা খাটেব উপব গিযা বসিযা বলিয়া উঠিল, "অমন মাবাত্মক মূর্তি যে হঠাৎ?"

"ফাঁদ!"—চিত্রা হাসিয়া উঠিল এবং তেম্‌নি হাসিমুখেই কহিল, "কেন জানেন?—আজ থেকে নিজেকে যাচাই কববো!"

হিমালযেব সাজ-সবঞ্জাম তখন অনাদবেই পড়িয়া ছিল, খাট হইতে উঠিয়া কম্বলখানাকে তুলিযা ভাঁজ কবিযা কাঁধে ফেলিযা কহিল, "কাব কাছে?"

চিত্রাব মুখে হাসি আব ধবে না। বলিযা উঠিল, "তাও ছাই জানেন না?—মেযেমানুষ যাদেব কাছে নিজেকে যাচাই কবে—পুরুষমানুষ!"

"দানপত্র—"

চিত্রা যেন কথাটা বিস্মৃত হইয়াই গিযাছিল এবং এই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে পড়িযাছে—এম্‌নিই ভাব দেখাইযা কহিল, "আমাব জন্যে সে তো নয়!"

নন্দন আর গৃহবাসী হইবে না! কমণ্ডলু ও চিম্‌টা উঠাইযা লইতেই চিত্রা বিপবীত দিকে মুখ ফিরাইল। তারপব মুখখানাকে গম্ভীব কবিযা আবার সেগুলাকে কাড়িয়া লইয়া জানালা দিযা বাহিরে ফেলিযা

শাসনকণ্ঠে বলিল, "হিমালয় যাওয়া অত সহজ নয়।" বলিযাই একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। কিন্তু, সে এক মুহূর্ত। পর মুহূর্তেই যেন অতিরিক্ত আগ্রহে বলিযা উঠিল, "আপ্‌নি আমাকে পাবেন নিতে—একজনের মানুষ আর একজন?"

"পারি! তুমি যদি পার—নিজেকে দিতে!"

প্রচণ্ড কৌতুক!

এক প্রচণ্ড কৌতুকে চিত্রার মুখখানা আচ্ছন্ন হইযা উঠিল। একমুখ হাসিযা বলিয়া উঠিল, "এর মানে এই দাঁড়ালো—কেউ কিছুই পাবেনা। সুতরাং আমি—" আবার অন্যমনস্ক হইযা পড়িল, যেন কি বলিতে গিযা সূত্র হারাইযা ফেলিযাছে। ক্ষণকাল পরেই সঙ্কল্প—কঠিন কণ্ঠে বলিযা উঠিল, "আমি—নাগরিকা!"

নন্দন চম্‌কিযা উঠিল, "—নাগরিকা?"

যেন আচম্‌কায তার পিঠে তীর আসিযা বিঁধিযাছে! আর চিত্রার মুখময় ছড়াইযা পড়িল এক বিচিত্র হাসি! কহিল, "নির্দেশ তাঁরই, আমি যাঁর মানুষ।" মুখখানা একটিবার কাঁপিযাই স্থির হইযা গেল।

তেম্‌নিই স্থির হইয়া গেল নন্দনের চোখের পলক, মুখের বিস্ময, বুকের আতঙ্ক।

চিত্রা একটু ম্লান হাসি হাসিল। অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত কহিল, "অন্ধকার—আমি! হ'তেই হবে—প্রযোজন! নইলে, তাঁর রূপ খোলে না—আলো!" আর দাঁড়াইল না।

এইবার নন্দনের চমক ভাঙিল। প্রবাসী মানুষ গৃহে ফিরিবার মুখে গ্রামে ঢুকিযাই যদি শুনিতে পায যে তাহার গৃহে আগুন ধরিযাছে, সেই

মুহূর্তে যেমন সে উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সেইদিকে ছুটিয়া যায়, নন্দন তেমনিতরই উঠি-পড়ি করিয়া চিত্রার অনুসরণ করিল।

চিত্রা তখন নীচে নামিয়াছে। নন্দন সিঁড়ি হইতে দেখিতে পাইয়াই ডাক দিল—"চিত্রা!"

চিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "ডাক্‌ছেন?"

"হাঁ!"

"কেন?"

"একটা কথা ছিল—"

চিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "থাকবারই ত কথা!"

নন্দন মুখ নীচু করিল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "কঙ্কণের মুখে কালি পড়বে!"

চিত্রার মুখখানা সহসা কঠিন হইয়া উঠিল! শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "বিলিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝি?"

"আমি যদি বলি—আমিই চেয়েছিলাম?"

"মেয়েমানুষ পুরুষের পুতুল—চাইলেই দেওয়া চলে!" ঘা দিয়া কথাটা বলিয়াই চিত্রা এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। অতঃপর কণ্ঠ অধিকতর কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাজারের ফল-মূল, হাটের তরি-তরকারি! সবাইকার সমান অধিকার—রূপ!" বলিয়াই উল্কার ন্যায় চলিয়া গেল।

তেরো

পবস্পবেব প্রয়োজন মিটিযাছে।

চিত্রা চোখেব আড়াল হইতেই কঙ্কণ যেমন মুখ ফিবাইবে, দেখিল সুমুখেই দাঁড়াইয়া—কৌমুদী! তাহাব চোখে-মুখে যেন ঝড় উঠিযাছে। কহিল, "আপ্‌নি একা—তিনি?"

চিত্রা?"

"তাঁব নাম—ওই বুঝি?"

কঙ্কণ নত চোখে কহিল—"হুঁ!"

"কৈ তিনি?"

"চলে গেছে।"

কৌমুদী চোখ কপালে তুলিয়া বলিযা উঠিল, "সুমুখে বাত! আপ্‌নি ছাড়্‌লেন?"

"আমি ছাড়িনি!"

"তাই বলুন! এখনো পেলে ধবে বাখেন!"

কঙ্কণেব মুখখানা বাঙা হইযা উঠিল—ছিঃ!

কৌমুদী দাঁতে ঠোঁট চাপিযা আড়চোখে একটিবার চাহিল, তাবপব গম্ভীব হইযা কহিল, "আচ্ছা! আপ্‌নি আসুন ত আমাব সঙ্গে-সঙ্গে—" বলিয়াই পশ্চাৎ ফিবিযা অগ্রসব হইল, কঙ্কণও যন্ত্রচালিতের ন্যায় তদনুসরণ কবিল। কিযদ্দূব গিযাই কৌমুদী পিছন ফিবিল এবং হঠাৎ মুখের ভাব পরিবর্তন করিযা কৌতুকময় এক কটাক্ষ কবিযা কহিল,

"যেন হারিয়ে যাবেন না!" বলিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া পায়ে জোর দিল।

বিস্তৃত অঙ্গন, তাহারই একপ্রান্তে ভিক্ষুকের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কক্ষ। একান্তে একটি কক্ষের মুখে আসিয়াই কৌমুদী থমকিয়া দাঁড়াইয়া কঙ্কণকে কহিল, "এই আপনার ঘর বসবাস করবার।" বলিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে মেঝেয় পড়িয়া এক বোঝা ঘাস, একটা খড়ের বালিস ও একখানা কম্বল। প্রাচীর গাত্রে চিত্রিত বুদ্ধের প্রতিমূর্তি—বিভিন্ন অবস্থার।

একপক্ষ নীরব, অপর পক্ষ মুখর। কঙ্কণের দিকে চাহিয়া কৌমুদী কহিল, "একটু দাঁড়ান—একটুখানি!" বলিয়াই ঘাসের বোঝাটা বিছাইয়া খড়ের বালিসটা যথাস্থানে রাখিয়া তাহার উপর কম্বল পাতিয়া স্মিতমুখে কহিল, "এইবার শুয়ে পড়ুন ওইখানে। ঘুম পেলে—ঘুমোবেন কিন্তু।"

বিচিত্র শয্যা। একটিবার সেইদিকে তাকাইয়াই কঙ্কণ কৌমুদীর দিকে ফিরিল। কহিল, "আপনি?"

কৌমুদী বিদ্যালয়ের শিক্ষায়িত্রীর ন্যায় গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, "ছিঃ! আপ্নি বল্তে নেই—আমি যে আপনার ছোট!"

একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। মঠই হোক্ আর আশ্রমই হোক্—লোকালয়ের কল্পনায় উহা হিমালয়ের নামান্তর। উহার মুখ্য উদ্দেশ্য—আকাশের অদৃশ্য 'ঠাকুরদেব্তাকে' হাতে আনা! মঠ—আশ্রম, এ সব শুনিলেই বাহিরের লোকে মনে করিয়া লয়—উহা এক কঠোর কৃচ্ছ্র তপস্যার কারাগার। ইহার অধিবাসীদের হয় দস্যু রত্নাকরের ন্যায় বল্মীক চাপা পড়িতে হইবে, নয় কঙ্কালসার হইয়া নশ্বর দেহের পুঁজিপাটা নিঃশেষ করিতে

হইবে—হয়ত বা অভীষ্টের 'দর্শন' অন্তিমকালে মিলিবে, নয়ত বা আগামী জন্মের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। কিন্তু কঙ্কণ যে-মঠে প্রবেশ করিয়াছে তাহার জাতি স্বতন্ত্র। ইহার উদ্দেশ্য দেবতার পরিবর্তে পৃথিবীর 'মানুষকে' হাতে আনা! ভগবানকে—সাক্ষাৎ সাকার করিয়া তোলা! অর্থাৎ মানুষকে মানুষ বলিয়া চেনা, নিজেকে নিঃস্বত্ব করিয়া পরার্থে নিবেদন করা, অপরের পাপকে প্রকৃতির উপহার বলিয়া নির্বিকার মনে গ্রহণ করা। ইহারই অনুষ্ঠানে বসিত এই শ্রমণ ভবনে প্রত্যেকের জীবনে মহা-মহোৎসব—ভিক্ষু আর ভিক্ষুণীর।

আনাড়ি মানুষ কঙ্কণ। কৌমদা তাহার নির্বোধের ন্যায় প্রশ্নের উত্তরে আবার এক কৌতুক কটাক্ষ করিল, করিয়াই কহিল, "আমি? আমিও পারি থাকতে—যদি আপ্‌নি থাকতে দেন! কিন্তু আপনিও দেবেন না, আমারও থাকা হবে না!" বলিয়াই মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

কয়েক দিন কাটিয়াছে। ইতিমধ্যে যেন যাদুস্পর্শে মোহগ্রস্তের ন্যায় কঙ্কণ দলে মিশিয়া মাতিয়া উঠিয়াছে—যেন উহাই তাহার আজন্মের নির্দেশ, যেন সে জানে না ইহার পূর্বে তাহার আরও একটি জীবনযাত্রার পৃথিবী ছিল। একদিন অপরাহ্নে নিত্য-নৈমিত্তিক তালিকানুযায়ী সমবেত উপাসনা হইল। তাহার পর হইল ভিক্ষুণীদের গান—ধরিত্রীর সন্তান যাহারা, তাহাদের যাহা-কিছু কসুর, যাহা-কিছু অপবাদ, যাহা-কিছু পাশবিক আচরণ ও প্রবৃত্তি—সমস্তই যেন ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে গ্রহণ করিতে উহারা পারে, নিঃশেষে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া। দেহ-ধারণে দেহীর

আতঙ্ক তাহা হইলে ইহলোকে আব রহিবে না! সঙ্গীতে ইহাই তাহাদের কামনা।

অতঃপব সুরু হইল—পবদিনকার 'প্রচার অভিযানেব' পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন। এই ভাব প্রথমেই পড়ে—পুরাতন ও পাকা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীবই উপব। ভিন্ন-ভিন্ন লোকালযের ভাব ভিন্ন-ভিন্ন পাত্র-পাত্রীকে অর্পণ কবিয়া ত্রিবর্ণ কঙ্কণের নাম ডাকিতেই সকলেই চমকিযা উঠিল—কঙ্কণ যে কাঁচা! ত্রিবর্ণ বুঝিতে পাবিযা গম্ভীর অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "সহজাত ভিক্ষু—কঙ্কণ! 'বিহাবে'ব প্রাথমিক শিক্ষা ও সংযম অভ্যাস ওব নিস্প্রযোজন।" বলিযাই কঙ্কণেব দিকে ফিবিযা আদেশ দিলেন—"নগর!"

"নগব?"—আতঙ্কে বিব্রত মুখ কৌমুদী থব্‌থর কবিয়া কাঁপিযা ডাকিয়া উঠিল—"পিতা!"

ত্রিবর্ণ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ওর আবির্ভাব, এইখানে—এই জন্যেই ত, মা!"

"তা জানি বাবা! কিন্তু, প্রথমেই—নগব?"

"বাক্ষসপুবী-পিশাচ—দুর্ভাগা লোকালয! ভয় হচ্ছে, নয মা?"

নেহাৎ অকারণেই বুঝিবা কৌমুদীব সারা মুখটি রাঙা হইযা উঠিল এবং তাডাতাড়ি মুখ নামাইয়া লইল। সেই নির্বাক, নতমুখ বুঝিবা নিঃশব্দে ইহাই ব্যক্ত করিল—'ভয় হবারই ত কথা!' কিন্তু, কেন? রুক্ষ তপস্যা, কর্কশ সংযম, আজন্ম ব্রহ্মচর্য—এই সব কৃচ্ছ্রের কারবারে যে নিজের স্বত্ব নিঃশেষ কবিযা নিঃস্ব হইয়া বসিয়াছে, তাহার এই অকপট ব্যথা কেন? এই 'ধর্মবিহার'—ইহারই দাযিত্বে তাহার নারী-জীবনের আত্মনিবেদন। সুতরাং ইহারই স্বার্থে যে-'বলি' আজ আহুত হইয়াছে,

সহসা তাহার প্রতি এতখানি দরদ কোন্ হিসাবে এক নিস্পৃহ ভিক্ষুণীর নিকট সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইবে ?

কৌমুদীর নত মুখটির দিকে তাকাইয়া ত্রিবর্ণ ঈষৎ হাসিলেন ; হাসিয়া কহিলেন, "লজ্জা করো না, মা! এ প্রতিবাদ শুধু তোমার নয়—তোমাদেরই পক্ষে সঙ্গত! নইলে, তোমাদের নাম 'মা-বোন' হতো না!" একটু থামিয়াই আবার কহিলেন, "আমিও জানি! কিন্তু, একথা বোধ করি তুমি জান না মা যে, ভিক্ষু ও আজই হয়নি—হয়েছে এই মাটীর কোলে ভূমিষ্ঠ হ'য়েই!" বলিয়াই কঙ্কণের দিকে সরিয়া গিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "শুধু একটা কথা মনে রেখো, কঙ্কণ—শাক্যসিংহ অ-হিন্দু ছিলেন না!"

ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়াছে। কঙ্কণ সপ্রশ্ন চক্ষে ত্রিবর্ণের দিকে তাকাইতেই তিনি স্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, "হিন্দুর যা প্রকৃত ধর্ম, তার বিদ্রোহী তিনি ছিলেন না! এর যা' সহজ পরিচয়—লোক-সমাজে তাই তিনি প্রচার করেছিলেন!"

এক অপরিমিত বিস্ময়ে ও সংশয়ে কঙ্কণের চোখ দুটি বড় হইয়া উঠিল—তবে কি এই উভয় ধর্মের ভিতর কোন প্রভেদ নাই? তাহার মনের ভিতর সহসা যেন এক-লক্ষ প্রশ্ন মূর্তি ধরিয়া এ-ওর ঘাড়ে পড়িয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল—"ধর্ম—সব-ই এক ?"

ত্রিবর্ণ গম্ভীর হইয়া জবাব দিলেন, "গ্রহিতার রুচি অনুসারে স্বতন্ত্র! হিন্দুর ধর্ম যেমন মানুষকে পরিচালিত করবার ও সংযত রাখবার এক আশ্চর্য 'শাসন', ভিক্ষুর ধর্ম তেমনি মানুষকে দেবত্বে তুলে এনে তাঁর চরণে নমস্কার 'নিবেদন'! হিন্দুর বুকে বিরাজ করেন ঈশ্বর, আর ভিক্ষুর

অন্তরে ধ্যানস্থ তাঁরই সংকেত—মানুষ।" অতঃপর কৌমুদীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে কহিলেন, "এরপর একে যা-কিছু শেখাতে হবে, তার শিক্ষক হবে তুমি।" অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। মুহূর্ত পরেই সকলে নিঃশব্দে একে-একে ত্রিবর্ণকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

আজ যেন একটু সকাল করিয়াই রাত্রি নামিয়াছে, হয়ত সকাল করিয়াই প্রভাত হইবে।

নিশীথ রাত্রি, চারিদিক স্তব্ধ। কঙ্কণ স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছে—বিনিদ্র, সচঞ্চল। বাহিরে গাছপালাও যেন জাগিয়া—সেখানে কচিৎ যেম্‌নি একটি পাখী ডাকে, অম্‌নি তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া গিয়া জানালায় মুখ রাখিয়া দাঁড়ায়—ওই বুঝি রাত্রি শেষ। বাহিরে যে দৃষ্টি পড়ে, তাহা চলিয়া যায় নগরে, যেখানে বাড়ীর গায়ে বাড়ী, মানুষের গায়ে মানুষ, যাহাদের কাছে সে প্রভাতেই ছুটিয়া গিয়া কহিবে—"আমি এসেছি!' অপরিমেয় আনন্দময় এক নব-জীবন মুঠি-মুঠি ভরিয়া দ্বারে-দ্বারে বিলাইয়া তার এই আনন্দ পসরা নিঃশেষে খালি করিবে সে—কাল!

এম্‌নিই সব উৎসাহ ও কল্পনায় অজ্ঞাতে অনেকক্ষণ কাটিয়াছে, দ্বার প্রান্তে কাহার পদশব্দে সে চম্‌কিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে কঙ্কণ দেখিতে পাইল, কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া এক বিচিত্র নারীমূর্তি! তাহার পরিধানে গেরুয়া, সর্বাঙ্গে সজ্জিত পুষ্পের অলঙ্কার, গলদেশে ফুলহার। মুখের দিকে চোখ পড়িতেই কঙ্কণ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে উঠিয়া গিয়া বলিল, "কৌমুদী, তুমি—"

"যদি বলি—চিত্রা !"—কৌমুদী একমুখ হাসিযা ভিতবে প্রবেশ কবিল।

কঙ্কণ সলজ্জ মুখখানি নীচু কবিল।

কিন্তু এই চপলা মেযেটি কঙ্কণকে বেহাই দিল না। তাহাব অবনত মুখখানি আদরে তুলিযা ধবিল, ধবিযা স্বীয গলদেশ হইতে মালাগাছটি খুলিযা লইযা কঙ্কণেব গলায পবাইয়া দিল, তাবপব মুখেব দিকে চাহিযা খিল্-খিল্ কবিযা হাসিযা বলিযা উঠিল, "মালা-বদল !"

কঙ্কণেব সমস্ত মুখটি নিমেষে সাদা হইযা গেল। বিহ্বল-আতঙ্কে মেযেটিব দিকে তাকাইতেই সে তেম্‌নি কবিয়াই সহাস্যে বলিযা উঠিল, "আমাব সঙ্গে নয়—চিত্রাব সঙ্গে।" একটু থামিযাই আবাব সুরু কবিল, "চব পাঠিযে—তোমাদেব ঘবেব খবব স-ব জেনে নিযেছি। জানি, চিত্রা তোমাব কে !"

কঙ্কণ কিযৎক্ষণ চুপ কবিযা থাকিযা কহিল, "এ-সবেবও কি প্রয়োজন ছিল ?"

এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কবিযা কৌমুদী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "ছিল বৈ কি। নইলে, মালা—আমাব গলাব ফুলহাব, এ অত সস্তা নয।" বলিযাই বাহিরেব দিকে দৃষ্টি ফিবাইয়া কহিল, "আঃ, বেশ্ নিঝুম বাত ! চমৎকাব চাঁদ উঠেছে—বাইবে চলো না ?" বলিযাই কঙ্কণেব হাতে একটা টান দিযা বাহিবে আসিযা এক শিলাখণ্ডে বসিল, উভযে পাশাপাশি—মাথাব উপব চন্দ্রাতপ, আশেপাশে কুসুমস্তবভিত ফুলেব গাছ।

উভযেই চুপচাপ। এ ওব পানে চায—মুখ নামায, ও এব পানে চায—মুখ নামায। কৌমুদী হাসে, কঙ্কণ বিহ্বল হইযা চাহিযা থাকে। ক্ষণ-পরে কৌমুদী কহিল, "কেন শুন্‌বে ? অসম্পূর্ণ মানুষ, জগতের অসম্পূর্ণ

'স্তব'! সৃজন শিল্পীর—লজ্জা! তারা পৃথিবীর কোন কাজেই আসে না! তুমি মানুষ—'তোমাকে' তুমি ভুলতে পার না! যে পারে, সে 'মার'—শয়তান!" সহসা তার চোখ দুটি আলোকিত হইয়া উঠিল এবং সেই-চোখের এক পরিপূর্ণ দৃষ্টি কঙ্কণের উপর নিক্ষেপ করিয়া পুনশ্চ কহিল, "এখানে এসেছ বটে, কিন্তু অখণ্ড আসতে পারোনি; এসেছ—তোমার খানিক নিয়ে! খানিক রেখে এসেছ—চিত্রার কাছে! তাই প্রয়োজন—তোমাকে পূর্ণ ক'রে নেবার।"

প্রভাতেই যে-পাখী মুখর হইবে, তাহাকে আর নিশীথে নীরব হইয়া থাকা মানায় না। তাই বুঝিবা কঙ্কণ বলিয়া ফেলিল, "পূর্ণ ক'রে নিতে চাও—তোমার খানিক দিয়ে?"

"ইস্! এত লোভ?" কৌমুদী মুচ্‌কিয়া হাসিয়া এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "ও মালা চিত্রার! কিন্তু তার হাত দিয়ে ত' আর তুমি ও পেতে পার না—ভিক্ষু হয়েছ যে!"

"আমি ত চাই নি!"

"ইহলোক চায়—পরলোক তাকিয়ে থাকে!"

"কেন?"

"আকাঙ্ক্ষা! আকাঙ্ক্ষাকে একদিকে জাগিয়ে রেখে, আর-এক দিকে 'মহাপুরুষ' হওয়া চলে না। সমাজের মানুষকে বুক দিতে চলেছ, আর চিত্রার বুকের বস্তু গ্রহণ করবে না, তুমি?"

"আমি যে ভিক্ষু!"

"দান—ভিক্ষুই গ্রহণ করে।"

"সেই দান—এই?"—বলিয়া কঙ্কণ মালাগাছটা খুলিয়া কৌমুদীর চোখের উপর ধরিল।

কৌমুদীর মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ! তোমার বিক্ত ঝুলির ওই প্রথম সঞ্চয়!" থামিল। একটু পরেই আবার বলিয়া উঠিল, "প্রেম! অপ্রমেয় প্রেমে পৃথিবীর মানুষকে তুমি মাতিয়ে দেবে, তাই ওই মালা তোমার নব-যাত্রাপথের প্রথম পাথেয়। বরদাত্রী নারীর নিকট নেওয়া প্রথম ঋণ!" বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "চিন্না, তার অভিমান-চন্দনের প্রলেপ অঙ্গে দিলে, অস্ত্রের নির্মম আঘাত টের পাবে না!" বলিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল।

অস্ত্রাঘাত এখনো পিঠে পড়ে নাই, সুতরাং তাহার পরিচয় কঙ্কণের জানা ছিল না। কিন্তু, তাপসী উমার ন্যায় জ্যোতির্ময়ী এই মেয়েটির কৃশ-কৃচ্ছ্র ভিক্ষুণী-দেহের অন্তরাল হইতে যে-মানুষটি এইমাত্র আত্মপরিচয় দিয়া গেল, আপাততঃ তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে সে অভিভূত হইয়া পড়িল। বারংবার এই প্রশ্নই তাহার মনে উঠিতে লাগিল, 'মানুষকে নির্বাণের পথে অগ্রসর হইতে সঙ্কেত করে কোন্ প্রলোভন—তার সংসার-বিরাগী মন, না, কৌতুকময়ী নারীর অজানা ইঙ্গিত? সৃষ্টির সুরু হইতে আজ পর্যন্ত ইহাই ত প্রমাণ হইয়া আসিয়াছে—মোক্ষের পথে পুরুষের গতিরোধ করে নারী, নারীর অনুগ্রহ যার জীবনকে স্নেহে প্রেমে সেবায় সাহচর্যে যত বেশী কৃতার্থ করে, শৃঙ্খলের বন্ধন তাহাকে বেড়িয়া তত বেশী দৃঢ় হয়! কিন্তু এই যে পরমাশ্চর্য মেয়েটি—এর মুখ দিয়া যে দুর্লঙ্ঘ্য নির্দেশ এই মাত্র বাহির হইল, ইহাই বা সে কোন্ যুক্তি দিয়া কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে? নিজেকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিতে গিয়া যদিই বা অবিজ্ঞাত কোনো-এক কাল্পনিক পরমার্থকে স্পর্শ করিতে হয়, তাহা হইলে যাহার দৈহিক স্পর্শে ইহারই প্রেরণা সেই প্রত্যক্ষ মূর্তিমতীকেই বা সে অস্বীকার করিবে কেন?' * * *

এই সব যুক্তিতর্কের চিন্তাতরঙ্গে বিপর্যস্ত হইয়া কঙ্কণ শিলাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া পুনরায় কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল—সম্মুখেই শাক্যসিংহের নিষ্কাম মূর্তি, ইন্দ্রিয় জয়ের পুরুষোত্তম প্রচারক! কঙ্কণ চমকিয়া উঠিল, তারপর কি মনে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, অতঃপর দ্রুতপদে অঙ্গন পার হইয়া অপর প্রান্তে ভিক্ষুণী-বাসের একটি ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—

ভিতরে কৌমুদী, তার মুখে স্তব-গান! নারীর পরিচয়—আকাশের দেবতাকে আত্মনিবেদন করা নয়, মাটির জন্মভূমিকে জীবন উৎসর্গ করা নয়, নির্বাণ লোভে নিজেকে ধর্মের আলিঙ্গনে সমর্পণ করা—তাও নয়। এই সমস্ত পরিচয়ে যার পরিচয়, আসলে সে নারী নয়—নারীর ছদ্মবেশে এক বিকৃত জীব। নারীর রাজধানী—পুরুষের অন্তর্লোকে, সেইখানেই বিরাজিত তার রত্ন-সিংহাসন—যার উপর নিজে বসিয়া সে আপন রাজমুকুট খুলিয়া রাখে পুরুষের পদতলে, তাহাকে অর্পণ করিতে—'নির্বাণ।'

গান থামিতেই কঙ্কণ ডাকিল, "কৌমুদী—"

কৌমুদী জানালায় মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিয়া কঙ্কণকে দেখিয়াই মাথায় কাপড় দিল। তারপর শশব্যস্তে সরিয়া আসিয়া সবিস্ময়ে কঙ্কণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আর এক প্রহেলিকা! ভিক্ষুণীরা মাথায় কাপড় দেয় না—কৌমুদীকেও তো কঙ্কণ ইতিপূর্বে দেখে নাই। তাহারা থাকে আজীবন অনবগুণ্ঠিতা! তাই কৌমুদীর সহসা এই সকুণ্ঠ ব্যবহারে সেও মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। উভয়ে বাক্যহারা, উভয়ের কাছে উভয়েই—'বিস্ময়'।

মিনিট কয়েক পরেই কৌমুদী বালিকার ন্যায় হাসিয়া উঠিল—একমুখ স্মিতহাসি! কহিল, "অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রয়েছ যে?"

কঙ্কণ মুখ নীচু কবিল। একটু পরেই মুখ তুলিয়া বলিল, "একটা কথা বল্‌বে ?"

"যদি 'না' বলি নিশ্চয় রাগ কব্‌বে, সুতরাং বল্‌তেই হবে—"

"আচ্ছা, প্রভু গৌতম—আমাদেব বুদ্ধদেব, ইনিও ত ত্যাগ করে এসেছিলেন—"

"নাবীকে ?"

কঙ্কণ আকাবে-ইঙ্গিতে জানাইল—'হুঁ!'

কৌমুদী এক মিনিট কাল কঙ্কণের দিকে তাকাইযা থাকিয়া স্থিবকণ্ঠে কহিল, "মনেও কবো না তা'! বুদ্ধদেব ত্যাগ কবেছিলেন নাবীব বাইবের এই মন্দিবটা—ভেতবের প্রতিমূর্তি নয়! নইলে, ইহলোকেব পূজো তাঁকে আব পেতে হতো না!" মাথার কাপড়টা একটু সবিযা গিযাছিল, টানিযা কহিল, "ছেলেকে নিজেব বুকের দুধ দেয় মা—তাব মানে এ হয় না যে, মাকেও বাঁচিযে বাখে ছেলে! নাবী,ইনি গভে ধাবণ না কবলে গৌতমেব জন্ম—তা' কি সম্ভব হতো? কঙ্কণ, এই কথাটাব জবাব আমাকে দিতে পাব ?"

কঙ্কণ চম্‌কিয়া উঠিল।

কৌমুদীব মুখে তখন হাসি আর হাসি। কহিল, "না পাবো, আমিই বলি—এই যাকে তোমরা নাবী, মাযাবিনী, নবকের দ্বার—বলো, সে সরে দাঁড়ালে তোমাদেব এই পুরুষ জাত্‌টার কোনো অস্তিত্ব থাক্‌তো না। গোপাকে ছেড়ে এলে শাক্যঠাকুর কল্পতরুর মত নিজেকে অমন করে বিলি কর্‌তে পাবতেন না!"

এমন সময চারিদিকে পাখী ডাকিযা উঠিল। কৌমুদী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর না! ঘরে যাও—"

"আব একটা কথা—"

"বলে ফেলো—"

"মাথায কাপড় তোমাব—এ দেখিনি ত ? কোনও দিন, এব আগে ?"

"নিশুথি রাত—এত কাছে তুমি ! একটু লজ্জা—তাও কি ছাই রাখ্‌তে দেবে না ?"—বলিযাই কৌমুদী মাথাব কাপড নামাইয়া মুখ ভাবি কবিয়া পুনশ্চ জানালায় গিযা মুখ রাখিল।

কঙ্কণ স্তম্ভিত হইযা ক্ষণকাল স্থাণুর ন্যায সেখানে দাঁড়াইযা রহিল, তাব-পর মুখ ফিরাইযা তবল অন্ধকাবে মিলাইযা গেল।

চৌদ্দ

সন্ধ্যা হইযাছে। নগবেব সুবৃহৎ এক অট্টালিকায অতিবিক্ত সজ্জিত এক কক্ষে চিত্রা বসিযা আছে—তাহাব অঙ্গ ভবিযা অলঙ্কাব, পবিধানে সুচিক্কণ বিচিত্র-বঙেব বস্ত্র। এখন সে নগবেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগবিকা।

কতক্ষণ বসিযা তাহা তাব হুঁস নাই, এক সমযে চিত্রাব মুখে হাসিব ঈষৎ আভা দেখা দিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই মুখ দিযা অস্ফুট নির্গত হইল—'অসমাপ্ত মানুষ, অসমাপ্ত হাহাকাব।'

এম্‌নি সমযে খাস ভৃত্য চঞ্চন্ প্রবেশ কবিযা চিত্রাব হাতে এক টুক্‌বা কাগজ দিল—কাহাব নাম লেখা।

পডিযাই চিত্রাব মুখখানা ঈষৎ কাঁপিযা উঠিল। মুহূর্তেই সে-ভাবটা গোপন কবিযা কহিল, "নিযে আয়———"

প্রবেশ কবিল নন্দন।

চিত্রা ব্রত গ্রহণ কবিযাছে, লোকজনকে গৃহে তুলিবাব—আবাহন ও ববণ কবিয়া। হাসিযাই কহিল, "হঠাৎ?"

"দবকাব আছে।"

"খু—উ—ব?"

"নইলে, আস্‌বো কেন?"

"হুঁ!" বলিযা চিত্রা এক চাপা নিঃশ্বাস ফেলিল। তাবপব চকিত হইযা পার্শ্বেব একটি কাষ্ঠাধাব হইতে একখণ্ড কাগজ তুলিযা লইযা নন্দনকে দেখাইল—তাহাতে লেখা চিত্রাব আসন্ন সাক্ষাৎপ্রার্থীদেব নাম ও সময়।

নন্দন মূঢ়ের ন্যায় কাগজখানার উপর চোখ বুলাইয়া প্রশ্ন করিল, "এর মানে ?"

"এই—এত বিশিষ্ট ভদ্রলোক, শ্রেষ্ঠ নাগরিক, শ্রেষ্ঠী, রাজপুরুষ, সমাজপতি—একের পর একজনকে সময় দেওয়া আছে।"

"আমি তা' জান্‌তে আসিনি।"

"বাজে লোক যারা তাদের সঙ্গে কথা কইবার অবসর আমার খুবই কম।"

নন্দন চমকিয়া উঠিল। মুখ খুলিল হঠাৎ আর কোনো কথা কহিতে পারিল না। বুঝি-বা তন্মুহূর্তে এই কথাটাই তাহার সারা অন্তর ছাইয়া ছিল—'এই সে! ধরিত্রীর ধারাবাহিক ইতিহাসে যাহাদেরই নাম গৃহলক্ষ্মী।' * * * নন্দন চিত্রার দিকে তাকাইল, দেখিল—তাহার সুন্দর মুখে সেই অতুলনীয় রূপ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই শাশ্বত শ্রী, যাহা কঙ্কণকে অহর্নিশ তন্ময় করিয়া রাখিত। বাহিরের সৌন্দর্য অক্ষুন্নই রহিয়াছে—সবই সে! তথাপি সে—এই? সহসা অবজ্ঞা ও ঘৃণায় তাহার অন্তস্তল ভরিয়া উঠিল—ছি, ছি!

নন্দনকে নীরব থাকিতে দেখিয়া চিত্রা পুনশ্চ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বল্‌বার কিছু থাকে ত' বলুন—সময় কম!"

"কঙ্কণ নগরে এসেছে—"

কাহার নাম করিয়া কি কাহিনী নন্দন নিবেদন করিল, তাহা চিত্রা যেন বুঝিতেই পারে নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া কহিল, "কার কথা বল্‌ছেন ?'

"'কঙ্কণ' ব'লে কাউকে তুমি চেন ?"

অনাসক্ত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ চিত্রা জবাব দিল, "কত লোক আসে যায়!"

নন্দন মাটির দিকে মুখ নামাইল, তাহার মনে হইল পদতল হইতে যেন

বসুমতী সরিয়া যাইতেছে ! কিন্তু হটিয়া পিছাইয়া যাইতে সে আসে নাই, পরক্ষণেই নিজেকে দৃঢ় করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "আমার কথার সঠিক জবাব দাও—কোনও দিন নিজের সবটা সাজিয়ে দেবপূজার নৈবেদ্যর মতো কাউকে ধ'রে দিয়েছিলে ?"

চিত্রা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল, যেন এক ভদ্র-নারী সদর রাস্তায় হঠাৎ এক দুশ্চরিত্রের মুখ দেখিয়াছে !

নন্দন তেম্‌নি করিয়াই আবার সুরু করিল, "কবে জান ? যেদিন সে ছিল গৌতম, আর তুমি ছিলে অহল্যা ! দিয়েছিলে—ওই রূপ ?"

চিত্রা মুখ ফিরাইল। শ্লেষকণ্ঠে জবাব দিল, "রূপ ? একজনকে দিলে এর দাম ওঠে না, যে চায়—রূপের পূজারী, তারই এতে অধিকার !"

পরিষ্কার সরল কথা ! এর প্রতিবাদ চলে না। সুতরাং, নন্দন চুপ করিয়াই রহিল। ক্ষণকাল পরে কি মনে করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে চেনো, এই তোমার সামনে যে দাঁড়িয়ে—এই আমাকে ?"

ঘরময় শত বাতির আলো, সেই আলোকে চিত্রার মুখখানা চক্‌চক করিয়া উঠিল। হঠাৎ অট্ট হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই !"—বলিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল এবং চোখের পলক পড়িতে-না—পড়িতেই একটি সুবর্ণ পাত্র ভরিয়া সুরা আনিয়া নন্দনের সম্মুখে ধরিল।

"ও কি !"—নন্দন খানিকটা পিছাইয়া গেল।

চিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না—সেই হাসি ! কহিল, "তুমি দয়া করে চিনে এসেছ, আর আমি চিনবো না ?"

"ও আবার কি ?"

"পরিচয় ! সুরাপাত্রে তোমার মূর্তি পড়েছে, দেখছ না ? আমি নাগরিকা, এ আমার নবজন্ম, এ পথে প্রথম লম্পট—এসেছিলে তুমি !"

নন্দনের মুখখানা ঝুলিয়া পড়িল। অন্ততঃ এ মেয়েটির কাছে এই অভিযোগের বুঝি-বা প্রতিবাদ নাই। কিন্তু, কি করিয়া সে আজ বুঝাইয়া দিবে—'আমি তা' নই!' একটু পরে মুখ তুলিয়া কহিল, "চিত্রা, 'তুমি এখন আমার'—এ কথা একদিন বলেছিলাম, তোমার মালিকের কাছ থেকে তোমাকে আমিই চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু কেন—তা বলবার অবসর দাও নি, আজ দেবে?"

চিত্রা আসক্তিহীন চক্ষে নন্দনের পানে একটিবার তাকাইল, তাকাইয়াই অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দন কিন্তু হাল ছাড়িল না। কহিল, "তুমি আর কঙ্কণ! আমি জানতাম—তুমি তার কে! এও জানতাম, ছাড়াছাড়ি তোমাদের হবার নয়। কিন্তু, তাই যখন হ'য়ে দাঁড়ালো তখন ভেবেছিলাম কি, শুনবে?"

চিত্রা মুখ ফিরাইয়া বিদ্রূপের কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আত্মহত্যা করবো—এই ত?"

"তাই করে থাকে। কিন্তু, কে জান? পুরুষের মন নিয়ে যে মেয়ে জন্ম নেয়—সে!" বলিয়া নন্দন একটু থামিল। পরক্ষণেই আবার সুরু করিল, "বোধ হয় এর চেয়ে তা' ভাল ছিল। কিন্তু, আমার কি মনে হলো, জান? মনে হলো, তাই যদি হয়, সেই অসাধারণ মৃত্যু কঙ্কণকেও বাঁচিয়ে রাখবে না, হোক্ না সে যতই সাক্ষাৎ বুদ্ধদেব!" এক কটাক্ষ করিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "তাই, সাবিত্রী-সমাজের এক গোপন-অস্ত্র চুরি ক'রে তোমাকে জয় করতে গিয়েছিলাম—'স্বামীর আদেশ—ইহলোকে তোমার 'তুমিটি' এখন থেকে আমার!"

চিত্রার মুখের উপর ঘন-ঘন রঙ্ পরিবর্তন হইয়া গেল—রোষের,

বিদ্রূপের—ঘৃণা ও অবিশ্বাসের ! ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "আর একজন—তার !"

"হ্যাঁ। যার রক্ত মাংসের দেহ অন্ততঃ তোমার কাছে একেবারেই নিষ্প্রাণ !"

চিত্রার চোখে আকস্মিক বিস্ময়ের এক ছোঁয়াচ পড়িল। পড়িতেই নন্দন কহিল, "শুনবে, কেন ?—এক জনের আত্মহত্যা বাঁচাতে আর এক জনের আত্মহত্যার প্রয়োজন হয় ! চিত্রা, যার সুনাম থাকে, মৃত্যু তাকে নিতে পারে না। কিন্তু, আমি লম্পট !"

চিত্রার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনি চলে যান ! বাজে কথা শোনবার অবসর নেই। আমার সময়ের দাম—অনেক !"

এক নির্ম্মল হাসি হাসিয়া নন্দন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "মিথ্যে কথা ! সীতাদেবী রামের অনুচরকে তাড়াতে পারেন নি, তুমিও পারবে না।" অতঃপর মুখের ভাব গম্ভীর করিয়া আবার সুরু করিল, "কিন্তু, আমি তখন ভুল করেছিলাম ! আমার মনেই ছিল না—আমি পুরুষমানুষ, আর তুমি স্ত্রীলোক ! এই দুই পক্ষের সব কাজের হিসেব-নিকেশ এক অঙ্কে চলে না ! সেদিন বুঝিনি চিত্রা—যে-নিয়মে আমরা চলি, সে-নিয়মে তোমরা চল না। তখন টের পাইনি—বিধাতাপুরুষ তোমাদের জন্যে কোন নির্দিষ্ট আইন, এমন কি বুকের সঠিক অনুভূতি পর্যন্ত আমাদের মত করে তৈরী করতে পারেন নি। এ কথাটা বুঝেছি আজ ! মেয়েমানুষ—অমৃত দিয়ে তোমরা পুরুষকে বাঁচাতে পার, আবার বিষ দিয়ে মারতেও তোমাদের বাধে না !"

এমন সময়ে চঞ্চল্ আসিয়া চিত্রার হাতে একখণ্ড কাগজ দিল। চিত্রা ত্রস্ত হইয়া উঠিল—প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ! নন্দনকে কহিল,

"আচ্ছা, নমস্কার! আপনি এখন যেতে পারেন।" তারপর চঞ্চনের দিকে ফিরিয়া নবাগত প্রার্থীকে ভিতরে আনিবার আদেশ দিল।

চঞ্চন চলিয়া গেল। কিন্তু নন্দন উঠিল না। চিত্রা ব্যস্ত হইয়া পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "যান আপ্‌নি—"

নন্দনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "আত্মসম্মান সঙ্গে নিয়েও আসিনি, ও নিয়ে ফিরেও যাবো না—"

এমন সময়ে অদূর রাজপথ হইতে এক কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—"

সঙ্গে-সঙ্গে নন্দনের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অস্ফুট আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, "ওই শোনো! ও গলা চেন কি? ওই কঙ্কন—"

চিত্রা একটিবার ভিন্ন দিকে মুখ ফিরাইয়াই দ্বারদেশে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে নন্দনকে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি এখন বেরিয়ে যান!"

কিন্তু নন্দন এতটুকুও বিচলিত হইল না। কহিল, "এক কথায় তা' কি পারি?" অতঃপর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল, "চিত্রা! সে আজ আর দশজনের একজন নয়—ভিক্ষু!—নিঃসম্বল এক ভিক্ষু! তার মাথায় হাজার লাঠি পড়্‌বে!"

চিত্রা আবার অপর দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দন তথাপি দমিল না। ঘুরিয়া গিয়া চিত্রার চোখের উপর চোখ ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "এক কাজ কর্‌তে পার?—মা-দুর্গার মত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও না!"

চিত্রার মুখে এক নির্মম হাসির আলো দেখা দিল। শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "আমি?"

"হ্যাঁ, গো হ্যাঁ! এই মুহূর্তের এই তুমি! নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকা —অপরূপ রূপবতী শ্রীমতী চিত্রা! যার হাতে—এ অঞ্চলের ধর্ম, সমাজ, সমাজপতি!"

চিত্রার মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, যেন তার বুকের ভিতরটা মুচড়িয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইয়া নন্দনকে ঘা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আর ভিক্ষুর হাতে—'পরমার্থ'!" বলিয়াই উঠিয়া গিয়া কক্ষের এক কোণে এটি-উটি সরাইয়া-নামাইয়া, নামাইয়া-সরাইয়া মানানসই করিতে লাগিল, যেনবা এই বিশেষ কাজটা হঠাৎ তার মনে পড়িয়াছে!

নন্দনও বিভ্রান্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্থিরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সময় নেই, চিত্রা!"

চিত্রা ফিরিয়া দাঁড়াইল, যাহার দিকে চোখ ফিরাইল সে যেন এক অচেনা লোক! কহিল, "আমাকে ডাক্‌ছেন?"

এক আকস্মিক ক্রোধে নন্দনের চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল। বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না! তোমাকে যারা ডাকে তারা মাতাল!" বলিয়াই দৃঢ়পদক্ষেপে ঘর কাঁপাইয়া যেমন বাহির হইয়া যাইবে, থম্‌কিয়া দাঁড়াইল— সমাজপতি!

কেহ যে ভিতরে আছে 'সমাজপতি' তাহা টের পান নাই; ভৃত্য চঞ্চলের মুখে ভিতরে প্রবেশের অবাধ আমন্ত্রণ পাইয়াছেন যে! নন্দনকে দেখিয়াই তাঁহার মুখখানা কালি হইয়া গেল।

আর নন্দন? বাঘের মুখে শিকার পড়িবার মত তার চোখ দুটা অস্বাভাবিক বড় হইয়া ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল! ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া অট্ট হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "স্বাগতং! শিবের ঘরে শিব!"

সমাজপতির পা দুটা তখন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি সময়োচিত সামর্থে কোনও রূপে নিজেকে খাড়া রাখিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই নন্দন বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই কি হয়!"

সমাজপতি থর্‌থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। সভয়ে নন্দনের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি গীতার ব্যাখ্যা শুন্‌তে এসেছিলাম!"

"ব্যাখ্যা করতে আমিও প্রস্তুত!" বলিয়াই নন্দন অপর হাতে চিত্রার পরিত্যক্ত সেই সুরাপাত্রটা উঠাইয়া লইয়া চিত্রার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিল, "এইবার এই জিনিষ কাজে লাগ্‌বে!" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া পাত্রটা সমাজপতির মুখের গোড়ায় ধরিল।

ব্যাপারটা যে কতদূর গুরুতর তাহা সমাজপতি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। ভয়ার্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ছেড়ে দাও! আমি তোমার—"

"হুঁ! সমাজপতি—পারের মাঝি!" বলিয়া নন্দন কি-যেন বিশেষ চিন্তা করিতে-করিতে সুরা পাত্রটা নামাইয়া রাখিল—তারপর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা' পারি। কিন্তু—"

সমাজপতি প্রবল আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "বলো বাবা, বলো—"

"একটা বিধেন!" বলিয়াই নন্দন ইতস্ততঃ চাহিয়া কক্ষের এক কোণ হইতে একখণ্ড কাগজ ও কালি-কলম আনিয়া সমাজপতির সম্মুখে রাখিল, রাখিয়া কহিল, "লিখুন, স্বীকার করছি—বড় ভিক্ষুরই ধর্ম!"

সমাজপতির মুখখানা আবার ছাই হইয়া গেল। নিষ্ফল আক্রোশে তিনি মুহূর্তকাল ফুলিয়া উঠিয়াই এতটুকু হইয়া গেলেন। অতঃপর অসহায়ের

ন্যায় নন্দনের দিকে তাকাইতেই নন্দন গম্ভীরভাবে কহিল, "লিখে যান—'কারণ, ভিক্ষুর ধর্মে উন্নত হয়েছে কঙ্কণ, আর ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পতিত আমার ন্যায় নারকী !"

তর্ক করা বৃথা। সমাজপতি নির্দেশমত লিখিয়া দিয়া টলিতে-টলিতে বাহির হইয়া গেলেন ; যেন এক নব-ঘাতক খুন করিয়া রক্ত দেখিয়া নিস্তেজ হইয়া গোপন-রাস্তায় নামিয়া গিয়াছে!

নন্দনও আর অপেক্ষা করিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল—তখন এক অপ্রত্যাশিত জয়ের আলোকে তাহার সারা মুখ আলোকিত। আকস্মিক এক-ঝোঁকের মাথায় চিত্রার দিকে সরিয়া আসিয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "স্বামী, তার গর্ব—এতে যদি স্ত্রীর গর্ব হয়, তাহ'লে সে অহঙ্কার—তোমারই !" বলিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

পনের

নির্দেশমত কঙ্কণ পরদিন প্রভাতেই নগরে প্রবেশ করিয়াছিল। যাত্রাকালীন ত্রিবর্ণ করিলেন আশীর্বাদ, মঠবাসী দিল বিদায়। একে-একে সকলেরই কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া যখন সে কৌমুদীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কৌমুদী মুখ ফিরাইয়া ত্রিবর্ণকে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আমিও যাবো, বাবা?"

সকলেরই বিস্মিতচক্ষু কৌমুদীর উপর পড়িল। কিন্তু ত্রিবর্ণের চোখে এক অপরিমেয় স্নেহ আর পরিপূর্ণ কৌতুক! স্মিতমুখে কহিলেন, "কঙ্কণের গৌরব—এ ভাগাভাগী হবার নয়, মা।"

কৌমুদীর মুখটি একটিবার অবনত হইল। পরক্ষণেই আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু সবারের সঙ্গে সবাই ত যায়! আমিও গেছি অনেকের সঙ্গে—"

"সবারের সঙ্গে তুলনা করে কঙ্কণকে এখানে আমি আনি নি, মা! বলেছি ত সেদিন, ভূমিষ্ঠ হয়েই ও দাঁড়াতে শিখেছে!"

"আহত হ'লে—"

"শুশ্রূষা? সেবা?—ও সবের প্রয়োজন ভিক্ষুর খুবই কম, একথা তুমিও জান!" কথাগুলি ত্রিবর্ণ স্নেহকণ্ঠে বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। একটু পরেই আবার কহিলেন, "তবুও কেন ও-কথা বল্‌ছ, তা' আমিও জানি! ধরিত্রী—এর একই বুকে শ্মশানও জ্বলে, আবার সন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়!"

কৌমুদীর মুখটি ঝুলিয়া পড়িল—লজ্জায় !

কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ত্রিবর্ণের। পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "প্রয়োজন যখন সত্যিই হবে, তখন কেউ তোমাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে না। কিন্তু সে-বার্ত্তা এখনো তোমার কাছে পৌঁছয় নি!" বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

বিদায় মিলিয়াছে। কঙ্কণও আর অপেক্ষা করিল না।

*　　　*　　　*　　　*

আকস্মিক হইলেও নিমেষেই কঙ্কণের অভিযান-বার্তা নগরময় ছড়াইয়া পড়িল। রাজপথে পদার্পণ করিতেই উন্মত্ত নাগরিক দলে-দলে আসিয়া কঙ্কণের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—প্রত্যেকের হাতে লাঠি! সহস্র রক্তচক্ষু—তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া কঙ্কণ, এক স্থির চন্দ্রালোক!

কঙ্কণ হাসিয়া কহিল, "আমাকে মারবে? কিন্তু, আমি যদি মার না খাই!"

জনতার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সচল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকের মুখে-চোখে যেন এক অপ্রতিহত মোহের স্পর্শ। কঙ্কণের পরিচিত মুখ, সৌম্য মূর্তি, সুগৌর অবয়ব, সবচেয়ে তার নির্ভীক অথচ নির্বিষ কথাবার্তা সকলকেই যেন বিহ্বল করিয়া তুলিল—ওই সেই সর্বত্যাগী! কাহারো মুখে শব্দ নাই, যেন ওই পরমাশ্চর্য 'বিদ্রোহীর' মুখের এক দুর্লঙ্ঘ্য 'শাসন' সকলকেই বলিয়াছে—'চুপ্‌!'

একমুখ হাসি। কঙ্কণ পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "কে-ন? আমি যে তোমাদের ভালবাসি!"

দলের যে অগ্রণী তাহার ঠোঁট দু'টা একবার নড়িয়াই থামিয়া গেল, যেন কিছু বলিতে চায়, পারিতেছে না!

কঙ্কণের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। তৎক্ষণাৎ আবার কহিল, "এক রক্তে জন্ম আমাদের!"

লোকটির মুখ দিয়া এইবার কথা বাহির হইল। কণ্ঠে ঈষৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, "না। বিধর্মী—তুমি শত্রু!"

"তা হ'লে আমারও হাতে লাঠি থাক্‌তো—"

"তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করেছ!"

এই প্রশ্নের জবাব দিতেই বুঝি-বা কঙ্কণের ধরাতলে আবির্ভাব। মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "সে কি, আমি করেছি ভাই—না, তোমরা?"

মুহূর্তেই সমগ্র জনতা ঝড় তুলিল—"আমরা?"

"হাঁ! মানুষের ধর্ম মানুষের গলা জড়িয়ে ধরা! কিন্তু তোমরা আমাকে মারতে এসেছ—এ-নির্দেশ ত ধর্মে নেই।" বলিয়াই কঙ্কণ এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "মানুষ! ইহলোকের ওপর তার যা' প্রথম কর্তব্য, তাই তার ধর্ম। ভূমিষ্ঠ হ'য়েই সে মায়ের কোলে ওঠে, তারপরই মায়ের গলা ধরে, দু'হাতে জড়িয়ে! 'মা' মানেই—মাটি, এই ইহলোক—পৃথিবীর সবাই।"

অপর পক্ষের লোকটিও প্রস্তুত হইয়াছিল। অবিলম্বেই সে প্রতি-জবাব দিল, "ঋষির শাস্ত্র তা' বলে না!"

কঙ্কণ সহাস্যে জবাব দিল, "হ্যাঁ ভাই, ঋষির শাস্ত্রও তাই বলে! তোমরা তা' জানো, কিন্তু মানো না। ধর্ম মনে ক'রে যা' নিয়ে তোমরা এখন রয়েছ, আসলে ওটা ধর্মই নয়—ধর্মের বিকার মাত্র!"

সকলেই চমকিয়া উঠিল। কঙ্কণের কথা তখনও শেষ হয় নাই, কহিল,

"কলঙ্ক! ধর্মের নামে কলঙ্ক—একেই দূর করতে 'ভিক্ষু'র আবির্ভাব! আসলে 'ভিক্ষু'ও হিন্দু!"

কঙ্কণের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের একে-একে সকলেই দেখিতে পাইল, যেন তাহার চোখ দিয়া এক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। একটু পরেই সে আবার সুরু করিল, "এই পৃথিবী—বিধাতার হাতে-গড়া এ উপবন! গাছপালা ভেঙে পথ করে চল্‌বার আমাদের অধিকার নেই! ধীর সন্তর্পণে পল্লব সরিয়ে প্রত্যেক পাতাটির ওপর মমতা রেখে আমাদের চল্‌তে হবে। হিন্দুধর্ম—এই পথ-চলারই সঙ্কেত! এই সঙ্কেত তোমাদের হাতে পণ্ড হয়েছে!"

এক অশ্রুতপূর্ব কাহিনী। প্রতিপক্ষের মুখের ভাব দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যেন তাহারা প্রবল বিস্ময়ে ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পূর্ব-পুরুষ, স্বর্গীয় আত্মীয়স্বজন যে-ধর্মে ধার্মিক হইয়া দেবনিবাসে সিংহাসন পাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের অচল বিশ্বাস, উহাই কি আজ এই লোকটার মুখের খোঁচায় টলিয়া যাইবে? মুহূর্তেই সমাজপতির রক্ত চক্ষু তাহাদের চোখে দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইল এবং ত্রস্ত হইয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, "তা হলে কি বল্‌তে চাও—আমাদের পূর্ব-পুরুষ সবাই গেছেন নরকে?"

কঙ্কণ মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "আগেকার কথা আমি তুলিনি, বন্ধু। আমি তুল্‌ছি, আজকের কথা! চেয়ে দেখো—আমরা এসেছি কি নিয়ে, আর তোমরা এসেছ কি দিতে! একদল—আনন্দময় নবজীবন, আর একদল—নিষ্ঠুর মৃত্যু!"

অপরপক্ষ নীরব হইয়া রহিল, যেন কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল পরেই অগ্রণী প্রশ্ন করিল, "তোমরাও তা' হ'লে হিন্দু?

একমুখ হাসিয়া কঙ্কণ জবাব দিল, "নিশ্চয়ই! পৃথিবীতে ধর্ম—এক আর এক, দুই নয়! তবে যা' মলিন হয়ে পড়েছে তাকে নির্মল করা চাই!"

"তার মানে?"

"তোমাদের ধর্ম, তার যা নির্দেশ বর্তমানে, তা' তোমাদের কাছে দুর্বোধ্য—তাই তোমরা একে বিকৃত ক'রে তুলেছ অহঙ্কারকে আদর্শ করে! কিন্তু, ভিক্ষুর ধর্ম—সহজ, সরল, সুস্পষ্ট।"

অগ্রণী সম্মোহিতের ন্যায় প্রশ্ন করিল, "বুঝিয়ে বলো।" বলিয়াই সে মাটিতে বসিয়া পড়িল, আর-আর সকলেও বসিল। হাতের লাঠিও তাদের মুঠি খুলিয়া পড়িয়া গেল।

এক বিরাট জনতা! সকলেই স্তব্ধ, সকলেই অলস, সকলেই তন্ময়, অথচ সকলেই সজীব। উহাদেরই সম্মুখে দাঁড়াইয়া কঙ্কণ—একাকী!

কঙ্কণ কহিল, "ভিক্ষুর ধর্ম—'আমি' আর 'তুমি' আলাদা নয়—পৃথিবীর সকল লোকের ভেতর 'তুমি' আর 'আমি' সবাই মিলে-মিশে 'মানুষ'—একটি!"

একজন তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে—ছেলেপিলে নিয়েও সপরিবারে ভিক্ষু হ'তে পারি—এও তবে হ'তে পারে?"

কঙ্কণের মুখে তখনো হাসি মিলায় নাই। কহিল, "স্ত্রীপুত্র পরিবার কি তুমি-আমি ছাড়া, ভাই?"

আর-একজন কি বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না, এইবার যেন মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, "ঘরে—এই একটু বড়-সড়ো বউ যদি থাকে?"

কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "যার বউ নেই, সে অসম্পূর্ণ মানুষ! বেশী ক'রে মানুষকে 'ভিক্ষু' করে ওরাই—সংসারে থেকেই!"

এমন সময় অদূরে বুক্তকণ্ঠের আওয়াজ উঠিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি" এবং দেখিতে-দেখিতে একদল নাগরিক ভিড় ঠেলিয়া কঙ্কণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহাদের মুখে-চোখে, সর্বাঙ্গেই যেন এক নব-জীবনের ঝড় !

আকস্মিক দৃশ্য ! ও-পক্ষের সকলেই চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর অগ্রণী উহাদের প্রত্যেকেরই মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া সংশয়ে ও বিস্ময়ে কহিল, "তোমরা—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই নব-দলের একজন প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মানুষ, মানুষের পশু বৃত্তি ছেড়ে—ভিক্ষু !"

অগ্রণী চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভি—ক্ষু ?"

"সাক্ষী—সমাজপতি !"

অগ্রণীর চোখ-মুখ স্থির হইয়া গেল, যেন আকাশের এক ঝলক্ বিদ্যুৎ তার দেহের চেতনা স্তব্ধ করিয়া চকিতে মিলাইয়া গিয়াছে !

বুঝিতে পারিয়া নব-দলের একজন হর্ষোজ্জ্বল মুখে কহিল, "তা' না হ'লে কি পারি ?"

বলিয়া রাখি, ইহারাই সেদিন কঙ্কণের গৃহ হইতে দল ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল, বুঝিবা অবিচল এই সঙ্কল্প লইয়াই !

প্রতিপক্ষরা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেই নব-দলের একজন অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরাও বল—সঙ্ঘং শরণং—"

অগ্রণী ত্রস্ত হইয়া হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও ! আর একটু অপেক্ষা করো ! সমাজপতি !—সমাজপতির মুখের একটা বাণী—তারপর !" বলিয়াই বিভ্রান্তের ন্যায় সদলে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * * * *

পথে আর বাধা নাই। কঙ্কণ আবার পথ ধরিল—সম্মুখে সে, পশ্চাতে তাহার নব-দল। অতঃপর নগরের নাট্যশালার যে দৃশ্য উন্মোচন হইল, তাহা অভূতপূর্ব। যতই উহারা অগ্রসর হয়, ততই দলে-দলে লোক ঝাঁপাইয়া পড়ে—মেয়ে, পুরুষ! কেহ কাহারো অনুমতি গ্রহণ করে না, কেহ কাহাকে প্রশ্নও করে না। বর্তমান এই মুহূর্ত—এ-সময়ে প্রত্যেকের যাহা করণীয়, যেন তাহাই সে করিতেছে—আত্মদান, ভিক্ষুর ব্রতে, ধর্মে, জীবনে! দেখিতে-দেখিতে সমগ্র নগরের যেন এক অভিনব, অপরূপ, অ-কল্পিত মূর্তি ফিরিয়া গেল। ইহার যে-সমস্ত অধিবাসী—তাহাদের কাহারো প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যেন এতদিন হয় নাই, হইয়াছে আজ! প্রকৃতিপুঞ্জ —তাহাদের অভিষেক যেন এতকাল ধরিয়া হয় নাই, হইয়াছে—এইমাত্র!

বিরাট বাহিনী। দুই-একটি মোড় ফিরিয়া আর একটি প্রশস্ত রাস্তা—সেই রাস্তায় পড়িয়া উহারা এক বাঁকের মুখে আসিতেই, পার্শ্বের এক বৃহৎ অট্টালিকার বারান্দায় একটি নারীমূর্তি দেখা দিল এবং তৎক্ষণাৎ সে দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া কঙ্কণের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে হাসি, চোখে কৌতুক! কহিল, "আমি! চিন্‌তে পারেন আমাকে?"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাবটা দিল বাহিনীর যুক্তকণ্ঠ—"নাগরিকা!"

কঙ্কণের নির্বিকার মুখখানি নাগরিকার দিকে নামিতেই নাগরিকা বাহিনীর জবাবটা সমর্থন করিল,—"তাই!" বলিয়াই কঙ্কণকে কহিল, "একটা কথা আছে, শুন্‌বেন?"

"বলো।"

"আড়ালে! ঠাকুর-দেবতার কাছে নিবেদন কিনা!"

কঙ্কণের মুখে এইবার ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। কহিল, আমি "মানুষ—দশের একজন, দেশের সন্তান!" বলিযাই বাহিনীকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিযা নাগরিকাকে কহিল, "কোথায় যাবে, চলো!"

রাস্তা, তাহারই অপর পার্শ্বে একটি বড গাছ—সেইখানে গিযা উভযে দাঁডাইল, মুখোমুখী হইয়া। একটু পরেই নাগরিকা মুখ টিপিযা একটু হাসিল, হাসিযাই কহিল, "এ রাস্তার ধার, এখানে আপ্নাকে নিযে দাঁডালে এখ্খুনি লোকে লোকারণ্য হবে! চলুন ওই ঝোপটার ভেতর—ওই যে বাগান, ওরই ঠিক ও-পারে।" বলিযাই পশ্চাৎ ফিরিযা তদভিমুখে অগ্রসর হইল।

দেহকে বাদ দিযা আত্মাকে লইযাই যাহার কারবার, তাহার নিকট স্থান বা পাত্র-পাত্রীর বিশেষ কোন অর্থ থাকে না। সুতরাং কঙ্কণও কোনো আপত্তি করিল না। উভযে সেই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিযা একখানি প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিল—পাশাপাশি।

উভযেই চুপ্চাপ। কাহারো মুখে কথা নাই, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইযা। তারপর এক সমযে নাগরিকা হঠাৎ হাসিযা উঠিল। অকারণ এত হাসি, চাপিতে হইবে—তাই বুঝি-বা তাহা চাপিতে-চাপিতে নাগরিকা আপন মনে থাম্কা বলিযা উঠিল, "চিত্রা আর কঙ্কণ—কঙ্কণ আর চিত্রা! কোথায তারা আজ?"

আবার সেই মৃত-পুরাতনের বিস্মর মুগ্ধ আকস্মিক নমস্কার! কঙ্কণ মুখখানা ঈষৎ নত করিযা কহিল, "কি কথা বল্‌বে, বল্‌লে না?"

"আপনি ভিক্ষু—আপনার ধর্ম কি? এক-কথায় বলুন!"

"ভালবাসা।"

হাসিতে কেহ বলে নাই। তথাপি একমুখ হাসিয়া নাগরিকা বলিয়া উঠিল, "জানি গো, জানি! নইলে, তোমার জন্যে ঘর ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়ি?" এক বিলোল কটাক্ষ করিয়াই সে আবার সুরু করিল, "জানি, তোমার বুক আর কুবেরের ভাণ্ডার—দুই-ই সমান। নইলে অত লোক —ওরা কি পোষ মান্‌তো তোমার? কিন্তু—" হঠাৎ মুখের ভাব কঠিন করিয়া বলিয়া উঠিল, "বল্‌তে পার, ওই বুক আর ওই ভালোবাসা—ওই দুটোর মালিক কে? তুমি, না, আর কেউ?"

কঙ্কণ চুপ করিয়া রহিল, বুঝি-বা মঠের অধ্যক্ষ এ-প্রশ্নের উত্তর তাহাকে শিখাইয়া দেন নাই।

কিন্তু, এই দুদান্ত মেয়েটি ছাড়িবার পাত্রী নহে। এদিক-ওদিক একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই আবার গলা চাপিয়া কহিল, "একদিন! তুমি আর সে, সে আর তুমি—এক-দুই, দুই-এক—মাত্র একটি মানুষ ছিলে! এ ছাড়া, এই এতবড় পৃথিবীর ভেতর আর কেউ ছিল কি?"

একজোড়া অবশ চোখ—সেই চোখ দুটি তুলিয়া কঙ্কণ নাগরিকার দিকে তাকাইল। তাকাইতেই নাগরিকা আবার বলিয়া উঠিল, "কঙ্কণ আর চিত্রা—কোথায় তারা আজ?"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি মুখ নামাইতেই নাগরিকা শাসন-কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তা হয় না, ভিক্ষু! তোমার মুখ চেয়ে আজ লক্ষ লোক—আমি একা নই! উত্তর দাও—ছিল কি পৃথিবীর ভেতর আর কেউ?"

সম্মোহিতের ন্যায় কঙ্কণ জবাব দিল, "না।"

নাগরিকা আবার সুরু করিল, "ঠিক সেইদিন—সেইদিন প্রয়োজন হ'য়েছিল, কাকে—কার? তোমাকে তার, না, তাকে তোমার?"

"যদি বলি—"

"থেমো না!"

"যদি বলি—আমাকেই তার!"

নাগরিকা এক মর্ম্মভেদী হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে জেনে রাখবো—পৃথিবীর ছোট-বড় সমস্ত কলঙ্ক একদিন এক জায়গায় জড় হ'য়ে একটা মূর্তি নিয়েছিল, সেই মূর্তি—চিত্রার!"

কঙ্কণের মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, "না। তাকেই —আমার!"

নাগরিকা নির্নিমেষনেত্রে কঙ্কণের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "কেন?"

কঙ্কণ চুপ করিয়া রহিল, যেন প্রশ্নটা সে বুঝিতে পারে নাই, যেনবা উহার অর্থ ভিক্ষুর অভিধানে নাই।

নাগরিকা মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। ক্ষণপরেই আবার মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "এ কথার জবাব দিতে তুমি পার না, ভিক্ষু! কেন পার না—তাও আমি জানি!"

নাগরিকা থামিল। কিন্তু সে মুহূর্তকাল। তারপর হঠাৎ শ্লেষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু, ঠকিয়ে ধার্মিক হওয়া চলে, কিন্তু প্রেমিক হওয়া চলে না! 'ভালবাসা', ওই-ধর্ম—ও তোমার নয়!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িয়া বাহির হইয়া আলেয়ার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

পশ্চাৎ হইতে পিঠের উপর হঠাৎ চাবুক পড়িলে মানুষ যেমন করিয়া উঠে তেমনি করিয়া কঙ্কণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দিকে ঝোঁক দিয়া যেমন পা বাড়াইবে, পা উঠিল না, যেন পিছন হইতে টান

পড়িয়াছে। কঙ্কণ চমকিয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিল, দেখিল—যেন এক অতি-পরিচিত নারীমূর্তি দুটি হাত জড় করিয়া একটিবার মাথা নোয়াইয়াই সরিয়া যাইতেছে—মুখে তার মিনতি, চোখে জল, সর্বাঙ্গ ছাইয়া স্তব-স্তুতি! অনুমানে নহে, কঙ্কণ স্পষ্ট করিয়াই বুঝিল, ও মূর্ত্তি—চিত্রার! * * * ওদিকে সে আর মুখ রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি যেমন মুখ ফিরাইবে, দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া—কৌমুদী!

ষোলো

কৌমুদীব চোখে যেন কৌতুকেব ঝড উঠিয়াছে। সহাস্যে বলিযা উঠিল, "বলি, জিত্ হলো কাব—তোমাব, না, নাগবিকাব ?"

সময়োচিত প্রশ্ন! ইহাবই একটা বোঝাপডা কবিতে কঙ্কণও যেন প্রস্তুত! কিন্তু উহা পুবাতন, অথচ বাববাব কবিযা নূতন হইযা তাহাব নির্বিবাদ আত্মাব কাছে আসে কেন? এই 'কেন'ব জবাবটা নিজেব কাছে খুঁটিযা গ্রহণ কবিতে গিযাই তাহাব মুখখানা এক আকস্মিক গর্বে আলোকিত হইযা উঠিল; নির্ভয়ে কি বলিতে যাইবে, থামিযা গেল—যেন কি একটা বেঁাকা মূর্তি ধবিযা তাহাকে নিষেধ কবিল!

কৌমুদীব কাছে উহা গোপন বহিল না। ঈষৎ হাসিযা তৎক্ষণাৎ বহিল, "এখানকাব কাণ্ড সবই শুনিছি—সমস্ত! একজন সব বলে দিযেছে!"

কঙ্কণ বিস্ময়ে কৌমুদীব দিকে তাকাইতেই, কৌমুদী তেম্নি করিয়াই বলিযা উঠিল, "যে বক্ষক, সেই ভক্ষক—নাগরিকা!" একটু হাসিযাই আবাব খোঁচা মাবিযা কহিল, "তাই হয! লোকালযের একপাশ মহাপুরুষদের দবকাব হয! শাক্যঠাকুবের দরকাব হযেছিল নিবিড় অবণ্য, আব তোমার না-হয—এই এক-ফোঁটা বন-ঝোপ! আসলে, ও একই!"

কঙ্কণ মুখ নামাইল।

কৌমুদী যেন সেদিকে লক্ষ্যই করে নাই এম্নি ভাব দেখাইযা বলিযা উঠিল, "কিন্তু, তুমি কি জয় করলে? শাক্যঠাকুর ত জয় করেছিলেন 'মার'—শয়তান, আর তুমি?"

কঙ্কণ এইবার মুখ তুলিল, দেখিল—সম্মুখে একটি মূর্তি, আশ্চর্য—অপরূপ, চোখ মেলিয়া না দেখিলে তাহাকে দেখা যায় না, কল্পনায় সে নিরাকার, ধ্যানে—নিশ্চিহ্ন! কয়েক মিনিট একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "অহঙ্কার! তোমাদের ওপর আমাদের!"

কৌমুদী ধীরে-ধীরে মাথা নীচু করিল, যেন নারী-সমাজের শাশ্বত নমস্কার সে ওই নিরহঙ্কার মানুষটির পদমূলে চিরতরে নামাইয়া দিতেছে! তারপর এক সময়ে নিঃশব্দে যেমন চলিয়া যাইবে, কঙ্কণ ডাকিল, "কৌমুদী—"

কৌমুদী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কঙ্কণ কহিল, "চলে যাচ্ছ?"

"দাঁড়িয়ে আর কি করবো?"

কঙ্কণ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তা' ঠিক! যেহেতু করবার সব-কিছুই শেষ ক'রে চলে গেল—আর একজন!"

কৌমুদী ধীরকণ্ঠে জবাব দিল, "মিথ্যে একতিলও নয়! 'থাকবো' বোলে তোমার ওই 'আর-একজন' আসেনি! নাগরিকা—সে কী জানে?—মেয়েমানুষ, তার সমাজ, তার মুখ!"

কঙ্কণ ততোধিক ধীর ও সংযতকণ্ঠে কহিল, "আর তুমি?—মেয়েমানুষ, তার সমাজ—তারই অনুভূতি!"

কৌমুদীর মুখটি রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এইবার ত ছুটি?"

"আর একটু! মঠ ছেড়ে—হঠাৎ?"

কৌমুদী অবিলম্বেই জবাব দিল, "একথা জেনেই এসেছ! দরকার হ'য়েছিল, কেউ ধরে বেঁধে রাখ্‌তে পারে নি!" আর দাঁড়াইল না।

সঙ্গে-সঙ্গে কঙ্কণের সম্মুখে যেন এক নূতন পৃথিবী সরিয়া আসিল, যাহার ভিতর সারি-সারি পূজার বেদী, তাহার এক-একটির উপর দাঁড়াইয়া এক-একটি নারী-প্রতিমা, আর প্রত্যেকের পদমূলে বসিয়া এক-একটি নর! কঙ্কণ সেইদিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একপা-একপা করিয়া অগ্রসর হইয়া রাজপথে নামিয়া পড়িল।

* * * * *

এম্‌নিই সময়ে নগরের আর একদিকে আর এক বিশেষ সমারোহ চলিয়াছে—চিত্রার জন্মোৎসব।

নিমন্ত্রিত—নগরের বাছাই-করা অধিবাসী—সম্ভ্রান্ত মহল, সর্বোপরি—রাজা! নগরের নাগরিকা—তাহাদের জীবনেতিহাসে এতাদৃশ সৌভাগ্য আর কাহারো দেখা যায় নাই। চিত্রা রাজ-দরবারে আসন পায়, এমন কি তাহার দর্শন-প্রার্থীর তালিকায় স্বয়ং রাজার নামও উঠিয়াছে। নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৌতুকময়ী নারী—চিত্রা!

চিত্রার অট্টালিকার সম্মুখে বিস্তৃত অঙ্গন, সেইখানে বসিয়াছে আসর—রচনা করিয়াছে নগরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা। আসরে লোক আর ধরেনা—কাহারো হাতে পুষ্পহার, কাহারো হাতে রত্নহার, কাহারো হাতে বা রত্নখচিত মুকুট! সবাই আজ মানবজন্ম সার্থক করিবে এক দেব-দুর্লভ নারী-প্রতিমাকে ওই-সমস্ত উপহার নিবেদন করিয়া। উপহার দিবেন সর্বপ্রথমে—স্বয়ং রাজা, তারপর আর সকলে।

চিত্রা দ্বিতলে স্বীয় কক্ষে বসিয়া। তাহার হস্তে নিমন্ত্রিতের তালিকা, তাহারই উপরে সে তন্ময় হইয়া চোখ পাতিয়া—কেন যে, সেই জানে!

কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ঠিক নাই, চঞ্চল শশব্যস্তে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—রাজা আসিয়াছেন।

চিত্রা হাতের তালিকাটি ভাঁজ করিযা মুড়িয়া একপাশে ফেলিযা জিজ্ঞাসা কবিল, "আর সব ?"

চঞ্চনেব চোখে-মুখে তখন যেন ঝড় উঠিযাছে। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "ঝেঁটিযে !"

চিত্রা পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, "শ্রেষ্ঠী—নন্দন ?"

প্রশ্নটা চঞ্চন বুঝিতেই পাবে নাই এম্‌নিভাবে তাকাইতেই, চিত্রা আবাব বলিযা উঠিল, "যাঁব বাডী-ঘব ঠিক রাজাবই মতন, বাড়ীব সুমুখেই 'নন্দন-বন', তার ভিতব দিযে বাস্তা—ঠিক যেন 'বাজ-পথ', আব ওপবে উঠ্‌তেই এক হবিণ-ছানা—"

চঞ্চন চালাক্ লোক, বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্রবলবেগে মাথা নাড়িযা জবাব দিল—"না।"

"ফেব যাও ! লোকেব পর লোক চিনে দেখে এসো—"

"মিথ্যে যাওযা –"

"তবুও যেতে হবে, চঞ্চন—" চিত্রার কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিল। একটু থামিযা এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত কবিযা পুনশ্চ কহিল, "আমার নিমন্ত্রণ !" বলিযাই তালিকাটি আবাব উঠাইযা লইযা তাহাব উপব মনোনিবেশ কবিল।

মনিবের এরূপ সর্ব্বনেশে মূর্তি চঞ্চন ইতিপূর্ব্বে আব কোনও দিন দেখে নাই। সভযে একবার তাকাইযাই বাহিব হইযা গেল।

নিঃশব্দেই বসিযা রহিল চিত্রা—ক্ষণকাল। তারপর একটু হাসিল, তারপব হাতের কাগজখানা কুটি-কুটি কবিয়া ছিঁড়িযা মেঝেব উপর ফেলিয়া দিযা উঠিয়া দাঁড়াইতেই চঞ্চন পর্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই চিত্রা বলিয়া উঠিল, "গাড়ী বার কর্‌তে বল্—"

চঞ্চলেব ঘাড়ে তখন আগেকাব আদেশটাই ছিল; তাই বুঝিবা তাহাবই উপর তাব মন বেশী কবিয়া বিঁধিযা ছিল। কহিল, "আসেন নি!"

"ও-কথা আমি জান্‌তে চাইনি! গাড়ী—" বলিয়াই চিত্রা নীচে নামিযা গেল।

তখন গৃহের প্রত্যেক মানুষটিই নীচে ব্যস্ত, চঞ্চল! প্রত্যেকেই এক মত্ত-উল্লাসে আত্মহারা! বাহিবে সভামণ্ডপ—তাহাব উপব চোখ ফেলিলে চোখ আব নামে না—এম্‌নিই অপূর্ব সে! পদার্পণ কবিযাছেন বাজা, এইবাব আবির্ভাব হইবে আব এক পবমাশ্চর্য মূর্তিব, যাহাবই প্রতীক্ষায সহস্র বুকেব ভিতব হৃদ্‌পিণ্ড যেন অধীব আগ্রহে অস্থিব হইযা উঠিয়াছে!

চিত্রা প্রবেশ কবিল—নগবেব নবীনা নাগবিকা।

সকলেই উঠিযা দাঁড়াইল, প্রত্যেকেই সুমুখেব দিকে ঈষৎ ঝুঁকিযা—প্রত্যেকেবই চোখে স্বপ্ন, মুখে নিঃশব্দ স্তুতি! প্রধান পুবোহিত বাজা—তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইযা চিত্রাব কাছে গিযা দাঁড়াইলেন, তাবপব তাঁব শ্রদ্ধাব সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—বত্নহাব স্বীয গলদেশ হইতে খুলিযা যেমন চিত্রাকে অর্পণ কবিবেন, চিত্রা সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া বাধা দিযা কহিল, "এখন নয, মহাবাজ!"

বাজা বিস্মযে তাকাইতেই চিত্রা মৃদু হাসিযা কহিল, "সম্মান সেই পায়, যাব এক-ডাকে দেশেব লোক একযোগে এসে জড় হয! এখানে, এখনো একজন বাকী!"

সঙ্গে-সঙ্গে সভামণ্ডপে এক বণ-সজ্জার উদ্যোগ সুরু হইল! সবাই যেন পবশুবামের মত বীর দর্পে বলিয়া উঠিল, "এত স্পর্ধা কার? বলুন, চুলের টিকি ধরে নিযে আসছি—"

চিত্রার মুখে তেম্‌নিই হাসি। এক দৃষ্টিতে সকলেরই প্রতি চাহিয়া বিনয়-নম্র কণ্ঠে কহিল, "তাতে মান বাড়্‌বে তাঁরই!"

রাজা এতক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চিত্রার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, কহিলেন, "নগণ্য এক প্রজা! রাজার ইচ্ছার ওপর যার মরা-বাঁচা নির্ভর করে—মান বাড়্‌বে তার?"

চিত্রা মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল, "মরা-বাঁচা, তার ওপর মানুষের আত্ম-মর্যাদার দরদ নেই। তা'হ'লে, আমিই পারতাম!" এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "রাজার ফাঁসিকাঠ, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর আমার হাতে 'মৃত্যু'—রূপ!" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

কোথায় গেল কেহই প্রশ্ন করিল না, যেন ঐ মেয়েটির মায়ামন্ত্রে সবাই প্রস্তর মূর্তি হইয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল মূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সবাই একে-একে চলিয়া গেল, কেনই বা ছাই আসিয়াছিল তাহাও যেন তাহাদের মনেই নাই।

বহির্দেশে গাড়ী প্রস্তুত ছিল, চিত্রা গিয়া উঠিয়া বসিল—বিসর্জনের প্রতিমার ন্যায়। কিয়দ্দূর গিয়াছে, এক পরিচিত কণ্ঠের গান তাহার কাণে আসিল—'স্বচ্ছ সমীর, তাহাই পৃথিবীবাসীর পরমায়ু, তাহারই উপাদানে প্রস্তুত—আশা আর আকাঙ্ক্ষা।' আর একটু গিয়াই অবলোকন করিল—এক গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই নাগরিকা! আজ তাহার এক বিচিত্র রূপ—রুক্ষ কেশরাশি এলায়িত, পরিধানে গেরুয়া, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি!

চিত্রা গাড়ি হইতে নামিয়া রাস্তার একপাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর গান থামিতেই নাগরিকার কাছে গিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি?—তোমার এ দশা কেন?"

তখন বাড়ীর ভিতর হইতে একটী ছোট মেয়ে ভিক্ষা দিতে আসিয়াছিল, নাগরিকা চিত্রার দিকে একটিবার তাকাইয়াই মুখ ফিরাইয়া ঝুলি পাতিল। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হইয়াই চিত্রার দিকে ফিরিয়া জবাব দিল, "হবে না?—তুমি যে আমার সতীন।" কথাটা বলিয়াই নাগরিকা যেমন পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবে, চিত্রা ডাকিয়া উঠিল, "নাগরিকা—"

নাগরিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার আর এক মহিমাময়ী মূর্তি—মুখে হাসি আর ধরে না, চোখে এক দুর্দান্ত মিনতি! ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সময় নেই, বোন! সারা-জীবনের সঞ্চয়—হাতে একহাত 'আমি'!" কাছে একটু সরিয়া আসিয়া গলা চাপিয়া কহিল, "আর, নেবার মানুষ—একটি ত ভিক্ষু, তাঁকে ঘিরে আবার এক লক্ষ মেয়ে-মানুষ।" বলিয়াই যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

আচমকায় নিকটে বজ্রপাত হইলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তেমনি চিত্রা একটিবার শিহরিয়া উঠিয়াই নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সে অত্যল্পক্ষণ। তারপর তাহার মুখে এক শ্লেষের হাসি দেখা দিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই মুখ দিয়া নির্গত হইল—'ভিক্ষু'! তারপর নিজেকে যেন প্রবলবেগে ঝাড়া দিয়া ঝড়ের ন্যায় গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

দেখিতে-দেখিতে গাড়ী যেখানে আসিয়া থামিল, সেইখান হইতেই সুরু হইয়াছে কঙ্কণের পরিত্যক্ত নিকেতন সেই পরিচিত গৃহ! তারপর যেমন করিয়া এক অতিবড় গর্বিতাকে নামিলে মানায় তেমনি করিয়াই চিত্রা গাড়ী হইতে নামিল। নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—সেই সব!—প্রশস্ত অঙ্গন—মাঝখান দিয়া দৌড় দিয়াছে প্রশস্ত রাস্তা, উভয় পার্শ্বে

ছড়ানো ফুলগাছ, গাছে-গাছে ফুল, আর পায়ে-পায়ে তাহাদের পরিচিত নমস্কার—সব সেই! * * * চিত্রা পায়ে জোর দিল। অতঃপর অট্টালিকার মুখে গিয়া পড়িতেই দেখিতে পাইল মূর্তিমান নন্দনকে। সে তখন সাজগোছ করিয়া এক বিশেষ কাজে ব্যস্ত—একটি হৃষ্টপুষ্ট শ্রীমান্ গর্দভের পিঠে কম্বল জড়াইয়া বাঁধিতে গিয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে, অবুঝ জানোয়ারটা কিছুতেই ছাই স্থির হইয়া থাকিবে না। মানুষের হাত-পা লইয়া চলা-ফেরা করে, এমন একটা যা-হোক্ মূর্তি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে, কাজেই তাহাকে চোখ তুলিতে হইল, কিন্তু সে এক নিমেষ! পরক্ষণেই আবার হাতের কাজে মনোনিবেশ করিল।

চলতি-জীবনে এতবড় অবহেলা আর কাহারো কাছে এতাবৎ চিত্রা পায় নাই, সুতরাং এক কথায় সৃষ্টিকে রসাতলেই দিবার তার কথা। কিন্তু না-জানি-কেন, সে নিশ্চেষ্ট হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল এক দৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "এইখানে একদিন একটা হরিণ-বাচ্ছা থাক্‌তো।"

নন্দন সায় দিল না।

চিত্রা আবার কহিল, "তার জায়গায় কিনা—একটা গাধা!"

এবারেও নন্দন নীরব।

চিত্রা আর সহ্য করিতে পারিল না। মুখ বাঁকাইয়া একটু ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "যত সব অনাসৃষ্টি!—দেখুন, আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আসি নি!"

নন্দন এইবার কথা কহিল। মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কিছু বল্‌বে?" বলিয়াই গাধাটাকে অনতিদূরে বাঁধিয়া রাখিয়া চিত্রার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি মনে করেন আপ্‌নি ?"

"তোমার নিজের ঘরে তুমি ফিরে এলে !"

চিত্রা অপর দিকে মুখ ফিরাইল। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া খোঁচা মারিয়া কহিল, "সবাই গেরুয়া প'রে ঝুলি কাঁধে করেছে, আপ্‌নি যে এখনো—"

নন্দন চোখমুখ কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "বাপ্‌রে ! আবার গেরুয়া !"

জবাবটার মূলে যে-ইতিহাস, তাহা মনে পড়িতেই চিত্রা হাসিয়া ফেলিল। তাড়াতাড়ি আবার নিজেকে গাম্ভীর্যের মাত্রায় আনিতে গিয়া গাধাটার দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনার কি সবই বিশ্রী ?"

"নইলে তোমার যে মুখ থাকে না !" বলিয়াই নন্দন চকিত হইয়া গাধাটার কাছে ফিরিয়া আসিল ; তারপর বাহনটির উপর যেমন উঠিতে যাইবে চিত্রা এক নিষ্ফল গর্বে বলিয়া উঠিল, "বাড়ী বয়ে এসেছি এখানে—তীর্থ করতে নয় !"

"নিশ্চয়ই না, যেহেতু এ তোমার স্বামীর ঘর !" বলিয়াই নন্দন গাধার উপর উঠিয়া বসিল।

চিত্রার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। রোষগম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অপমান করে সে, যে নিমন্ত্রণ না রাখে !"

নন্দন গাধার পিঠে চাবুক মারিল।

চিত্রার মুখখানা এইবার কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল—একটা ব্রহ্মাণ্ডের কাহিনী মুখে করিয়া সে আসিয়াছে যে—একটিও ত বলা হয় নাই ! ভারি গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কারুর বাড়ী অতিথি হওয়া কারুর ভাগ্যির কথা !"

নন্দন তখন খানিক দূব চলিযা গিযাছে, আবাব তাহাকে ফিবিতে হইল। চিত্রার কাছাকাছি হইয়া বলিল, "তা' আব বল্‌তে!"

চিত্রার চোখ দুটা দপ্‌ কবিয়া জ্বলিযা উঠিল এবং সেই জ্বলন্ত চোখ নন্দনেব দিকে একবাব উঠিযাই নামিযা পড়িল।

এদিকে এক মুহূর্তও অপব্যয হইল না। নন্দন তৎক্ষণাৎ এক সাক্ষাৎ অপবাধীব ভাণ কবিযা সবিনযে বলিযা উঠিল, "বাগ কবো না! যাবার সময নেই, নাগবিকা! কোথায যাচ্ছি জান?—এই নকল সমাজ, তারই যে 'সমাজপতি', তাবই শ্রাদ্ধ-সভায; সেখানে আর একজনেব জন্মোৎসব—তাব নাম কঙ্কণ!" বলিযাই আবাব বাহন ছুটাইযা দিল।

চিত্রা নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়াইযা বহিল—কতক্ষণ তাহা সে জানেনা—এক সময সে টেব পাইল বাহিব হইযা গিযা গাড়ির উপব বসিযাছে। তাবপব গৃহে ফিবিযা দ্বিতলে উঠিযা গিযা দেখিল—তাহার 'প্রার্থী' বসিবার কক্ষে উপবেশন কবিযা—স্বযং বাজা!

চিত্রার্পিতার ন্যায় চিত্রা দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যে, এই একটু-পূর্ব্বেকার পৃথিবীটা তার সম্মুখ হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

রাজারও চোখে আর পলক পড়েনা, যেন এক আনাড়ির দৃষ্টি এক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা-ছবির উপর অকস্মাৎ পড়িয়া নিথর হইয়াছে!

মিনিট কয়েক পরে চিত্রার মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "কি ভাগ্যি!"

রাজা অবশ কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি!"

"আমাকে?"—চিত্রার চোখে কুণ্ঠা, বাক্যে মিনতি, মুখে হাসি!

রাজা তেম্‌নি করিয়াই কহিলেন, "হ্যাঁ! তখন ভালো করে দেখা ত দাও নি!"

চিত্রা সরমে মুখ নীচু করিল। একটু পরেই আবার মুখ তুলিয়া বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এখানে নয়, আসুন—" বলিয়াই স্বীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, রাজাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তদনুসরণ করিয়া এক নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর চিত্রা যেন-একটু কৈফিয়ৎ দিয়াই কহিল, "ও-ঘরে প্রার্থী বসে, অর্থাৎ—" মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া কথাটা শেষ করিল, "অর্থাৎ, যারা আমাকে একবার দেখেও আবার দেখ্‌তে আসে!" বলিয়াই স্বতন্ত্র একটি আসনে সে বসিয়া পড়িল।

রাজা মুখ নামাইলেন, যেন সুমুখের ওই মেয়েটির দিকে চোখ আর না রাখাই ভাল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নহে, মিনিটখানেক পরেই আবার মুখ

তুলিলেন, যেন হঠাৎ তাঁর এক বিশেষ কথা মনে পড়িয়াছে! বলিয়া উঠিলেন, "আমি রাজা—তোমার ওপর আমার এক সুনিশ্চিত কর্তব্য আছে!"

চিত্রা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "রাজার কর্তব্য—আমার ওপর?"

রাজার মাথাটা আবার অবনত হইয়া পড়িল। কহিলেন, "হ্যাঁ!" পরক্ষণেই আবার মাথা তুলিয়া কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্বীকার তুমি করনি, কেন না, তা' করবেনা। কিন্তু, আমার নগর, এর পরিপূর্ণ অনুভূতি অস্বীকার করে নি যে, শ্রেষ্ঠ নাগরিকা—তুমিই। তাই আমার হাতের দেবার বস্তু, তোমাকে উপহার দেব।"

চিত্রা রাজার দিকে তাকাইয়াছিল, তেম্‌নি করিয়াই রহিল—নিষ্পলক নেত্রে।

রাজা সুরু করিলেন, "রাজ-আয়োজনে অপরাহ্ণে তোমার শোভাযাত্রা!"

চিত্রার বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল, যেন এক দুর্লভ বিদ্যুৎ আচম্‌কা আকাশ হইতে পড়িয়া তার বুকে উঠিয়াছে। সুমুখের দিকে আর চোখ পাতিয়া রাখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি মুখটা নামাইয়া লইল।

সঙ্গে-সঙ্গে রাজার দৃষ্টিও চিত্রার মুখটায় গড়াইয়া নীচে নামিল। কহিলেন, "আমার গর্ব'—অবহেলা করোনা।"

"তা কি পারি!" বলিয়াই চিত্রা মুখ তুলিল। আর তার সরম নাই, সঙ্কোচ নাই, যেন নীচে হইতে তাহার চিবুকে হাতুড়ির আঘাত পড়িয়াছে! সেই মুখখানি রাজার আগ্রহ-ব্যাকুল চোখের উপর রাখিয়া মু র্তেই আবার বলিয়া উঠিল, "কিন্তু, বড় করবেন কাকে!"

"তোমাকে।"

"আমি নিঃস্ব! কতটা যে, আপনি জানেন না!"

"প্রয়োজন নেই জান্‌বার! মাটির প্রতিমার বুকে ছুরি মেরে কেউ কোনদিন তার রক্ত পরীক্ষা করেনি!"

চিত্রার মুখে ম্লান হাসির এক আভা পড়িল। কহিল, "মাটির প্রতিমার বুকে রক্ত থাকেনা, সে-কথা সবাই জানে—তাই!"

রাজা যেন চিত্রার মুখের কথাগুলা একটি-একটি করিয়া লুফিয়া ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "না! তাহ'লে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে কেউ তার আরতি করতো না!"

এম্‌নি সময়ে নীচে এক উচ্চ কোলাহল উঠিল এবং উভয়েই ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া উভয়েই নেত্রপাত করিয়া দেখিল, নীচেকার উঠানে চিত্রার পরিচারিকা রাক্ষসীমূর্ত্তি ধরিয়া বজ্রমুষ্টিতে চঞ্চনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছে,—"ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌বো!" আর চঞ্চন তাহার দিকে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে কহিতেছে—"ছেড়ে দাও!"

চিত্রা আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলনা, দ্রুতপদে নামিয়া উহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, রাজাও পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ছায়ার ন্যায়।

রাজাকে দেখিয়াই পরিচারিকা তাঁহার পদতলে আছড়িয়া পড়িয়া রোদনকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নিই রক্ষে করুন! আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছে—"

রাজা ঈষৎ পিছাইয়া গিয়া চিত্রার দিকে বিস্ময়ে চাহিতেই, চিত্রা সহাস্যে পরিচারিকাকে প্রশ্ন করিল, "হ'লো কি তোদের?"

পরিচারিকা উন্মত্তার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিবর্ণমুখে কহিল, "এত কাণ্ড হচ্ছে—ওমা, তুমি কিছুই টের পাওনি?"

"না!"

"সভা বসেছে!—সেই যমের বাড়ী ইনি যাবেন।"

চিত্রা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "সভা?—কিসের?"

পরিচারিকা কপালে সজোরে করাঘাত করিয়া কহিল, "আমার তে-রাত্রের ছ্যাদ্দর!" বলিয়াই মুখখানা কাঁদ-কাঁদ করিয়া কহিল, "ঘর-সংসার ভাসিয়ে দেবার।"

"মিথ্যে কথা!"—চঞ্চল প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

সাপের লেজে পা পড়িয়াছে! পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঝাঁটা—" পরক্ষণেই আবার চিত্রার দিকে মুখ করিয়া সুরু করিল, "আদ্দেক নোক মাগ-ছেলে ত্যাগ দিয়েছে, আদ্দেক নোক আজ দেবে। মাগো! সে আঁটকুড়ির দেব-পুত্তুরকে চোখে দেখ্‌লে কেউ কি আর ফেরে।" বলিয়াই ফোঁপাইয়া উঠিল!

চিত্রার দৃষ্টি তখন বাহিরের একটি গাছের উপর, সেখানে একটি ক্ষুদ্র পাখী বসিয়া—সে কেমন করিয়া উড়িয়া যাইবে, তাহাই সে দেখিবে, আজ—এই প্রথম! চট্ করিয়া দৃষ্টি নামাইয়া একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "তাই নাকি? কে তোর দেব-পুত্তুর?"

পরিচারিকা গলা ঝাড়িয়া জবাব দিল, "ওই পোড়ারমুখোদের মঠ, মঠের একজন—কি-যেন!"

চঞ্চল তাড়াতাড়ি কথাটাকে পরিষ্কার করিয়া দিতে গেল—"তা বোলে মানুষ নয়—" উদ্যত অশ্রু কণ্ঠ তাহার নিরোধ করিয়া দিল।

চিত্রা ও রাজা উভয়েই চাহিয়া দেখিলেন—চঞ্চলের চোখ দিয়া মুখ বহিয়া বসুধারা পড়িতেছে!

কাপড়ে চোখ মুছিয়া গলা ঝাড়িয়া চঞ্চন পুনশ্চ ঘলিযা উঠিল, "ঠা-কুব!—অমন রূপ তোমারও নেই, মা!"

চিত্রা বাজার দিকে চাহিযা মুচ্কিয়া ঈষৎ হাসিল।

বাজাও সেই হাসিতে যোগ দিযা পবিচাবিকা ও চঞ্চনকে নির্দেশ কবিযা তাহাদেব পবিচয প্রশ্ন কবিলেন,—"ওবা?"

"স্বামী-স্ত্রী—" জবাবটা দিতে গিযা চিত্রাব গলাব স্ববটা যেন ভাঙিযা পডিল এবং তাডাতাড়ি বিপবীত দিকে মুখ ফিবাইযা লইল।

তখনও পবিচাবিকা চঞ্চনেব দিকে ক্রুদ্ধচক্ষে চাহিযা আছে, চক্ষে দাবানল, যেন এখনই অপবপক্ষকে ভস্ম কবিযা ফেলিবে! ক্রোধে, ক্ষোভে ও দুঃখে কাঁপিতে-কাঁপিতে চিত্রাব দিকে ফিবিযা বলিযা উঠিল, "শুন্লে ত, মা! এইবাব আমাব মুখে সাত ঝাঁটা মাবো—"

চিত্রার বুঝিবা আজ হাসিয়া গড়াগডি দিবাবই দিন। তাই সে মুখ ভবিযা হাসিযা কহিল, "ভিক্ষু!—তাকে এত ভয?" পবক্ষণেই দেখা গেল, তাহার মুখ-চোখেব ভাব বদ্লিযা গিযাছে, যেন সে অন্যমনস্ক! একটু পবেই স্বাভাবিক মুখে বলিযা উঠিল, "কিন্তু ওদেব ত দুর্গতিই হয—মাবও খায, মবেও যায!"

পবিচাবিকা মুখেব এক প্রকাব ভঙ্গী কবিযা বলিযা উঠিল, "ও কি সেই ভিক্ষু?—ও মন্তব জানে! তুমি জান কি—নাঠি নিযে মাবতে গিযেছিল হাজাব-হাজাব নোক, সক্কলেব হাত থেকে নাঠি খসে পড়েছে! উল্টে—" হঠাৎ চোখে আঁচল চাপিল।

চিত্রা সকৌতুকে প্রশ্ন কবিল—"উল্টে—কি?"

পবিচাবিকা ধরাগলায কহিল, "সবাই মাগ-ছেলে ত্যাগ দিয়ে ঝুলি কাঁধে ক'বেছে!" আঁচলে চোখ মুছিল।

চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠিল, যেন তাহার সুমুখে মানুষ খুন হইয়াছে! বলিয়া উঠিল—"না, মা! ওর মিছে কথা!"

পরিচারিকা তাড়াতাড়ি দুই-একটা ঢোঁক গিলিয়া রুখিয়া চঞ্চলের দিকে ফিরিবে, চিত্রা বাধা দিল। দিয়াই চঞ্চলকে প্রশ্ন করিল, "তোমার সত্যিটা কি, শুনি?"

"ছেলে-পরিবার সকলকে নিয়ে—"

"ভিক্ষু হয়েছে?"

চঞ্চল প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মঠের ভিক্ষু নয়! সে তুমি জানো না, মা!" পরক্ষণেই অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, "মা, আমি যাই—"

চিত্রা পরিচারিকাকে দেখাইয়া কহিল, "একে নিয়ে ত?"

পরিচারিকা ক্রোধে ও ক্ষোভে থর্‌থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ফোঁপাইয়া উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার গরজ—"বলিয়াই অগ্নিমূর্তি ধরিয়া চঞ্চলের দিকে ফিরিতেই, সে গোটা দুই লাফ মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে পরিচারিকাও যেন বুকের ভিতর হইতে এক বজ্র টানিয়া বাহির করিয়া সুমুখের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল--"আমিও যাচ্ছি! দেখ্‌ছি, কেমন তুমি, আর তোমার ঠাকুর—" বলিয়াই অগ্নি-গোলকের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল!

চিত্রা সেইদিকে তাকাইয়াছিল, মুখ নামাইল। রাজারও চোখ দুটা দিক-নির্ণয় যন্ত্রের ন্যায় চিত্রার আনত-মুখের দিকে ফিরিয়া স্থির হইয়া রহিল। তখন নীচে আর-কেহই ছিল না, চারিদিক নিঃশব্দ। রাজা চিত্রার দিকে আড়চোখে চাহিয়া মুচ্‌কিয়া হাসিয়া কহিলেন—"অভিনয়টা করলে মন্দ নয়!"

চিত্রা চম্‌কিয়া রাজার দিকে তাকাইল, তাকাইয়া আবার মুখ নামাইয়া লইল।

রাজা একহাতে খপ্‌ করিয়া চিত্রার একটি হাত ধরিলেন এবং অপর হাতে তাহার চিবুকটা ধরিয়া তুলিয়া বিলোল কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, "চাইলে, চেয়ে আবার চোখ নামালে ?"

চিত্রা তাকাইয়া রহিল—চোখের পলক পড়িল না, যেন সে পাষাণ-প্রতিমা, যেনবা তাহার ভিতরে স্পন্দন, সাড়া, অনুভূতি—সমস্তই এইমাত্র কে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়াছে !

রাজা নিজের মনোমত চিত্রার মুখটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "নামিয়ো না !" বলিয়াই স্বীয় গলদেশ হইতে আর-একক্ষণের সেই উপেক্ষিত রত্নহারটা চিত্রাকে পরাইয়া দিলেন। তারপর তাহার দিকে তন্ময় হইয়া খানিক তাকাইয়া রহিলেন, তারপর—তারপর নিজের মুখখানা চিত্রার মুখের কাছে সরাইয়া আনিতেই চিত্রা চম্‌কিয়া খানিক পিছাইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমার শোভাযাত্রা—"

"প্রস্তুত !"

রাজা আর অপেক্ষা করিলেন না।

* * * *

একই সময়ে নগরের আর এক অংশে এক বিস্তৃত পটভূমির উপর আর এক অভিনয়ের একটি দৃশ্যের মুখ খুলিয়াছিল।

বিরাট সভা বসিয়াছে।

লোকে লোকারণ্য—আবালবৃদ্ধবনিতা ! তিল-পরিমাণ স্থান নাই, তত্রাপি লোক-প্রবাহের বিরাম নাই। সভার ঠিক মাঝখানটিতে এক

উচ্চ শিলাখণ্ডের উপব কবযোড়ে দাঁডাইযা কঙ্কণ—এক মহিমাময মানব মূর্তিব অপূর্ব বিকাশ! তাহাব মুখের হাসি, চোখেব মিনতি, সকলকেই ডাক দিয়াছে—'এসো!'

সভাব উদ্যোগী সেইদিনের সেই বিদ্রোহী-দল। তাহারা সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চঞ্চল, সকলেই অস্থিব! প্রত্যেকেই কবিতেছে ভিতব-বাহিব, এক অনাগত মূর্তির অপেক্ষায—সমাজপতিব।

মুহূর্ত, পল, দণ্ড অতিবাহিত হইযা চলিযাছে, তত্রাপি সমাজপতিব দেখা নাই। ভিক্ষুপক্ষ ব্যস্ত হইয়া অপব পক্ষকে তাগাদা দিল, "কোথায তোমাদের সমাজপতি?"

কঙ্কণ হাত তুলিল—নিষেধ! সকলেবই চোখ সেইদিকে ফিবিল, ফিবিতেই কঙ্কণ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিল, "ভিক্ষু—তোমাদেব কথা, ও নয!"

যুগপৎ সকলেরই মস্তক অবনত হইল—সকলেই অপ্রতিভ!

প্রতিপক্ষ যাহাবা তাহাদেব প্রত্যেকেবই মুখে তখন যেন কালি পডিযাছে! যে অগ্রণী, সে একজনকে তাডা দিযা নির্দেশ দিল, "যাও, শীগ্গীর—যদি তিনি অসুস্থ হযেও থাকেন, উঠিযে নিযে পিঠে ফেলে ছুট্ দেবে—

এমন সময়ে জনতায কলবব উঠিল। প্রথমে—গোড়ায, তারপব সর্বত্র ছড়াইযা! অতঃপর সকলেবই যুক্ত দৃষ্টি যেন প্রচণ্ড কৌতুকে প্রবেশ-দ্বাবে ঝাঁপাইযা পড়িল—গাধায চড়িয়া নন্দন।

নন্দন গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি সমাজপতি নই—গাধাপতি!" বলিযাই কষিযা গাধাটাব লেজ মলিয়া ছুট্ করাইযা ভিতরে প্রবেশ করিল। তারপব বাহনটিকে উপস্থিত ভারমুক্ত করিযা তাহাব পিঠে ঠেস্ দিযা

দাঁড়াইল, দাঁড়াইযা চাবিদিকটায দৃষ্টি-বিনিময় কবিল। দৃষ্টিব এক সীমানায কঙ্কণ, তাহারও সঙ্গে চোখ মিলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে এম্‌নিই ভাবে চোখ ফিবাইয়া লইল, যেন ওই লোকটিব সহিত তাহাব চোখের দেখাও ইতিপূর্বে কখনো কোনদিন কোথাও হয নাই। অতঃপব তাহার চোখ ফিবিল প্রতিপক্ষেব উপব। একে-একে প্রত্যেকের চোখে চোখ মিলাইযা তাহাদেব অগ্রণীকে দেখিতে পাইযাই তাহাকে হাতছানি দিযা ডাকিল এবং সে সবিযা আসিতেই স্বীয গাত্রাবরণেব ভিতর হইতে একখানা কাগজ বাহির কবিযা তাহাব হাতে দিযা কহিল—"সমাজপতির!"

অগ্রণী তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলিযা ফেলিল এবং তাহাব কৃষ্ণ অক্ষবগুলার উপব চোখ পাতিযাই মস্তক অবনত করিল।

দলেব প্রত্যেক লোকই উন্মুখ হইযাছিল, প্রত্যেকেবই মুখ ওই মাবাত্মক লিপিব উপব একযোগে ঝুঁকিযা পড়িল এবং সকলেই যেন দিশেহাবা হইযা বিভ্রান্তেব ন্যায পবস্পবেব মুখেব দিকে চাহিতে লাগিল। তাবপর প্রত্যেকেই আপন মনে—যেন নিজেব আত্মাকেই পালাক্রমে একই প্রশ্ন কবিযা উঠিল—'ভিক্ষুব ধর্মই বড় ?'

"ভিক্ষুব ধর্মই বড—" সমাধিমুক্তেব ন্যায কথাটি মুখ দিযা বাহিব কবিযাই অগ্রণী মুখ তুলিল, যেন তাহাব মুখে তখন চাঁদ উঠিযাছে! পবক্ষণেই নিজেকে যেন ধবাধরি কবিযা কঙ্কণেব পদপ্রান্তে নামাইয়া দিল! বিস্ময়ে বিহ্বল দল—তাহাবাও অনুসবণ কবিল। কঙ্কণ হাত বাড়াইযা ছিল, অগ্রণী কাছে আসিতেই তাহাকে বুকে চাপিযা ধরিল। তখন ভিক্ষুপক্ষেব মেয়েদের মুখে—'উলু' আব শাঁখ।

অতঃপর কঙ্কণ অগ্রণীকে সস্নেহে বুক হইতে খুলিয়া পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া

হাত দুটি জড় করিল ; তারপর সেই যুক্তকর স্বীয় ললাটে একবার তুলিয়াই নামিয়া বাহির হইয়া গেল, তখন তাহার পশ্চাতে এক বিরাট বাহিনী, যেন তাহারা অভিশাপমুক্ত—নব-জীবনে সবাই আত্মহারা !

রাস্তায় পড়িতেই কঙ্কণের গতি হঠাৎ থামিল—পথরোধ করিয়া চিত্রার পরিচারিকা। তাহার মাথার চুল বিত্রস্ত, চোখ রক্তবর্ণ, মুখ রোদনে বিকৃত ! কঙ্কণ বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "কে তুমি, বোন্ ?"

চঞ্চন্ দাঁড়াইয়াছিল কঙ্কণের ঠিক্ পশ্চাতেই। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"আমার—" কথাটা সমাপ্ত না করিয়াই উভয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কঙ্কণ সহাস্যে চঞ্চনের দিকে এক গুরুতর কটাক্ষ করিয়া কহিল, "তোমার স্ত্রী ?"

চঞ্চন্ দুই-একটা ঢোঁক গিলিয়া মুখ নামাইয়া জবাব দিল—'হুঁ !'

পরিচারিকা ফোঁপাইয়া উঠিল, তারপর মুখস্থ বলার মত বলিয়া ফেলিল, "আমাকে ত্যাগ দিয়েছে—"

কঙ্কণ তেম্‌নিই হাসিয়া কহিল, "ভালোই ত ! আজ নতুন করেই একজনের সঙ্গে একজনের বিয়ে হোক্ !" বলিয়াই পরিচারিকার হাত ধরিয়া চঞ্চনের হাতে গুঁজিয়া দিল। দিয়াই আবার পথ ধরিল। আর-সকলেও তেম্‌নিই পশ্চাতে, মেয়ে আর পুরুষ—পাশাপাশি।

দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র চঞ্চন্ আর পরিচারিকা—'বর আর কনে !'

চঞ্চন্ পরিচারিকাকে তাগাদা দিয়া কহিল, "বাড়ী চল !"

পরিচারিকা নতমুখে পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে-খুঁড়িতে জবাব দিল—"না।"

চঞ্চনের বিস্ময়েব অবধি বহিল না। কহিল, "তবে ?"

কঙ্কণ তখনও তাহাদেব দৃষ্টির আডাল হয নাই, পরিচাবিকা মুখ তুলিযা তাহার দিকে আঙুল বাডাইল।

চঞ্চন্ প্রথমে সংশযে, তাবপব হর্ষে, তাবপর মূঢেব ন্যায মেযেটিব দিকে ঝুঁকিযা পড়িতেই, সে ঠোঁট ফুলাইয়া স্বামীর বুকেব উপব পড়িযা মুখ গুঁজিয়া ফেলিল।

আঠারো

কয়েক পদ গিয়াই কঙ্কণ তাহার নব-দলকে আদেশ দিল—"বাড়ী যাও!"

বিস্ময়ের কথা! একজন কহিল, "কেন মঠ?"

কঙ্কণের মুখে হাসি আর ধরে না। কহিল, "মঠ?—বাড়ীই যে তোমাদের মঠ!" পরক্ষণেই মুখের ভাব প্রশান্ত করিয়া কহিল, "বউ, ছেলে, মা, বাপ—এই নিয়েই তোমাদের মঠ!"

বুঝিবা এক অত্যাশ্চর্য নির্দেশ! সকলেই বিহ্বল হইয়া কঙ্কণের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কঙ্কণ তেম্‌নি করিয়াই আবার বলিতে লাগিল, "তারই ভিতর ভিক্ষু—বাপ, মা, ছেলে, বউ! কঠোর বোলে যা-কিছু সে ত কারাগার, মানুষের মুক্তির মঠ সে নয়!"

অতঃপর কঙ্কণ চলিয়া যাইতেই, আর একজন অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "দীক্ষা—"

কঙ্কণ কি বলিতে যাইবে, অদূরে ত্রিবর্ণের আবির্ভাব হইতেই সে থামিয়া গেল। সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "অধ্যক্ষ আস্‌ছেন! এসো—" বলিয়াই বাহিনীকে যেন এক জোর টান দিয়া অগ্রসর হইয়া ত্রিবর্ণের সম্মুখে গিয়া সদলে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিল।

ত্রিবর্ণের মুখে হাসি, চোখে দীপ্তি, আর সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত আশীর্বাদ! তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এক কৌতুকময়ী—কৌমুদী!

ত্রিবর্ণ আশীর্বাদ করিলেন, হাত তুলিয়া—যেন সকলেই অনুভব করিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই মস্তকে ওই মহাপুরুষের স্পর্শ পড়িয়াছে! অতঃপর ত্রিবর্ণ কৌমুদীর দিকে ফিরিয়া সহাস্যে কহিলেন, "আজ তোমার একটি কথা নেব, মা! বলতো, জিত্‌লো কে—তুমি, না, আমি?"

কৌমুদীর মুখখানি সহসা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াই নামিয়া পড়িল।

ত্রিবর্ণ কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলিয়া উঠিলেন, "আবার সেই পুরোনো লজ্জা?" বলিয়াই কৌমুদীর মুখটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমিই বলি শোনো—তুমি! কেন না—" কঙ্কণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমারি খেলাঘরে ও আজ তোমারি পুতুল।"

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি বাহিনীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, "এঁদের দীক্ষা?"

ত্রিবর্ণ স্মিতমুখে জবাব দিলেন, "প্রয়োজন নেই!" বলিয়াই মেয়েদের কাছে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "মা, তোমরা সজীব প্রকৃতি, দীক্ষা দেবার তোমাদের ওপরওয়ালা কেউ নেই। কিন্তু—" পুরুষদের নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "এঁদের ভার নিয়ো তোমরা!"

মেয়েরা লজ্জায় মুখ নীচু করিতেই ত্রিবর্ণ পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "সিদ্ধার্থ—ওঁর নাম কেউ জান্‌তো না, যদি না গোপার অনুগ্রহ পড়তো ওঁর ওপর!"

একটি মেয়ের বিস্মিত মুখ দিয়া থাম্‌কা প্রশ্ন পড়িল "গোপার অনুগ্রহ?"

ত্রিবর্ণ শিশুর ন্যায় হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, মা!" পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ইতিহাসে নেই? তার কারণ—হয় ইতিহাস মেয়েমানুষের হাতে তৈরি হয় নি, নয় ফলের পরিচয়ে মানুষ গাছেরই নাম করে, মাটির কথা মুখেও আনে না!" একটু নীরব থাকিয়াই আবার সুরু করিলেন, "গোপা আঁচল থেকে চাবি খুলে না দিলে সিদ্ধার্থ বড়লোক হ'তে যে পারতেন, একথা ইতিহাস বিশ্বাস করুক, কিন্তু—আমি করিনে! আমি বলি- গোপা ইতিহাসের উপেক্ষিতা!"

মেয়েটি যেন দুঃসহ হর্ষে বলিয়া উঠিল—"আমরাও তাই বলি, বাবা।"

"বল্‌বে বৈকি মা! পুরুষমানুষকে এঁকে ছবি করবার রঙ্‌ তুলি তোমাদেরই যে হাতে! সুখে তাকে নিস্তেজ করতেও পারো, আবার দুঃখে তাকে মাতিয়ে দিতেও তোমাদের জোড়া মেলে না।" বলিয়া ত্রিবর্ণ আর দাঁড়াইলেন না।

কৌমুদীরও বুঝিবা আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল না। সেও যেমন ত্রিবর্ণের অনুসরণ করিতে পা বাড়াইবে, তাহার সম্মুখ দিয়া এক অশ্বারোহী ছুটিয়া গেল।

কৌমুদী চম্‌কিয়া উঠিয়া চোখ তুলিতেই দেখিল—একটু দূরে দৃষ্টির মাথায় এক বিরাট নব-বাহিনী তালে-তালে পা ফেলিয়া সরিয়া আসিতেছে! কাছাকাছি হইতেই টের পাইল—উহারা রাজ-পদাতিক, বিচিত্র সাজে সাজিয়া—প্রত্যেকের হাতে এক-একটি করিয়া নানা রঙের পতাকা—প্রত্যেকটির গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা—"শ্রেষ্ঠ নাগরিকা—চিত্রা!"

অনন্তবিস্তারি আকাশ, তাহাকে ছাইয়া ঘন মেঘ একখানি—তাহার অঙ্গে আচম্‌কায় বিদ্যুতের আঁচড় পড়িলে যেমন হয়, ঠিক তেম্‌নি ধারা কৌমুদীরও মুখের চেহারা হইল এবং তন্মুহূর্তেই কঙ্কণের কাছে সরিয়া গিয়া চোখে চোখে ফেলিয়া সেইদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই রাস্তার যে-দিকটায় খালি, লোকজন ছিল না, সেইদিকে হেলিয়া পড়িয়া মিশিয়া গেল!

অতঃপর 'এক-পৃথিবী' নরনারীর 'পরলোক' হাতে করিয়া যে দেবদূত দাঁড়াইয়া, তাহার সম্মুখ দিয়া একে-একে চলিয়া গেল—এক বিরাট শোভাযাত্রা—রাজ-পদাতিক, অশ্বারোহী, তারপর এক উন্নতকায় শ্বেত-হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া নগরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকা!

চিত্রা।

চোখাচোখী হইল। হইতেই চিত্রা চোখ ফিরাইয়া লইল, যেন সহস্র সহস্র দর্শকের ন্যায় কঙ্কণও একজন অপরিচিত। কিন্তু, নামিল না কঙ্কণের চোখদুটি!

কঙ্কণ! তাহার চোখের উপর এক শ্মশান, শ্মশানে মাত্র একটি চিতা, এই মাত্র জ্বলিয়াছে, আগে নয়—হু-হু করিয়া, তারপর নিমেষেই নির্বাপিত হইল! * * * কঙ্কণ—তাহার মুখে হাসির একটু আভা পড়িল, পড়িয়াই বিলীন হইল। তারপর সে চোখ নামাইল—চোখের নীচে চেনা পথ, চেনা মাটি, চেনা গাছপালা, চেনা ঘর-বাড়ী! তারপর পা বাড়াইয়া আস্তে-আস্তে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। তখন তাহার পশ্চাতের পৃথিবী একটু-একটু করিয়া দ্রব হইতে সুরু হইয়াছে।

মনে-মনে এক প্রশ্ন উঠে। মানব-আত্মার এই যে প্রেম-বিকাশ, হঠাৎ উহা ম্লান হইয়া পড়িল কেন, এমন করিয়া? হয় নাই—এ প্রশ্নের

নিষ্পত্তি—মানব সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আজিও! তাই বলিয়াই বুঝিবা ত্রিবর্ণ নগরের নারীশক্তিকে বেচারা পুরুষের অভিভাবক করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু, সে কথা এখন থাক্।

সন্ধ্যা হইয়াছে। চারিদিক ব্যাপিয়া প্রকৃতির কালোরূপ। কঙ্কণ রাস্তার একপাশ ধরিয়া একমনে চলিয়াছে। কতদূর গিয়াছে তাহা তাহার হুঁস নাই, হঠাৎ কাহার গায়ে পা পড়িল! পড়িতেই সে চম্‌কিয়া পিছাইয়া আসিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই এক যন্ত্রণা-কাতর নারীকণ্ঠে নিঃসৃত হইল—'মাগো!'

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি আবার সরিয়া আসিল। রাস্তার অন্যত্র আলো থাকিলেও সে-স্থানটায় ছিল গাঢ় অন্ধকার—গাছগুলা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লতাপাতায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কঙ্কণ বসিয়া পড়িয়া শায়িত দেহটাকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়াই ভীতি-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

"উঃ—"

কঙ্কণ আর কাল-বিলম্ব না করিয়াই সেই আর্তব্যক্তিকে সযত্নে ধরিয়া বাহুর উপর উঠাইয়া লইল, তারপর হাওয়ার ন্যায় আলোয় উড়িয়া আনিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই অস্ফুট বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "নাগরিকা—"

নাগরিকার মাথাটি নীচের দিকে লটকিয়া পড়িল।

কঙ্কণ চট্ করিয়া মাথাটা হাতের উপর রাখিয়া ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "তোমার বাড়ী?"

যে দিকে বাড়ী—নাগরিকা আস্তে-আস্তে হাত বাড়াইয়া সেইদিকে আঙুল দেখাইল।

কঙ্কণ আব অপেক্ষা কবিল না, বিত্যুৎবেগে নাগবিকার বাড়ী গিযা উঠিল, তাবপব আতুবাব নির্দেশ মত তাহাব শযন কক্ষে প্রবেশ কবিযা আস্তে-আস্তে শয্যায শোযাইযা দিল। দিযাই জিজ্ঞাসা করিল, "লেগেছে খুব, নয ?"

নাগবিকা চোখ বুজিযা অস্ফুট শব্দ কবিযা যেন অসহ্য যন্ত্রণায পাশ ফিবিল।

কঙ্কণেব মুখখানা বিবর্ণ হইযা গেল। নাগবিকা যেদিকে ফিবিল, সেও সেইদিকে উঠিযা গিযা আতঙ্কে জিজ্ঞাসা কবিল, "কোথায লেগেছে ? কোনখানে ?"

নাগরিকা হাত দিয়া দেখাইল। যেখানে হাত পড়িল সে তাহাব বুক।

কঙ্কণের মুখখানা একটিবার কাঁপিযা উঠিযাই স্থির হইযা গেল, যেন মেয়েটিব অঙ্গের ওই আঘাত সে তৎক্ষণাৎ উঠাইযা লইযা নিজেব বুকেই সংস্থাপন করিযাছে। তাবপব মুখ দিযা কহিবার কি কথা তাহা সে খুঁজিযা পাইল না। তুই-একবাব মেযেটির মুখে অকাবণ দৃষ্টি ফেলিযাই নেহাৎ আনাড়িব ন্যায আপনমনে বলিযা উঠিল, "বাস্তা—অন্ধকাব—ওখানে কেউ শুযে থাকে ?"

নাগরিকা এইবাব আস্তে-আস্তে চোখ খুলিয়া কঙ্কণের দিকে অবশনেত্রে তাকাইযা কহিল, "হাঁট্তে যে আর পারিনি !"

কঙ্কণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেই নাগরিকা পার্শ্বপবিবর্তন করিয়া নিস্তেজকণ্ঠে পুনবায বলিয়া উঠিল, "অনাহাবে আছি—সাতদিন !"

"খাওনি কিছু ?"

"ভিক্ষে মেলে নি !"

ইন্দ্রালযের ন্যায় অট্টালিকা—যতদূর দৃষ্টি যায, উহার প্রত্যেক অংশে

কঙ্কণ বিস্ময়-দৃষ্টিতে তাকাইয়া হঠাৎ মেয়েটির দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, "তুমি ভিক্ষে কর ?"

নাগরিকা মাথাটা এধারে ফিরাইয়া কঙ্কণের দিকে একটিবার তাকাইল —তাহার মুখে নিষ্প্রভ হাসি, তিক্ত এক অভিযোগের! তারপর যেন কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া কহিল, "জানেন না আপনি ?" থামিল। একটু পরেই আবার সুরু করিল, "সন্ন্যিসি হয়েছে নগরের সবাই—আদর আমাকে কে আর করবে ?—একটু জল দিতে পারেন ?"—বলিযাই কক্ষের এক কোণে আঙুল বাড়াইয়া একটা জলপাত্র দেখাইয়া দিল।

কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল এবং জল আনিয়া মুখে ধরিয়া পান করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভিক্ষে পেলে না, কোথাও নয় ?"

নাগরিকার মুখে জল লাগিয়াছিল। আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া যেন অবসরমতই ঈষৎ হাসিল—ম্লান। কহিল—"আপনি শিশু, অবোধ। ঘরে-ঘরে ভিক্ষু, ছেলেবুড়ো সকলে—ভিক্ষে কে কাকে দেবে ?" বলিতে-বলিতে মাথাটা বালিশ হইতে নীচে পড়িয়া গেল, যেন সহসা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে।

কঙ্কণ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি এ-পাশে আসিয়া মাথাটি ধীরহাতে বালিশের উপর তুলিয়া দিল, তারপর ঝুঁকিয়া কি বলিতে যাইবে, নাগরিকা হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। একটু পরে পার্শ্বের একটি কক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "ওই ঘরে—আছে একটি, তার আধখানি—তার এক কুচি, ফল—এনে দেবেন ?"

"দিই" বলিয়া কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। করিতেই দ্বারদেশে, চৌকাঠের ও-পারে, নাগরিকার ঠিক

চোখের উপর আর-এক মানব-মূর্তির আবির্ভাব হইল, সে—নন্দন! তাহার চোখে অস্বাভাবিক এক পুলক, মুখে মারাত্মক চোরা-হাসি! নাগরিকার মুখেও তখন যেন ঘন-ঘন বিদ্যুৎ খেলিয়া চলিযাছে! কিন্তু সে ক্ষণিকের। মুহূর্তেই আবার সে মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া ফেলিল এবং কি-এক আদেশ-কঠিন সঙ্কেত করিতেই নন্দন অদৃশ্য হইয়া গেল।

উনিশ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

রাত্রির কালো ছায়ার ন্যায় চিত্রা বাড়ী ফিরিল। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইল, যেন সে টক্কর খাইয়া কোথায় মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এইমাত্র উঠিয়া আসিয়াছে—মুখে খানিক কাদা-জল। সটান উপরে উঠিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়াছে তাহার ঠিক নাই, মেঝেয় কাহার পদশব্দ হইতেই সে চম্‌কিয়া উঠিল। হাতে ভর দিয়া ঈষৎ উঠিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল—রাজা! দেখিয়াই আবার শুইয়া পড়িল তেম্‌নি করিয়াই।

রাজা অগ্রসর হইয়া একেবারে চিত্রার শয্যায় গিয়া বসিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "এমন করে?"

চিত্রা উঠিয়া বসিল এবং মাথার কাপড়টা খুলিয়া ফেলিয়া রাজার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপ্‌নি মদ খান?"

চিত্রার মুখের ওই মুক্ত দৃশ্য, চোখের সেই অভিনব শ্রী রাজাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। কহিলেন, "খাই, যখন কেউ হাতে তুলে দেয়—তুমি দেবে?"

চিত্রা তৎক্ষণাৎ ও-ঘর হইতে একটি পাত্র ভরিয়া সুরা আনিয়া রাজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"চিত্রা—"

বাহির হইতে এক অস্থির কণ্ঠ ছুটিয়া আসিল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই নন্দন ঝড়ের ন্যায় কক্ষে প্রবেশ করিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রা তখন সবে সুরার পাত্রটা রাজার মুখের গোড়ায় তুলিয়াছে, হাতের চাপ খুলিয়া পাত্রটা মেঝেয় পড়িয়া গেল। নন্দনও মুখ নামাইয়া মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইয়া নন্দনের আর পা উঠে না, যেন সে এক নিবাসহীন পান্থ, আশ্রয়ের নির্দেশ নাই, যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনিবে—এমন কোন আমন্ত্রণও নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিতে-নামিতে চোখের দৃষ্টি তাহার ঝাপ্‌সা ঠেকিতে লাগিল, হঠাৎ যেন এক ঝড় উঠিয়া চোখে ধূলা পড়িয়াছে। নীচে নামিয়া অঙ্গনে পা দিয়াছে, সহসা ঠিক পশ্চাতেই এক শব্দ হইল, চাহিয়া দেখিল চিত্রা—পায়ে কাপড় জড়াইয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে! চোখের পলকেই চিত্রা উঠিয়া নন্দনের সুমুখে পড়িয়া গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "কি বল্‌তে এসেছিলে ?"

নন্দন যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে! বিস্ময়ের ভাণে সসম্ভ্রমে কহিল, "আপ্‌নাকে ?"

চিত্রা পথ ছাড়িয়া এক পাশে দাঁড়াইল।

নন্দনও পায়ে জোর দিল। কিয়দ্দূর গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল, যেন হঠাৎ কি মনে পড়িয়াছে। চিত্রার কাছাকাছি হইয়া শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "ভাল কথা! এই কঙ্কণ—না থাক্!" আবার সে পিছন ফিরিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল।

চিত্রা নীরব অচঞ্চল, যেন কোথায় কার বাঁশী বাজিয়াছে, সেই দিকেই সে একমনে কাণ পাতিয়া।

কিন্তু, এবার আর নন্দন পা বাড়াইল না। মুখ ফিরাইয়া আবার

তেম্‌নি কবিরাই বলিয়া উঠিল, "কথাটা হ'ল—নাগরিকা, তাকে চেনো ত ? তারই ঘরে এক বিছানায়, মুখে মু—"

"মিথ্যে কথা।"—চিত্রার চোখ দিয়া এক ঝলক অগ্নিশিখা নির্গত হইল।

গঙ্গাজল আর তুলসী—এ যেন নন্দনের হাতেই। এম্‌নিই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না—মিথ্যে নয়।" অতঃপর এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ কবিরাই আবার কহিল, "ভালোবাসা। চেন কি ? নাগরিকা কত ভালোবাসে তাকে—জান তুমি ?"

চিত্রার মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "মেয়েমানুষ, আমরা, কেউই—ভালোবেসে তাকে আপন করতে পারে নি, পারে না।"

"দেখ্‌বে এসো।"—বলিয়াই নন্দন মুখ ফিরাইয়া রাস্তা ধরিল।

চিত্রা অকস্মাৎ থরথর করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিয়াই স্থির হইয়া গেল। তারপর দেখা গেল, তাহার দেহে স্পন্দন আসিয়াছে—চোখে এক চোখ জ্যোৎস্না। ধীরে ধীরে পা বাড়াইল, কোথায় যেন সে জানে না, কেনই বা তাহাও তাহার অবিদিত, অথচ এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহার চলিবে না—যেন এই-জন্মের পূর্বে তাহার আর-এক জন্ম ছিল, সেই জন্মে বসবাস করিবার ছিল এক পত্রকুটীর, ধরিত্রীর একান্তে—আজ সেই দিকটাই হঠাৎ তার মনে পড়িয়াছে।

এম্‌নিই সময়ে পশ্চাৎ হইতে এক তীক্ষ্ণকণ্ঠের ডাক পড়িল—"চিত্রা!"

চিত্রা ফিরিয়া দেখিল—রাজা।

কাছে আসিয়া রাজা কহিলেন, "চল্‌লে কোথায় ?"

যেন আনমন হইয়া আছে, এম্‌নি ভাব দেখাইয়া চিত্রা প্রত্যুত্তর দিল, "আমি ? মেয়েমানুষ যেখানে যায় !"

অট্ট হাসিযা রাজা কহিলেন, "গিযে লাভ?—সেখানে ত' আব সুবিধে হবে না!" বলিযাই চিত্রাব মুখেব কাছে মুখ আনিয়া এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ কবিযা পুনশ্চ বলিযা উঠিলেন, "তোমাবও নয, নাগবিকারও নয! গিয়ে দেখ্‌বে—অন্ধকাব!"

চিত্রার মুখখানা বিবর্ণ হইযা গেল। রাজা সেই মুখেব দিকে তেম্‌নি কাবযাই চাহিযা হাসিযা উঠিলেন। কহিলেন, "তা' ছাড়া—" কণ্ঠস্বব ঈষৎ নামাইয়া আবাব সুরু কবিলেন, "এমন রূপ—ভিক্ষু-ভিখিবীদেব জন্যে নয। সে জ্ঞানটা থাকা উচিৎ তোমাব। বল্‌তে পাবো, কে কাব বুকে আগুন জ্বেলেছে? এত বড় 'দিবাকব' আমাব বুকে এতদিন ছিল না, চিত্রা! হাতে কবে তুলে দিযেছ—তুমিই! সুতবাং নামিযে নেবাব ভাব আমাব—নগবেব নবীনা নাগবিকাব নয!"

চিত্রার মুখখানা লাল হইযা উঠিল, মুখ দিযা একটি কথাও বাহিব হইল না।

বাজাব মুখ ছুটিযাছিল, তেম্‌নি কবিযাই আবাব বলিযা উঠিলেন, "মুখ বাঙা কোবো না—ওতে রূপ বাড়ে!" বলিযাই পিছাইযা গেলেন।

চিত্রাব আপাদমস্তক টলিযা উঠিল, তাবপব সুমুখেব দিকে একবার ঝুঁকিযাই মুহূর্তের মধ্যে বাস্তাব অন্ধকাবে মিশিযা গেল।

কুঁড়ি

দশজন একসঙ্গে সহজেই বশ হয়, কিন্তু পৃথকভাবে একজনকে হাতে আনা কত যে মুস্কিল, কঙ্কণ তাহা হাড়ে-হাড়ে বুঝিতে পারিল। এইমাত্র সে সমস্ত নগরবাসীকে এক কথায় বশ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু একা এই নাগরিকার কাছে সে হার মানিল। ফলের কুচিটা কাছে আনিতেই নাগরিকা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়া উঠিল, "ধ্যান-উপাসনা বুঝি আপ্‌নাদেরই একচেটে ?"

কথাটা কঙ্কণ বুঝিতে পারিল না। বিস্মিতনেত্রে নাগরিকার পানে তাকাইতেই, সে বলিয়া উঠিল, "সকাল থেকেই রাস্তায়-রাস্তায়—অশুচি-বাস, ধূলো-পা, ইষ্টদেবতার নাম নিইনি —এ কথা আপনি জানেন না ?"

কঙ্কণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "কি করে জান্‌বো ?"

নাগরিকা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা' জান্‌বেন কেন ?" থামিল, যেন একসঙ্গে এতকথা কহিয়া হাঁপ ধরিয়াছে। একটু পরেই কহিল, "বলিনি আমি—ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলাম ?" তারপর যেন এক অভিমানের কটাক্ষ করিয়া সুরু করিল, "আমাদের মতন যারা ভিখিরী—আমার মতন—তারাই জানে, পরের বাড়ী আঁচল পাত্‌তে হ'লে নিজের অবসর মত বাড়ী থেকে বেরুলে চলে না—সব কাজ সেরে!"

"তা হ'লে, সেরে নাও—"

নাগরিকার মুখ দিয়া ঈষৎ হাসি বাহির হইল—দুষ্টামির হাসি। কহিল, "হুকুম—এখ্‌খুনি তামিল করতে হবে!" পরক্ষণেই আবার অবসন্নার ন্যায় কহিল, "কর্‌তাম, যদি শক্তি থাকতো!"

"তবে ?"

"এক কাজ করবেন ? এই যদি—না থাক্—"

"বলো না ?"

"একটু উঠিয়ে আমাকে যদি বসিয়ে দেন।"

কঙ্কণ তৎক্ষণাৎ নাগরিকাকে সন্তর্পণে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিল। দিয়া কহিল, "এইবার—"

"এইবার হুকুম প্রতিপালন।" বলিয়াই নাগরিকা একমুখ হাসিয়া উঠিল। মুহূর্তপরেই মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া কহিল, "আর একটি—"

কঙ্কণের দৃষ্টি সপ্রশ্ন হইতেই নাগরিকা কহিল, "একটিবার বস্‌বেন আমার সুমুখে—বিছানায় ?"

"কেন ?"

"ধ্যানের রূপ একটি ত চাই।"

কঙ্কণ এইবার হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "সে বুঝি আমি ?"

"'আমি' মানে মহাশ্রেষ্ঠী 'কঙ্কণ' নয়, 'ভিক্ষু' শ্রমণ কঙ্কণও নয়!—অপরিচিত পথিক একজন, মাত্র রাস্তার লোক।' একটু চুপ করিয়াই নাগরিকা আবার আরম্ভ করিল, "কেন জানেন ? চিরটা কাল অচেনা মানুষ কই ভালবেসে এসেছি। তাই, ধ্যানের সময় রাস্তায় যাকে দেখ্‌তে পাই, তাকেই হাত ধরে এনে সুমুখে বসাই!"

কঙ্কণকে কে-যেন তখন কৌতুকের দোলায় চাপাইয়া দোল দিয়াছে। কহিল, "সত্যি ?"

নাগরিকা নির্বিবাদে জবাব দিল, "যা মনে করেন। সত্যি যদি মনে করেন—সত্যি। মিথ্যে যদি মনে করেন—মিথ্যে!" বলিয়াই একবার আড়চোখে চাহিল, চাহিয়াই আবার কহিল, "ভালোবাসা!—যাকে আমি

ভালোবাসি, তাকে যদি আর-একটু বেশী করে প্রাণ দিই অর্থাৎ—তারই রূপ স্মরণে নিয়ে যদি—ধ্যানে বসি, তাহ'লেই—দেবতা লাভ।—ওকি, বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

কঙ্কণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, তারপর মন্ত্রচালিতের ন্যায় নাগরিকার শয্যার উপর উপবেশন করিল, কাছাকাছি, মুখোমুখী—'ভক্তের' মনোমত।

নাগরিকা আর কঙ্কণ, কঙ্কণ আর নাগরিকা। নাগরিকা মুদ্রিতনেত্রা, তন্ময়—স্থিরমূর্তি। আর তাহারই অগ্রে বসিয়া কঙ্কণ—উৎকণ্ঠায় চঞ্চল, চোখ খুলিয়া কখন্ চাহিবে। যেন হিমালয়ের এক গোপন প্রান্তে এক পর্বত-বালিকা তপস্যায় ভোর হইয়া আছে, আর তাহারই সম্মুখে তাহার আকাঙ্ক্ষিত মূর্তির কখন্ যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা ওই মেয়েটি জানেই না।

দ্বার উন্মুক্ত ছিল, হঠাৎ কাহার পদশব্দ হইতেই কঙ্কণ ফিরিয়া দেখিল—চিত্রা।

চিত্রা।—সেই পুরাতন 'মহিমা।'

বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া মুখ খুলিয়া কি বলিতে যাইবে, চিত্রা দুই হাত তুলিয়া শাসন-কঠিন চক্ষে নিষেধ করিল—'চুপ্।' পরক্ষণেই পা টিপিয়া-টিপিয়া নাগরিকার কাছে সরিয়া গেল, কিছু মিনিটখানেক অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল! প্রথমেই তাহার চোখে উঠিল ঝড়, তারপর—রৌদ্রের খরতেজ, তারপর—চন্দ্রের অনাবিল জ্যোৎস্না! তারপর—তারপর আস্তে-আস্তে বসিয়া পড়িয়া নতজানু হইয়া গলায় আঁচল ফেলিয়া ধীরে ধীরে নাগরিকার পায়ের উপর মাথা রাখিল।

স্পর্শ পড়িতেই নাগরিকা চোখ খুলিয়া তাকাইল। বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "চি-ত্রা ?"

চিত্রা স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল—"না—সতীন।"

নাগরিকার বুঝিবা আজ হাসিবারই দিন, তাই হাসিয়া সারা হইয়া বলিয়া উঠিল, "তাই বুঝি এত ভক্তি?"

চিত্রা নির্বিকারকণ্ঠে কহিল, "হিংসে।—যাঁকে আমি পাইনি, তাঁকে তুমি পেয়েছ!"

নাগরিকার মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল, "ও-কথার জবাব দেবেন উনি!" বলিয়াই কঙ্কণের দিকে ফিরিল। তারপর তাহার প্রতি এক ভারি কটাক্ষ করিয়া একটি-একটি করিয়া কহিল, "প্রথম পাঠ, মেয়েমানুষের পাঠশালায় না পড়লে পুরুষমানুষের পাঠশালা খোলা চলে না!" বলিয়াই আচমকায় কঙ্কণের হাতটা চিত্রার হাতের উপর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "আজ তোমার এই হাতে খড়ি—এইখানে!"

ঠিক সেই মুহূর্তে বাহিরে যেন এক প্রচণ্ড ঝড় উঠিল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই মূর্তিমান বজ্রের ন্যায় প্রবেশ করিলেন রাজা, পশ্চাতে সশস্ত্র লোকজন। কক্ষের ভিতর পদার্পণ করিয়াই তিনি থম্‌কিয়া গেলেন—যেন পটে-আঁকা একখানি ছবি আর সুমুখেই তাহার—অনন্যসাধারণ চিত্রকর!

চিত্রার বুকটা উড়িয়া গেল। কঙ্কণের হাত হইতে নিজের হাতটা টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তারপর উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় অগ্রসর হইয়া রাজার পথরোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি প্রস্তুত! এই নিন্—" আর্তনাদ করিয়া রাজার পায়ের উপর আছ্‌ড়িয়া পড়িল।

রাজা ঈষৎ পিছাইয়া গেলেন। তারপর পশ্চাতের লোকগুলাকে ইঙ্গিত করিতেই তাহারা নতশিরে অন্তর্ধান করিল। অতঃপর চিত্রার দিকে স্থির-চক্ষে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ একটু হাসিলেন—পলকমাত্র!

তারপর মুখের চেহারা তেম্‌নিই শক্ত করিয়া কহিলেন, "আমার দণ্ড, আর তোমার উৎকোচ—এক নয়!"

চিত্রা মাথাটা একটু খাড়া করিয়াছিল, আবার উহা মেঝেয় লট্‌কিয়া পড়িল। পরক্ষণেই সে নিজেকে যেন এক জোর টান দিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইয়া কি বলিতে যাইবে, পারিল না—তাহার মুখের উপর রাজার চোখের এক গুরুতর শাসন পড়িয়াছে! কণ্ঠ অধিকতর তীক্ষ্ণ করিয়া রাজা পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "রক্ত-মাংস রূপ-রঙ্—তারই গড়ন, এ নিয়ে মেয়েমানুষ নয়!"

চিত্রা আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে?" কাঁদিয়া ফেলিল।

বর্ষার পর শরৎ, শরতের একা উষা, সেই উষায় পৃথিবীর উপর যেমন সোণালী আলো পড়ে, ঠিক তেম্‌নি ধারা আকস্মিক এক আলোকে রাজার মুখখানা চকচক্ করিয়া উঠিল। সরিয়া আসিয়া চিত্রার অশ্রু-সজল মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, মেয়েমানুষ, সে পৃথিবী রচনা করে! মূর্তিহীন আকাশ, তাকে দেয় মূর্তি—মৃত্তিকার। আর, তারই অসম্পূর্ণ অহঙ্কার—পুরুষ, তাকে করে পরিপূর্ণ!" বলিয়াই চিত্রাকে টানিয়া আনিয়া কঙ্কণের পাশে দাঁড় করাইয়া কহিলেন, "তোমার পরিচয়—এই! এইখানেই!"

মুহূর্তেই দ্বারদেশে সহসা যেন একখানি চাঁদ উঠিল। রাজা, কঙ্কণ, চিত্রা—সকলেই অবলোকন করিল—কৌমুদী! তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া—নন্দন।

নাগরিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন আচম্‌কায় তাহার ঘুম ভাঙিয়াছে! সহাস্যে দ্রুতপদে কৌমুদীর কাছে সরিয়া আসিয়া খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "এসো, ভাই!" তারপর হাত ছাড়িয়া

সুমুখ ফিরিয়া আর-তিনটি যে মূর্তি, তাহাদের দিকে একবার চাহিয়াই আবার মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "সব মাটি!"

কৌমুদী!—এক 'মৃত্যু-বাসরেই' বুঝিবা তাহার ডাক পড়িয়াছিল, কিন্তু—একি! * * * তাহার দুটি চোখই বড় হইয়া আর্দ্র হইয়া উঠিল, যেন বুকের ভিতরকার এক কঠিন পুলক দ্রব হইয়া চোখে উঠিয়া জমা হইয়াছে। ঝটিতি চোখের সে-ভাবটা পরিবর্তন করিয়া রোষের ভাণ করিয়া নন্দনের দিকে চাহিল, চাহিতেই নন্দন থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি কিন্তু!" তারপর সেই মুখ আর আর একজনের দিকে ফিরাইতেই নিমেষ-কঠিন এক কটাক্ষ পড়িল। নন্দন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল ও যেমন সে তাড়াতাড়ি মুখ নামাইবে কৌমুদী একমুখ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "থাক! লক্ষ্মণের লজ্জা ঢাক্‌তে বসুমতী আর দ্বিধা হলেন না।" অতঃপর কঙ্কণের দিকে মনের মত একবার আড়-চোখে চাহিয়াই রাজার পানে ফিরিয়া হাত জোড়ে কহিল, "আপ্‌নাকে কিন্তু নমস্কার।"

রাজা তখন তন্ময় হইয়া তাকাইয়া ছিলেন আর একটি মূর্তির পানে—নাগরিকার। কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইতেই কৌমুদী কপালে হাত ঠেকাইল।

রাজাও প্রতি-নমস্কার করিলেন। তারপর আনমনে নাগরিকার কাছে সরিয়া গিয়া মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন, তারপর—তারপর কটিবন্ধ হইতে তরবারি খুলিয়া নিঃশব্দে মেয়েটির পদমূলে নামাইয়া রাখিলেন।

কঙ্কণ, চিত্রা, কৌমুদী, নন্দন—প্রত্যেককেই দৃশ্যটা যেন মূর্তি ধরিয়া দোল দিয়া গেল। অত্যধিক বিস্ময়ে ও হর্ষে বিহ্বল হইয়া কঙ্কণ ছুটিয়া গিয়া রাজার হাত ধরিয়া কি বলিতে গেল, পূরাপূরি পারিল না। বুকের কোণ ভাঙিয়া মাত্র এইটুকু বাহির হইল, "রাজা—"

রাজা নীচু হইয়া কঙ্কণের পদস্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশান্তকণ্ঠে কহিলেন, "না। আজ থেকে আমিও ভিক্ষু! কিন্তু, শিষ্য তোমার নই—" নাগরিকার প্রতি আঙুল বাড়াইয়া কহিলেন, "ওর।" বলিয়াই চিত্রার দিকে আড়চোখে তাকাইলেন।

চিত্রা বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

কাম-রূপ	...	১৲
দান	...	২৲
মণ্টুর মা	...	‖০
সুহাস	...	১‖০
ছন্নছাড়া	...	১৲
হিঁদুর বউ	...	১৲
কয়লার কাহিনী	...	১‖০